শেক্সপীয়ারের গল্প

ট্র্যাজেডী ও কমেডী একত্রে

শ্রীবিমল দত্ত এম. এ.

বি, সরকার এণ্ড কোং
১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

সূচীপত্র

ট্র্যাজেডী

কমেডী

পরলোকগতা স্নেহময়ী ভগিনী
বিজলীপ্রভা ঘোষের
পুণ্যময়ী স্মৃতির উদ্দেশে

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

অতি অল্পকাল মধ্যেই "শেক্সপীয়ারের গল্পের" প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় এক্ষণে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এ সংস্করণে পুস্তকটী আগাগোড়া সংশোধিত করিয়াছি। শেক্সপীয়ারের একটি বিস্তৃত জীবন-কথা এ সংস্করণে সংযোজিত করিয়াছি। এতদ্ব্যতীত "জুলিয়াস্ সীজার" নামক শেক্সপীয়ারের আরেকটী বিখ্যাত নাটকের গল্প ও একটী হাফটোন চিত্র ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইল। শেক্সপীয়ারের ট্র্যাজেডী ও কমেডীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট তেরটী নাটকের গল্প ইহাতে স্থান পাইল। কাগজের এই দুর্ম্মূল্যের বাজারেও আমরা এই বর্দ্ধিত কলেবর বিরাট্ বইটীর মূল্য পূর্ব্ববৎ এক টাকাই রাখিলাম। শেক্স্পীয়ারের নাটকগুলির গল্প ছেলেমেয়েদের উপযোগী করিয়া অনেকেই আমার পূর্ব্বে বাহির করিয়াছিলেন এবং আমার পুস্তক প্রকাশিত হইবার পরেও এইরূপ পুস্তক বাহির হইয়াছে এবং আরো হইবে আশা করা যায়। কিন্তু ল্যাম্ব্ ভ্রাতা ও ভগিনীব লিখিত গল্পগুলি যে-কারণে আজিও সমানভাবে আদৃত, সেই কারণেই আমার পুস্তকও আদৃত হইবে সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। শেক্সপীয়ারের সম্পূর্ণ নাটকের গল্প ল্যাম্বদের প্রদর্শিত পথে সংক্ষিপ্ত করিয়াছি। কোন মূল ঘটনা বাদ দিয়া সহজে কাজ সারিবার পথ ধরি নাই। এতদ্ব্যতীত আগাগোড়া সাধুভাষায় গল্পগুলি লিখিয়াছি যাহাতে বাংলাদেশের যে কোন জেলার অধিবাসীর পক্ষেই অত্যন্ত অনায়াসে গল্পগুলি বোধগম্য হয়। ১০।১০।৪৭

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

বিশ্ববিখ্যাত নাট্যকার শেক্স্পীয়ারের নাটকগুলির গল্প অতি চমৎকার। চার্লস্ ও মেরী ল্যাম্ব্ সেই গল্পগুলি বালক-বালিকাদের উপযোগী করিয়া প্রকাশ করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন। তাঁহাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। বাংলা ভাষায় বালক-বালিকাদের উপযোগী করিয়া শেক্স্পীয়ারের গল্প পরিবেশন করার চেষ্টা এই প্রথম না-ও হইতে পারে কিন্তু ইতিপূর্ব্বে একত্র এতগুলি গল্প একসঙ্গে পুস্তকাকারে আর কেহই বাহির করিবার চেষ্টা করেন নাই। বাংলা ভাষার এই অভাব দূর করিবার চেষ্টায় কতদূর সফল হইয়াছি তাহার বিচারের ভার সুধি-সমাজের উপর অর্পণ করিয়া আজ বিদায় প্রার্থনা করি—ইতি লেখক। ১০।৬।৪৫

শেক্সপীয়ারের জীবন-কথা

১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে রোম নগরে বিখ্যাত ইটালিয়ান্ ভাস্কর মাইকেল এঞ্জেলোর মৃত্যু হয়। এই বৎসরই জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার উইলিয়াম্ শেক্সপীয়ারের জন্ম হয়। যে বৎসর শেক্সপীয়ারের মৃত্যু হয় সেই বৎসরই আবার স্পেনীয় সাহিত্যিক রসস্রষ্টা সার্ভান্টিসের মৃত্যু হয়। বিয়োগান্ত দৃশ্য কল্পনায় এ-পর্য্যন্ত কোন ইটালীয়ই মাইকেল এঞ্জেলোর সমকক্ষ হইতে পারেন নাই, এবং রস-সাহিত্যেও সারভান্টিসের জুড়ি কোন স্পেনীয় লেখকের আজিও উদ্ভব হয় নাই। কিন্তু এই বলিলেই শেক্সপীয়ারের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে বোধ হয় যথেষ্ট বলা হইবে যে বিয়োগান্ত দৃশ্য কল্পনার গভীরতায় একদিকে যেমন তিনি মাইকেল্ এঞ্জেলোর সমকক্ষ, অপরদিকে আবার চটুল রসিকতায় এবং হাস্য-কৌতুক পরিপূর্ণ চরিত্র সৃষ্টি কৌশলে তিনি সার্ভান্টিসের সমকক্ষ। শেক্সপীয়ারের এই বহুমুখীন প্রতিভার জন্যই তিনি বিশ্বের কবি ও সাহিত্যিকদের বিস্ময়ের বস্তু। শেক্সপীয়ারের সমসাময়িক নাট্যকার বেন্ জন্সন্ এই জন্যই উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় বলিয়াছিলেন, "তিনি কোন বিশেষ কালের নয়—তিনি সর্ব্বকালের।" সেই জন্যই আজিও—শেক্সপীয়ারের মৃত্যুর সার্দ্ধ তিন শতাব্দী পরেও—তাঁহার নাটকগুলি সমান আদরের সহিত পঠিত হইতেছে।

কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এত বড় একজন কবির জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। কবেই বা তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কবেই বা ষ্ট্র্যাট্‌ফোর্ড ছাড়িয়া লণ্ডনে যাত্রা করেন, তাহা সঠিক জানিবার আর কোন উপায় নাই। তাঁহার নাটকগুলি পাঠ করিলে জানা যায় যে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে সংসারের প্রতি বিরক্তি এবং গভীর ব্যথাভরা নৈরাশ্য দেখা দেয় পরে আবার সে ভাব চলিয়া গিয়া শান্তি ফিরিয়া আসে। কেন যে এই বিষাদ ও অশান্তি

আবার কেন যে শান্তি ও আনন্দের পুনরাবির্ভাব তাহা আমরা জানিতে পারিনা। শেক্সপীয়ারের যেটুকু জীবন-কথা আমরা জানিতে পারি তাহা সমসাময়িক কবিদের লেখায় তাঁহার নামের উল্লেখ হইতে, তাঁহার নিজের লিখিত নাটক হইতে, কতক বা সমসাময়িক কয়েক ব্যক্তির লিখিত ডায়েরি খাতা হইতে এবং আরো বহু জায়গা হইতে বহু আয়াস স্বীকার করিয়া সংগ্রহ করা হয়। তাঁহার নাটকগুলি কবে কোনটা অভিনীত হয়, তাহা একজন থিয়েটারের ম্যানেজারের লিখিত খাতা হইতে সংগৃহীত হয়। এই ভদ্রলোক নটদিগকে পোষাক-পরিচ্ছদ ভাড়া দিতেন এবং বন্দকী কারবার করিতেন। দরিদ্র নটরা ইঁহার নিকট জিনিষ বন্দক দিয়া টাকা ধার লইতেন। এই ভদ্রলোক নটদের নামে নামে কে কবে কি জিনিষ বন্দক দিয়া কত টাকা লইল, কোন্ কোন্ পোষাক ভাড়া লইল তাহা লিখিয়া রাখিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কবে কোন্ নাটক অভিনীত হইল তাহাও লিখিয়া রাখিতেন। এই মহামূল্যবান্ খাতাখানা না থাকিলে শেক্সপীয়ারের নাটকগুলির অভিনয়ের ক্রম আমরা জানিতে পারিতাম না।

এইরূপে শেক্স্‌পীয়ারের জীবনী যতটুকু জানিতে পারা যায় তাহা সংক্ষেপে এখানে বলিব। ইংলণ্ডের অন্তর্গত ষ্ট্র্যাটফোর্ড-অন্-য়্যাভন্ একটী ছোট্ট সহর। ইহার বাসিন্দার সংখ্যা চৌদ্দ-পনের শত। প্রকৃতির শ্যামলশ্রী ইহার চতুর্দ্দিকে অকৃপণভাবে বিতরিত কিন্তু তথাপি সহরটী অত্যন্ত নোংরা এবং অস্বাস্থ্যকর। বাসিন্দারা স্বাস্থ্যনীতির বা পরিচ্ছন্নতার বড় একটা ধার ধারে না। ড্রেনের ব্যবস্থা নাই, চতুর্দ্দিকে খালা-খন্দ তাহাতে জলকাদা জমিয়া পচিয়া দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে। রাস্তার উপরেই সকলে বাড়ীর জঞ্জাল, নোংরা জল ইত্যাদি ফেলিয়া আবহাওয়া অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর করিয়া তুলিয়াছে। পুরাতন রেকর্ড হইতে জানা যায় যে রাস্তার উপরে সার-পচানোর জন্য শেক্সপীয়ারের পিতা জন্ শেক্সপীয়ারের দুইবার জরিমানা হইয়াছিল। এই ষ্ট্র্যাটফোর্ড সহরই শেক্সপীয়ারের

জন্মস্থান এবং এখন এক মহাতীর্থে পরিণত হইয়াছে—প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ লোক শেক্স্‌পীয়ারের জন্মস্থান দেখিবার জন্য ষ্ট্র্যাটফোর্ডে গমন করে।

শেক্স্‌পীয়ার পিতার তৃতীয় সন্তান। তাঁহার জন্মের পূর্ব্বে তাঁহার দুইটী ভগিনী জন্মগ্রহণ করেন কিন্তু তাঁহারা উভয়েই বাল্যকালে মারা যান। ২৬শে এপ্রিল ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে শেক্সপীয়ার স্থানীয় গীর্জ্জায় ব্যাপ্‌টাইজ্‌ড্‌ হন। কিন্তু তাঁহার জন্ম-তারিখ লইয়া কিছু মতভেদ আছে। ২৩শে এপ্রিল তাঁহার মৃত্যু হয়। যদি ২৩শে এপ্রিল তাঁহার জন্ম-তারিখ হইত তাহা হইলে তাঁহার সমাধি-ফলকে তাহার উল্লেখ থাকিত, কিন্তু তাহা নাই। এই জন্য কেহ কেহ বলেন যে ২২শে এপ্রিল তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

শেক্স্‌পীয়ারের মাতাপিতা নিরক্ষর লোক ছিলেন। এজন্য পুত্রকে লেখা-পড়া শিখাইবার ইচ্ছা তাঁহাদের মনে অত্যন্ত প্রবল হয়। কাজেই উইলিয়াম্‌ ষ্ট্র্যাটফোর্ডের গ্রামার স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। শীত-গ্রীষ্ম সর্ব্বঋতুতে প্রায় দশঘণ্টা উইলিয়াম স্কুলে বন্দী থাকিতেন। সেখানে লেখা, পড়া, অঙ্ককষা ইত্যাদি কতদূর শেক্সপীয়ার শিখিয়াছিলেন তাহা আমরা জানি না।

চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সে শেক্স্‌পীয়ার স্কুল ত্যাগ করিয়া পিতার কারবারে সাহায্য করিবার জন্য লাগিয়া যান। কিন্তু জন্‌ শেক্স্‌পীয়ারের কারবারের অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হইয়া পড়ে। তিনি তাঁহার শ্বশুরের দেওয়া ভূ-সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ফেলেন এবং দারিদ্র্যের চরম অবস্থায় উপনীত হন।

কাজেই শেক্স্‌পীয়ারকে জীবিকার্জ্জনের পথ দেখিতে হয়। কি ভাবে শেক্স্‌পীয়ার জীবিকার্জ্জন করিতেন তাহা আমরা জানি না। কেহ বলেন যে তিনি তাঁহার পিতার মাংসের দোকানে মাংস কাটিতেন, কেহ বলেন যে তিনি শিক্ষকতা করিতেন, আবার কেহ বা বলেন যে তিনি একজন উকিলের মুহুরী নিযুক্ত হন। তবে এইটুকু নিশ্চিত যে তিনি বহু প্রকারের কাজ

করিয়াছেন এবং বহু লোকের সংস্রবে মিশিয়াছেন। তাঁহার নাটকের ছত্রে ছত্রে তাহার প্রমাণ জাজ্বল্যমান।

অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে শেক্স্‌পীয়ার য়্যান্‌ হ্যাথাওয়েয় সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন। য়্যান শেক্স্‌পীয়ার অপেক্ষা আট বৎসরের বড় ছিলেন। এই বিবাহ শেক্স্‌পীয়ারের পক্ষে শান্তিকর হয় নাই।

একুশ বৎসর বয়সে শেক্স্‌পীয়ার ভাগ্যান্বেষণে লণ্ডনে উপস্থিত হন। কেন তিনি ষ্ট্র্যাটফোর্ড ত্যাগ করিয়া লণ্ডনের পথে পা বাড়াইয়াছিলেন তৎসম্বন্ধে একটী সমসাময়িক গল্প প্রচলিত আছে। ষ্ট্র্যাটফোর্ড হইতে তিন মাইল দূরে স্যার্‌ টমাস্‌ লুসি নামক একজন ম্যাজিষ্ট্রেটের একটি সুরক্ষিত বাগান ছিল। শেক্সপীয়ার কয়েকজন স্থানীয় দুষ্ট যুবকের সঙ্গে প্রায়ই এই বাগান হইতে হরিণ চুরি করিতেন। একবার শেক্স্‌পীয়ারের দলটী ধরা পড়ে এবং দলের সকলেই স্যার্‌ টমাস্‌ লুসির নিকট লাঞ্ছিত হয়। ইহাতে শেক্স্‌পীয়ার মনে মনে দারুণ চটিয়া যান এবং লুসির নামে একটী তীব্র ব্যঙ্গ-কবিতা লিখিয়া তাঁহার বাগানের গেটে ঝুলাইয়া দিয়া আসেন। লুসি ইহাতে শেক্স্‌পীয়ারের উপর দারুণ চটিয়া যান এবং শাস্তি দিবার জন্য তাঁহাকে ধরিয়া আনিতে লোক পাঠান। শেক্সপীয়ার কিন্তু ইতিমধ্যেই লণ্ডনের পথে পা বাড়াইয়া দিয়াছিলেন।

সম্পূর্ণ কপর্দ্দকহীন অবস্থায় নির্ব্বান্ধব শেক্স্‌পীয়ার লণ্ডনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি দুচোখ ভরিয়া লণ্ডনের ঐশ্বর্য্যময় রূপ পান করিতে লাগিলেন। কিন্তু খাদ্য চাই—জীবিকার সংস্থান করিতে হইবে। নতুবা লণ্ডনে কে তাঁহাকে অন্ন দিবে? শেক্স্‌পীয়ার কি কাজ লইলেন তাহা আমরা জানি না। সম্পূর্ণ সাত বৎসরের ইতিহাস আমাদের নিকট অজ্ঞাত, অন্ধকারাবৃত। কেহ কেহ বলেন যে সম্ভবতঃ শেক্স্‌পীয়ার এই সাত বৎসর ইউরোপে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। তাহা না হইলে তাঁহার নাটকে এমন সুন্দর সমুদ্র-বর্ণনা, বিদেশীয় রাজসভার এমন নিখুঁত চিত্র, এত বিভিন্ন দেশীয় লোকের চরিত্র সম্বন্ধে

এমন সুসঙ্গত জ্ঞান তিনি কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন? এই সময়টা শেক্স্‌পীয়ারের জীবনের এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা-পূর্ণ অধ্যায়।

এই সাত বৎসরের নিরুদ্দেশের পর আমরা শেক্স্‌পীয়ারকে লণ্ডনের প্রান্তবর্ত্তী একটি থিয়েটারে দেখিতে পাই। তখনকার থিয়েটারগুলির মধ্যে দি সোয়ান, দি কার্টেন, এবং দি গ্লোব বিখ্যাত ছিল। এগুলি সবই সহরের প্রান্তে অবস্থিত থাকায় অধিকাংশ বড়লোক দর্শকই ঘোড়ায় চড়িয়া আসিতেন। যতক্ষণ পর্য্যন্ত থিয়েটার শেষ না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহাদের ঘোড়াগুলি একজনের জিম্মায় থাকিত। শেক্স্‌পীয়ার একটি থিয়েটারে এইরূপ ঘোড়ার তত্ত্বাবধায়কের কাজ পান। ইহার পরে ধীরে ধীরে শেক্স্‌পীয়ার Call-Boy-এর কাজ পাইলেন। তিনি ষ্টেজের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কখন কোন্ অভিনেতার প্রবেশ তাহা জানিয়া তাঁহাদিগকে যথাসময়ে ডাকিয়া দিতেন। ইহাতে অভিনয়ের সহিত ক্রমশঃ তাঁহার কিছু কিছু পরিচয় হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে ছোটখাট ভূমিকার অভিনেতাদের অনুপস্থিতিতে শেক্স্‌পীয়ার সেই সেই ভূমিকায় অভিনেতা রূপে অবতীর্ণ হইতে লাগিলেন। এইভাবে ষ্টেজের সহিত ঘনিষ্ঠতার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ কি ভাবে শেক্স্‌পীয়ার একজন অভিনেতা হইয়া উঠিলেন তাহা সহজেই কল্পনা করিয়া লওয়া যায়। কিন্তু তিনি ভাল অভিনেতা ছিলেন না—অভিনয় করা তাঁহার পছন্দ ছিল না। ধীরে ধীরে কি ভাবে তিনি নাটক লেখার কাজ সুরু করিলেন তাহা এইবার বলিব।

প্রত্যেক ষ্টেজের কয়েকটী পুরাতন নাটক থাকে। সেই নাটকগুলি খুব জনপ্রিয় হওয়ায় মধ্যে মধ্যে তাহাদের অভিনয় করিতে হয়। এইরূপ কয়েকটী পুরাতন নাটক শেক্স্‌পীয়ার সংশোধন করিয়া দেন। নাটক সংশোধন করিতে করিতে ক্রমশঃ তাঁহার মনে সুপ্ত নাটক লেখার প্রবৃত্তি জাগরিত হয়। তিনি স্বয়ং নূতন নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার সর্ব্বপ্রথম রচনা Love's Labour Lost. ইহা ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে লিখিত হয়। তাহার পর এক এক

করিয়া শেক্স্‌পীয়ার তাঁহার অমর নাটকগুলি লিখিতে থাকেন। সর্ব্বমোট শেক্স্‌পীয়ার সাঁইত্রিশটী নাটক লিখিয়া গিয়াছেন। এই সাঁইত্রিশটী নাটক পাঠ করিলে বিস্ময়ে হতবাক্ হইয়া যাইতে হয়। জগতের ইতিহাসে শেক্স্‌পীয়ারের জুড়ি নাই। ভাল মন্দ, যুবক বৃদ্ধ, জ্ঞানী মূর্খ, সুখী দুঃখী, ধনী দরিদ্র—সকলেই তাঁহাদের অন্তরের গোপন কথা শেক্স্‌পীয়ারের নিকট উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার নাটকের প্রত্যেকটি চরিত্র যেন রক্তমাংসের জীবন্ত মানুষ—তাঁহারা প্রত্যেকে প্রত্যেক হইতে স্বতন্ত্র বিশিষ্ট এক একটি লোক। শেক্স্‌পীয়ার এমন যাদুকর লেখক ছিলেন যে তিনি অত্যন্ত সহজ সাধারণ ভাবে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-বেদনা, পাপ-পুণ্য, জীবন-মৃত্যু প্রভৃতির কথা নানা মানুষের মুখ দিয়া এরূপ দক্ষতার সহিত প্রকাশ করিয়াছেন যে মনে হয় সে-সব যেন তাঁহাদেরই কথা। আসল লেখকটীর মত, আশা-আকাঙ্ক্ষা, পছন্দ-অপছন্দ—কোন কিছুর কথাই আমরা তাঁহার নাটক হইতে ধরিতে পারিনা। কী বিশাল পটভূমিকা, কী বৈচিত্র্যময় চরিত্রসমাবেশ, কী বিপর্য্যস্ত ঘটনার স্রোত—এসকল যেন প্রকৃতির নিজের হাতে গড়া বলিয়া বোধ হয়।

শেক্স্‌পীয়ারের যশঃসৌরভ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। অর্থও সঙ্গেসঙ্গে আসিতে লাগিল। শেক্স্‌পীয়ার তখনকার সবচেয়ে বড় "দি গ্লোব" থিয়েটারের একজন অংশীদার হইলেন। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে তিনি ষ্ট্র্যাটফোর্ডে **New Place** নামক বাড়ী ক্রয় করিলেন।

১৬১০ হইতে ১৬১২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এক সময়ে শেক্স্‌পীয়ার লণ্ডন ত্যাগ করিয়া নূতন বাড়ীতে ফিরিয়া আসেন। তখন তাঁহার বৃদ্ধ পিতা জন্ শেক্স্‌পীয়ার জীবিত ছিলেন। তাঁহার মাতা ইতিপূর্ব্বেই মারা গিয়াছিলেন। শেক্স্‌পীয়ার জীবনে এক অতি নিদারুণ শোক পাইয়াছিলেন। একাদশ বর্ষ বয়সে তাঁহার একমাত্র বংশধর পুত্র হ্যাম্‌নেট্ মারা যায়। এই পুত্র ছাড়া শেক্স্‌পীয়ারের দুইটি কন্যা ছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা সুসানার সহিত সহরের এক ডাক্তারের

বিবাহ হয়। এই সুসানার কন্যাকে শেক্স্‌পীয়ার দেখিয়া যান। শেক্স্‌পীয়ারের দ্বিতীয়া কন্যা জুডিথের তখনো বিবাহ হয় নাই। সে বৃদ্ধা মাতা এবং কর্ম্মক্লান্ত পিতার পরিচর্য্যায় দিন কাটাইতেছিল।

১৬১৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাস হইতেই শেক্স্‌পীয়ারের স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁহার কন্যা জুডিথের বিবাহে তিনি স্থানীয় গীর্জ্জা পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। কয়েক সপ্তাহ পরে তৎকালীন প্রহসন-লেখক নাট্যকার বেন্ জন্‌সন্ এবং লণ্ডনের কয়েকজন বন্ধু শেক্স্‌পীয়ারের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য শেক্স্‌-পীয়ারের বাড়ীতে আসেন। কয়েকদিন পুরাতন বন্ধুদের সহিত আনন্দে বেশ কাটিয়া গেল। তারপর তাঁহারা লণ্ডনে চলিয়া যাইবার পর হইতে ক্রমশঃ শেক্স্‌পীয়ার শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন এবং ২৩শে এপ্রিল ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জীবন-দীপ চিরতরে নির্ব্বাপিত হইয়া গেল।

শেক্স্‌পীয়ারের গ্রন্থাবলী লইয়া এ পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে এবং অন্যান্য দেশে যে সকল গবেষণামূলক পুস্তক বাহির হইয়াছে তাহা একত্র করিলে একটী বিরাট লাইব্রেরী হইতে পারে। তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা না থাকায় অনেক লোক এইরূপ অদ্ভুত মত প্রকাশ করিয়াছেন যে শেক্স্‌পীয়ারের নামে যে নাটকগুলি প্রচলিত তাহার একখানাও শেক্স্‌পীয়ার নামক ষ্ট্র্যাট্‌ফোর্ডের ভদ্রলোকটীর লেখা নয়। এইরূপ সন্দেহের কারণ শেক্সপীয়ার তাঁহার উইলে তাঁহার নাটকগুলির স্বত্বের কোন ব্যবস্থা করেন নাই। কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না যে তৎকালে নাটক বিক্রয়ের বাজার আজকালকার মত লাভজনক ছিল না। সেইজন্যই শেক্স্‌পীয়ার হয়ত ও-গুলি গণনার মধ্যেই আনেন নাই।

যাহা হউক উনবিংশ শতাব্দীতে আমেরিকার পত্রিকায় এক অদ্ভুত মত প্রকাশিত হয়। ডেলিয়া বেকন্ নাম্নী জনৈকা মহিলা এই অদ্ভুত মতের জননী। তিনি তাঁহার জীবন পাত করিয়া গবেষণা করিয়া অবশেষে বলেন যে বিখ্যাত রচনাকার Bacon-ই শেক্স্‌পীয়ারের নাটকগুলি লিখিয়া দিয়াছিলেন। তিনি বলিতে

থাকেন যে বেকন্‌-এর রচনাবলীর মধ্যে তিনি একটী গোপন সঙ্কেত আবিষ্কার করিয়াছেন। এই সঙ্কেতদ্বারা অত্যন্ত সহজে প্রমাণিত হইবে যে বেকনের দার্শনিক মত ও রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তার ধারার সহিত শেক্স্‌পীয়ারের নাটকে লিখিত মতের হুবহু মিল আছে। এইরূপ ভাবধারা বেকন্‌ ছাড়া আর কাহারও মস্তিষ্ক হইতে উদ্ভূত হইতে পারে না। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে এই গোপন সঙ্কেত বুঝাইয়া যাইবার পূর্ব্বেই এই হতভাগ্য মহিলাটীর মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া যায় এবং তিনি মারা যান। মিস্‌ ডেলিয়া বেকনের অন্যান্য যুক্তির সহিত একমত হইলে ইহাও মানিয়া লইতে হয় যে শুধু শেক্স্‌পীয়ারের নাটকগুলি নয়, পরন্তু পোপ্‌, বাইরণ, শেলী, ওয়ার্ডস্বার্থ্‌, কোল্‌রিজ্‌, টেনিসন্‌, ব্রাউনিং সকলেরই রচনাবলী বেকনের লেখা। ইহা অপেক্ষা অদ্ভূত উদ্ভট কল্পনা আর সম্ভব আছে কি? বেকনের রচনা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত জেম্‌স্‌ স্পেডিংকে এবিষয়ে তাঁহার মত জানাইতে বলা হইলে তিনি অকুণ্ঠিতভাবে বলেন, "যদি কোন কারণ বর্ত্তমান থাকে যেজন্য শেক্স্‌পীয়ারের নাটকগুলি অন্য কাহারও দ্বারা লিখিত হইয়াছে এইরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকে তাহা হইলে আমি এইটুকু দৃঢ়তার সঙ্গে বলিতে পারি যে সেই নাটকগুলির লেখক অপর যে কেহই হউন না কেন তিনি বেকন্‌ নন।"

এত সন্দেহের কারণ শেক্স্‌পীয়ারের নাটকে বৈচিত্রময় চরিত্র-সমাবেশ—কোন দুইটী চরিত্র একরূপ নয়। জগতের সর্ব্ববিষয়েই যেন শেক্স্‌পীয়ারের অবাধ স্বচ্ছন্দ অধিকার। মানব-চরিত্রের দুর্জ্ঞেয় রহস্য, লোকাচারের নিখুঁত খুঁটিনাটি, বেশভূষায় নিখুঁত পারিপাট্য, বিভিন্ন প্রকারের মতের বৈচিত্র্য, দেশবিদেশের বর্ণনা—সকল দিকেই শেক্স্‌পীয়ারের সমান দৃষ্টি। সমস্ত একত্র করিলে মনে হয় যেন এক বিরাট মহাসমুদ্র তাহাতে কত না ঢেউয়ের মাতামাতি, কত না বর্ণ-বৈচিত্র্য, কতনা লুক্কায়িত রহস্য! লোকের চোখে ধাঁধা লাগিয়া যায়। সামান্য একজন অল্পশিক্ষিত যুবক, যাঁহার সম্বন্ধে গ্রাম্য গ্রামার স্কুলে পড়া, হরিণ চুরি করা, থিয়েটারের দর্শকদের ঘোড়া ধরা, Call-Boyএর কাজ করা, পুরাতন নাটকের

সংস্কার করা, ছোটখাট ভূমিকায় অভিনয় করা প্রভৃতি অতি সাধারণ ঘটনা জানা যায় তিনি যে এরূপ একটী বিরাট স্বষ্টির সাধনা কবে করিলেন তাহা ভাবিয়া পাওয়া যায় না বলিয়াই এত অদ্ভুত মতবাদের স্বষ্টি। কিন্তু এ বিরাট্ কাজ মানুষরেই স্বষ্টি—শেক্স্‌পীয়ারও একজন মানুষ—হয়ত তাঁহার অজ্ঞাত জীবনকথার অন্ধকারেই তাঁহার মহীয়সী সাধনার ইতিহাস লুক্কায়িত হইয়া আছে। সেই সাধনা-বলেই শেক্স্‌পীয়ার জগতের শ্রেষ্ঠ কবিদিগের বিস্ময়!

"Soul of the age!
The applause! delight! the wonder of our stage!
My Shakespere rise! I will not lodge thee by
Chaucer, or Spenser, or bid Beaumont lie
A little further, to make thee a room."

—**Ben Jonson.**

হ্যামলেট ও তাহার পিতার প্রেতাত্মা। —হ্যাম্লেট্।

শেক্স্‌পীয়ারের গল্প

—০০:০:০০—

হ্যাম্‌লেট্‌

ডেন্‌মার্কের রাজা হ্যাম্‌লেট্‌ হঠাৎ মারা যাইবার পর দুইমাস যাইতে না যাইতেই বিধবা রাণী গার্‌ট্রুড্‌ মৃত রাজার ভ্রাতা ক্লডিয়াস্‌কে বিবাহ করিলেন। ব্যাপারটা সকলেরই নিকট বড় বিসদৃশ ঠেকিল। ক্লডিয়াস্‌ রূপেগুণে সব দিক দিয়া মৃত রাজার চেয়ে নিকৃষ্ট ছিলেন। ক্লডিয়াস্‌ই যে রাজ্য-লোভে রাজাকে খুন করিয়াছেন—এইরূপ সন্দেহ অনেকেরই মনে জাগিতে লাগিল। আর রাণীকে সকলেই ছি ছি করিতে লাগিল।

রাজপুত্র হ্যাম্‌লেট্‌ মাতার এই কার্য্য দেখিয়া অত্যন্ত বিচলিত হইলেন। তিনি পিতাকে প্রাণের অধিক ভালবাসিতেন। সেই পিতার মৃত্যু হইতে না হইতেই মাতা পুনরায় বিবাহ করিয়াছেন—ইহাতে মানুষের উপরই তাঁহার কেমন একটা অভক্তি হইয়া গেল। তিনি খেলাধূলা, পড়াশুনা সব ছাড়িয়া দিয়া নিরন্তর মৃত্যু কামনা করিতে লাগিলেন।

কিরূপে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে তাহা হ্যাম্‌লেট্‌ কিছুতেই জানিতে পারিতেছিলেন না। ক্লডিয়াস্‌ রটাইয়াছিলেন যে সর্পাঘাতে রাজার মৃত্যু হইয়াছে; কিন্তু হ্যাম্‌লেট্‌ তাহা বিশ্বাস করিতেন না। তিনি ভাবিতেন যে ক্লডিয়াস্‌ই রাজাকে হত্যা করিয়াছেন—তাঁহার মত দুষ্ট লোকের দ্বারা এরূপ কাজ কিছু অসম্ভব নয়। কিন্তু রাণীও কি এ ব্যাপারে লিপ্ত আছেন, না তিনি কিছুই জানেন না? এই সব ব্যাপার হ্যাম্‌লেট্‌ নিরন্তর মনের মধ্যে তোলাপাড়া করিতেছিলেন।

এই সময় হ্যাম্‌লেটের প্রিয় বন্ধু হোরেসিও একদিন হ্যাম্‌লেট্‌কে জানাইল যে গভীর রাত্রে রাজপ্রাসাদের সম্মুখে পাহারা দিবার সময় হোরেসিও ও কয়েকজন প্রহরী মৃত রাজার প্রেতমূর্ত্তিকে দেখিয়াছে। তাঁহার মুখে রাগের চেয়ে দুঃখের ছাপ-ই বেশী ছিল। তিনি যেন কি বলিতে যাইতেছিলেন কিন্তু ভোরের মোরগ ডাকিয়া ওঠায় তিনি অদৃশ্য হইয়া যান।

কথাটা সত্য না মিথ্যা পরীক্ষা করিবার জন্য হ্যাম্‌লেট্‌ রাত্রে বন্ধু হোরেসিও ও মার্সেলাস্‌ নামক একজন প্রহরীর সহিত রাজ-প্রাসাদের সম্মুখে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

তিনি বুঝিলেন যে বিনা কারণে প্রেতমূর্ত্তি কখনো দেখা দেয় না—নিশ্চয়ই রাজার কিছু বক্তব্য আছে।

সেদিন খুব শীত। কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাস যেন হাড়ের মধ্যে বিঁধিতেছিল। তাঁহারা কয়জনে বসিয়া গল্পগুজবে সময় কাটাইতে-ছিলেন। হঠাৎ হোরেসিও কথায় বাধা দিয়া জানাইল যে প্রেতাত্মার আবির্ভাব হইয়াছে।

হ্যাম্‌লেট্‌ প্রথমটা পিতার প্রেতাত্মা দেখিয়া ভয়ে বিস্ময়ে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। ক্রমে তাঁহার সাহস ফিরিয়া আসিলে দেখিলেন প্রেতমূর্ত্তি খুব করুণভাবে তাঁহার দিকে তাকাইয়া আছেন। হ্যাম্‌লেট্‌ ভাল করিয়া দেখিলেন যে, সত্যসত্যই এইটী তাঁহার পিতার প্রেতাত্মা। তিনি তাঁহাকে সম্বোধন করিলেন, "বাবা, কেন আপনি কবরের শান্তিপূর্ণ স্থান ত্যাগ করিয়া আবার পৃথিবীতে আসিয়াছেন ? কিসে আপনার আত্মার শান্তি হইবে বলুন।"

প্রেতাত্মা হ্যাম্‌লেট্‌কে ইঙ্গিতে একধারে সরিয়া আসিতে বলিলেন। হোরেসিও ও মার্সেলাস হ্যাম্‌লেটের অনিষ্টাশঙ্কায় তাঁহাকে ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না।

হ্যাম্‌লেট্‌ ও প্রেতাত্মা নির্জ্জন স্থানে আসিলে পর প্রেতাত্মা কহিলেন, "আমি তোমার পিতা। একদিন যখন আমি আমার বাগানে ঘুমাইতেছিলাম তখন আমার ভ্রাতা ক্লডিয়াস্‌ আমার কাণের মধ্যে এক প্রকার বিষাক্ত লতার রস ঢালিয়া আমার মৃত্যু ঘটাইয়াছে। আমার স্ত্রী গার্‌ট্রুড্‌কে বিবাহ করিয়া ডেন্‌মার্কের সিংহাসনে আরোহণ করিবার লোভেই সে এই কাজ করিয়াছে। প্রিয় পুত্র, যদি আমাকে সত্যসত্যই ভালবাসিয়া থাক ত' আমার মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ করিও। তবে দেখিও রাণীর যেন কোন অনিষ্ট না হয়—ভগবান স্বয়ং তাঁহাকে শাস্তি দিবেন।"

হ্যাম্‌লেট্‌ প্রতিশোধ গ্রহণের অঙ্গীকার করিবার পর প্রেতাত্মা মিলাইয়া গেলেন। হ্যাম্‌লেট্‌ দৃঢ়-সঙ্কল্প হইলেন যে যতদিন পর্য্যন্ত

পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ না লওয়া হয় ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার আর অন্য কোন কাজ থাকিবে না।

হ্যাম্‌লেট্‌ হোরেসিওকে সব কথা খুলিয়া বলিলেন এবং যাহাতে প্রেতাত্মার কথা আর কেহ না জানে সেজন্য মার্সেলাস্‌কেও কাহারও নিকট কিছু বলিতে নিষেধ করিয়া দিলেন।

একেই ত' হ্যাম্‌লেট্‌ শোকে দুর্ব্বলচিত্ত এবং ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহার উপর প্রেতাত্মার দর্শনে ভয়হেতু তিনি একদম দিশেহারা পাগলের ন্যায় হইয়া গেলেন। তাঁহাকে এই অবস্থায় দেখিয়া পাছে কেহ কিছু সন্দেহ করে—পাছে তাঁহার খুড়া ক্লডিয়াস্‌ ভাবেন যে হ্যাম্‌লেট্‌ তাঁহার পিতার মৃত্যুর গুপ্তরহস্য জানিতে পারিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে কিছু করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছেন এবং তাহাতে তিনি সাবধান হইয়া যান—সেজন্য হ্যাম্‌লেট্‌ স্থির করিলেন যে সেদিন হইতে তিনি উন্মাদের ন্যায় হাবভাব দেখাইবেন। ইহাতে কেহ তাঁহাকে সন্দেহ করিতে পারিবে না—তাঁহার খুড়াও ভাবিবেন যে উহার দ্বারা কোন গুরুতর কাজ অসম্ভব।

হ্যাম্‌লেট্‌ পাগ্‌লামির এমন সুন্দর অভিনয় সুরু করিলেন যে রাজা ও রাণী উভয়েই প্রতারিত হইলেন। পিতার শোকে মাথা খারাপ হইতে পারে একথা তাঁহারা ভাবিলেন না। প্রেতাত্মার আবির্ভাবের কথা তাঁহারা কিছুই জানিতেন না। অনেক আলাপ-আলোচনার পর তাঁহারা ঠিক করিলেন যে ভালবাসাই এই উন্মত্ততার কারণ।

হ্যাম্‌লেটের মাথা খারাপ হইবার পূর্ব্বে তিনি প্রধান-২

পলোনিয়াসের পরমাসুন্দরী কন্যা ওফেলিয়াকে অত্যন্ত ভাল-বাসিতেন। তিনি ওফেলিয়াকে অনেক চিঠিপত্র দিতেন এবং প্রণয়ের চিহ্নস্বরূপ দামী দামী জিনিষ উপহার দিতেন। ওফেলিয়াও হ্যাম্‌লেট্‌কে ভালবাসিতেন। উভয়েই উভয়ের নিকট বিবাহের অঙ্গীকার করিয়াছিলেন; কিন্তু হ্যাম্‌লেটের মনের অবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়ায় তিনি ওফেলিয়াকে অবহেলা করিতে লাগিলেন। নিজেকে পাগল প্রতিপন্ন করিবার জন্য হ্যাম্‌লেট্‌ সেই সময় ওফেলিয়ার উপর রূঢ় ও নিষ্ঠুর ব্যবহার করিবার ভাণ করিতে লাগিলেন। ইহাতে কিন্তু কোমল-হৃদয়া ওফেলিয়া ক্রুদ্ধ বা বিরক্ত হইতেন না। তিনি ভাবিতেন হ্যাম্‌লেটের মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে বলিয়াই তিনি ঐরূপ করিতেছেন।

দিনরাত প্রতিশোধের কথা ভাবিতে ভাবিতে এমন এক এক সময় আসিত যখন হ্যাম্‌লেটের মনে ওফেলিয়ার চিন্তা বড় বেশী করিয়া জাগিত। এইরূপ অবস্থায় একদিন তিনি তাঁহার কৃত্রিম উন্মত্ততার উপযোগী খুব উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাষায় ওফেলিয়াকে একটী পত্র দিলেন। পত্রে তাঁহার উচ্ছ্বসিত আবেগের কথা জানিতে পারিয়া ওফেলিয়া বুঝিলেন যে হ্যাম্‌লেট্‌ তাঁহাকে পূর্ব্বের ন্যায়ই ভালবাসেন।

ওফেলিয়া পলোনিয়াস্‌কে সেই পত্র দেখাইলেন। পলোনিয়াস্‌ও রাজা ও রাণীকে সেই পত্র দেখাইলেন। তখন রাজা-রাণীর পূর্ব্ব ধারণা বদ্ধমূল হইল যে ওফেলিয়ার জন্যই হ্যাম্‌লেট্‌ পাগল হইয়া গিয়াছেন। রাণী ভাবিলেন হ্যাম্‌লেটের সহিত ওফেলিয়ার

বিবাহ দিলেই হ্যাম্‌লেট্‌ সরিয়া উঠিবেন। কিন্তু তাঁহার ধারণা একদম ভুল। পিতার হত্যার প্রতিশোধ না লইতে পারিয়া হ্যাম্‌লেট্‌ ক্রমশঃ অধৈর্য্য হইয়া পড়িতেছিলেন। তাঁহার মনে কিছুমাত্র শান্তি ছিল না। ক্লডিয়াসের সহিত সব সময়ে রক্ষীরা থাকিত—রক্ষিগণের মধ্যে ক্লডিয়াস্‌কে হত্যা করিতে হ্যাম্‌লেটের যেন কেমন কেমন লাগিত। সেই জন্যই প্রতিশোধ গ্রহণে দেরী হইতে লাগিল।

একে ত' মানুষ খুন করা হ্যাম্‌লেটের মত শান্তপ্রকৃতির লোকের নিকট বীভৎস ব্যাপার বলিয়া বোধ হইত, তাহার উপর বিষাদ এবং হতাশা তাঁহাকে ক্রমশঃ দুর্ব্বলচিত্ত করিয়া তুলিল। তিনি কেবলি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। এই সকলের উপর আবার তাঁহার মনে কিছু সন্দেহও উপস্থিত হইল। প্রেতাত্মার কথায় বিশ্বাস করিয়া অন্য প্রমাণ না পাইয়াই খুন করিতে তিনি কিছুতেই মনকে রাজী করাইতে পারিলেন না। শেষে হ্যাম্‌লেট্‌ স্থির করিলেন যে তিনি অন্য নিশ্চিত প্রমাণ না পাইয়া কিছু করিবেন না।

মন যখন কিছুতেই স্থির করিতে পারিতেছেন না এমন সময় একদল অভিনেতা রাজপ্রাসাদে আসিয়া উপস্থিত হইল। হ্যাম্‌লেট্‌ ইহাদের অভিনয় পছন্দ করিতেন। ইহাদের কয়েকটী বিখ্যাত বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে হ্যাম্‌লেটের মাথায় একটী বুদ্ধি খেলিয়া গেল। তিনি ঠিক করিলেন যে এই অভিনেতাদের দ্বারা তিনি পিতার মৃত্যুর ব্যাপারটী অভিনয় করাইয়া খুড়ার মুখের ভাব পরীক্ষা করিয়া স্থির করিবেন তিনি প্রকৃত হত্যাকারী কি না।

এই উদ্দেশ্যে তিনি একটী নাটক অভিনয়ের বন্দোবস্ত করিয়া রাজা ও রাণীকে ঐ নাটকের অভিনয় দেখিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন।

নাটকের গল্পটী সংক্ষেপে এইরূপ—ভিয়েনার ডিউক গঞ্জাগো ও তাঁহার পত্নী ব্যাপ্‌টিষ্টা পরস্পর পরস্পরকে খুব ভালবাসিতেন। একদিন গঞ্জাগো যখন তাঁহার বাগানে নিদ্রিত ছিলেন সেই অবস্থায় ডিউকের নিকটাত্মীয় লুসিয়েনাস্‌ সম্পত্তির লোভে গঞ্জাগোকে বিষ-প্রয়োগে হত্যা করিলেন। কিছুদিন পরে লুসিয়েনাস্‌ ব্যাপ্‌টিষ্টার প্রণয় লাভ করিলেন।

হ্যাম্‌লেটের ফন্দির কথা ক্লডিয়াস্‌ বা রাণী কেহই জানিতেন না। তাঁহারা অভিনয় দেখিতে আসিয়াছেন। হ্যাম্‌লেট্‌ অতি নিকটে বসিয়া অতি মনোযোগ-সহকারে রাজার মুখের ভাব লক্ষ্য করিতে-ছেন। প্রথমেই গঞ্জাগো ও তাঁহার স্ত্রী ব্যাপ্‌টিষ্টা রঙ্গমঞ্চে আসিল। উভয়ে উভয়ের সহিত কথা বলিয়া নিজেদের ভালবাসা জানাইতে লাগিল। ব্যাপ্‌টিষ্টা কহিল যে যদি গঞ্জাগোর মৃত্যুর পরেও তাহাকে বাঁচিয়া থাকিতে হয় তথাপি সে কিছুতেই দ্বিতীয় বার স্বামী গ্রহণ করিবে না—যে সকল দুষ্টা স্ত্রীলোক ঐরূপ নৃশংস কাজ করে তাহারা তাহাদের প্রথম স্বামীর হত্যাকারিণী।

এই কথা শুনিয়া ক্লডিয়াসের মুখ ফ্যাকাসে হইয়া গেল। হ্যাম্‌লেট্‌ তাহা লক্ষ্য করিলেন। তারপর যে দৃশ্যে লুসিয়েনাস্‌ ঘুমন্ত গঞ্জাগোর কাণে বিষ ঢালিয়া দিবে সেই দৃশ্য আসিল। ক্লডিয়াস্‌ সে দৃশ্য দেখিয়া বড়ই বিচলিত হইলেন। সহসা অভিনয় দেখা

স্থগিত রাখিয়া তিনি অসুস্থতার ভাণ করিয়া রঙ্গালয় ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

রাজা চলিয়া যাওয়ায় অভিনয় বন্ধ হইয়া গেল। হ্যাম্‌লেট্‌ নিঃসন্দেহ হইলেন। এইবার কি উপায়ে প্রতিশোধ-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবেন ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই রাণী গার্‌ট্রুড্‌ হ্যাম্‌লেটের সহিত গোপনে কথাবার্ত্তা বলিবার জন্য তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

ক্লডিয়াস্‌ এই ব্যাপার জানিতেন। মাতাপুত্রের কি কথাবার্ত্তা হয় তাহা সঠিক জানিবার জন্য তিনি পলোনিয়াস্‌কে রাণীর ঘরের পর্দ্দার আড়ালে লুকাইয়া থাকিতে আদেশ করিলেন।

হ্যাম্‌লেট্‌ মাতার সহিত দেখা করিলে প্রথমতঃ তাঁহার মাতা তাঁহাকে খুব তিরস্কার করিলেন। তিনি বলিলেন যে তাঁহার পিতা অর্থাৎ ক্লডিয়াস্‌ তাঁহার উপর বড়ই বিরক্ত হইয়াছেন।

ক্লডিয়াসকে হ্যাম্‌লেট্‌ অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। তাহার উপর যখন তাঁহার মাতা তাহাকে "তোমার পিতা" বলিয়া উল্লেখ করিলেন তখন হ্যামলেট্‌ আবার পাগলামি সুরু করিলেন, "পিতা বিরক্ত হইবেন এমন কাজ আমি করি না বরং তুমি এমন অনেক ব্যবহার করিয়াছ যেজন্য পিতা সত্যসত্যই অসন্তুষ্ট হইয়াছেন।"

হ্যাম্‌লেটের মাতা এইসব কথা শুনিয়া বলিলেন, "হ্যামলেট্‌, আমার কথার উত্তর দাও—যা' তা বাজে কথা বলিও না—কাহার সহিত তুমি কথা কহিতেছ তাহা ভুলিয়া যাইতেছ কেন?"

হ্যাম্‌লেট্‌ মাতাকে বিদ্রূপ করিয়া কহিলেন, "আমি যাঁহার সহিত

কথা কহিতেছি তিনি ডেন্‌মার্কের রাণী—তোমার স্বামীর বিশ্বাস-ঘাতক ভ্রাতার পত্নী—এই হতভাগ্য হ্যাম্‌লেটের গর্ভধারিণী—”

এইসব কথা শুনিয়া রাণী কহিলেন, “হ্যাম্‌লেট্‌, তুমি যদি আমাকে অপমানিত কর ত' আমি যাই”—তিনি যাইতে উদ্যত হইলেন কিন্তু হ্যামলেট্‌ তাঁহাকে হাত ধরিয়া বসাইয়া দিলেন। উন্মাদ পুত্র হঠাৎ কি করিয়া বসে এই ভয়ে রাণী চীৎকার করিয়া উঠিলেন। পর্দ্দার আড়াল হইতে পলোনিয়াস্‌ও “রাণীকে রক্ষা কর” বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

হ্যাম্‌লেট্‌ ভাবিলেন রাজা বোধহয় ওখানে লুকাইয়া আছেন। আর যায় কোথা! তিনি তরবারির এক খোঁচায় পলোনিয়াস্‌কে ধরাশায়ী করিয়া ফেলিলেন। আঘাত খুব ভীষণ হইয়াছিল। পলোনিয়াস্‌ তৎক্ষণাৎ প্রাণ হারাইলেন।

রাণী হ্যাম্‌লেট্‌কে তিরস্কার করিতে লাগিলেন, “ছি-ছি হ্যামলেট্‌ তুমি এত নিষ্ঠুর!”

হ্যামলেট্‌ তখন তাঁহার মাতাকে বুঝাইয়া দিলেন যে তাঁহার মাতার নিষ্ঠুরতা এই নিষ্ঠুরতার তুলনায় কিছুই নহে। নিজের স্বামীকে হত্যা করিয়া স্বামীর ভ্রাতার সহিত প্রণয়পাশে বদ্ধ হওয়া কি নিষ্ঠুরতা নয়?

রাণীর সত্যসত্যই তীব্র অনুশোচনা উপস্থিত হইল। সেই সময় হ্যাম্‌লেটের পিতার প্রেতাত্মা আবার সেই স্থানে দেখা দিলেন। হ্যাম্‌লেট্‌ ভীষণ ভীত হইয়া কহিলেন, “আবার আপনি কেন এখানে আসিয়াছেন?”

প্রেতাত্মা বলিলেন,"তোমার প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করাইয়া দিতে। মনে হয় সে কথা তোমার আর মনে নাই। ঐ দেখ তোমার মায়ের মনে অনুশোচনা দেখা দিয়াছে—তুমি মাতার সহিত কথা বল—নয়ত' শোকে ও দুঃখে তাঁহার মৃত্যু হইতে পারে।" এই বলিয়া প্রেতাত্মা অদৃশ্য হইলেন।

রাণী প্রেতাত্মাকে দেখিতে কিম্বা তাঁহার কথা শুনিতে পান নাই। হ্যাম্‌লেট্‌ প্রলাপ বকিতেছে মনে করিয়া তিনি কহিলেন, "হ্যাম্‌লেট্‌, কাহার সহিত কথা কহিতেছ?"

হ্যাম্‌লেট্‌ কহিলেন যে তাঁহার পিতার প্রেতাত্মা তাঁহাকে দেখা দিয়াছিলেন। ইহা প্রলাপ নহে; সত্য কথা। তারপর তিনি মাতাকে কৃতকর্ম্মের জন্য ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিলেন।

এদিকে হ্যাম্‌লেটের তখন খেয়াল হইল—হায়, তিনি ভীষণ ভুল করিয়াছেন—রাজা মনে করিয়া প্রিয়তমা ওফেলিয়ার পিতা পলোনিয়াস্‌কে হত্যা করিয়াছেন। তিনি নীরবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

ক্লডিয়াসের বরাবরই ইচ্ছা ছিল যে হ্যাম্‌লেট্‌কে একদম শেষ করিয়া দেন। কিন্তু রাণী হ্যাম্‌লেট্‌কে বড় ভালবাসিতেন। সেজন্য তিনি কিছু করিতে পারিতেছিলেন না। পলোনিয়াসের হত্যার পর ক্লডিয়াস রাণীকে বুঝাইলেন যে এখন হ্যাম্‌লেট্‌কে অন্যত্র না সরাইলে পলোনিয়াসের হত্যার জন্য তাঁহাকে দায়ী করা হইবে। তাহাতে তাঁহার বিপদের সম্ভাবনা। এই বলিয়া তিনি হ্যাম্‌লেট্‌কে

নিরাপদ করিবার অছিলায় জোর করিয়া তাঁহাকে এক জাহাজে চাপাইয়া ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহার সঙ্গে দুইজন সভাসদ্‌ রহিল এবং এই মর্ম্মে তিনি ইংলণ্ডের রাজার নিকট পত্র দিলেন যে ইংলণ্ডে পৌঁছানমাত্রই যেন হ্যাম্‌লেট্‌কে হত্যা করা হয়।

হ্যাম্‌লেট্‌ রাত্রিকালে গোপনে সেই পত্র পাঠ করিয়া নিজের নাম কাটিয়া সভাসদ্‌ দুইজনের নাম সেখানে বসাইয়া দিলেন। সেই রাত্রিতে একদল জলদস্যুকর্ত্তৃক তাঁহাদের জাহাজ আক্রান্ত হইল। যখন দুই দলে যুদ্ধ বাধিয়াছে তখন হ্যাম্‌লেট্‌ উন্মুক্ত তরবারি হস্তে শত্রুদের জাহাজে লাফাইয়া পড়িলেন। এই অবসরে হ্যাম্‌লেটের লোকেরা জাহাজ লইয়া পলায়ন করিল। পরে ইংলণ্ডে উপস্থিত হওয়ামাত্রই সভাসদ্‌ দুইজনের প্রাণদণ্ড হইল।

এদিকে জলদস্যুরা হ্যাম্‌লেটের পরিচয় পাইয়া তাঁহার নিকট হইতে ভবিষ্যতে উপকার পাইবার আশায় তাঁহাকে ডেন্‌মার্কের এক বন্দরে নামাইয়া দিয়া পলাইল।

বাড়ীতে ফিরিয়াই এক করুণ দৃশ্য হ্যাম্‌লেটের চোখে পড়িল—ওফেলিয়ার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। হ্যামলেটের হাতে পলোনিয়াসের মৃত্যুর পর হইতেই ওফেলিয়ার বুদ্ধি বিকৃত হইয়া যায়। তিনি রাজসভায় মহিলাদের ফুল বিলাইতেন আর বলিতেন যে তাহা তাঁহার পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ফুল। তাঁহাদের বাড়ীর নিকটে নদীর তীরে একটি উইলো গাছ ছিল। এই গাছে উঠিয়া ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিতে গাঁথিতে সহসা অন্যমনস্ক হইয়া নদীতে পড়িয়া গিয়া তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

হ্যাম্‌লেট্‌ দেখিলেন ওফেলিয়ার ভ্রাতা লেয়ার্টিস্‌ তাঁহার সমাধিতে মাটী দিতেছেন। রাজারাণী ও সভাসদেরা সকলে সেখানে উপস্থিত। কাহার সমাধি হ্যাম্‌লেট্‌ যেন প্রথমে বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু রাণী যখন কবরের উপর ফুল ছড়াইতে ছড়াইতে কহিলেন, "আহা তুমি যদি আমার হ্যামলেটের বধূ হইতে!" হ্যাম্‌লেট্‌ তখন স্পষ্ট বুঝিলেন যে তাঁহার প্রিয়তমা ওফেলিয়া আর ইহজগতে নাই। লেয়ার্টিস দুঃখ করিতেছিলেন। কিন্তু হ্যাম্‌লেট্‌ ওফেলিয়াকে এত ভালবাসিতেন যে চল্লিশহাজার লেয়ার্টিসও বোধ হয় অত ভালবাসিতে পারিতেন না। দুঃখে তিনি উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন।

লেয়ার্টিস উপর্য্যুপরি দুই শোকে কাতর হইয়াছিলেন। তাঁহার যত রাগ পড়িল হ্যাম্‌লেটের উপর—তিনিই উভয়ের কারণ। সুযোগ বুঝিয়া ক্লডিয়াসও লেয়ার্টিসকে হ্যামলেটের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন।

ফলে, লেয়ার্টিস হ্যাম্‌লেট্‌কে অসিযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। দিন ঠিক হইয়া গেল। নির্দ্দিষ্ট দিনে রাজারাণী এবং সভাসদ্‌ প্রভৃতি সকলেই উপস্থিত। অসিযুদ্ধ সুরু হইল। দুইজনেই ওস্তাদ। সভাসদেরা কেহ বা হ্যাম্‌লেটের জয় হইবে, কেহ বা লেয়ার্টিসের জয় হইবে বলিয়া বাজী ধরিতে লাগিলেন।

অসিযুদ্ধে ভোঁতা তরবারি লইয়া অস্ত্রবিদ্যার কৌশল দেখানই উদ্দেশ্য। হ্যামলেট কিন্তু জানিতেন না যে লেয়ার্টিস ভোঁতা তরবারি না লইয়া ধারালো তরবারি লইয়া নামিয়াছিলেন। শুধু ধারালো

তরবারি হইলেও বা যাহা হয় হইত লেয়ার্টিস রাজার প্ররোচনায় তরবারির ফলায় বিষ মাখাইয়া লইয়াছিলেন যাহাতে সেই তরবারির আঘাত লাগিলে শরীরে বিষ প্রবেশ করিয়া হ্যামলেট অল্পক্ষণেই প্রাণত্যাগ করেন।

প্রথমে হ্যাম্‌লেট্‌ জয়লাভ করিতেছেন দেখিয়া রাজা কপট উল্লাস প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পরে লেয়ার্টিস হ্যাম্‌লেট্‌কে সেই বিষাক্ত তরবারির দ্বারা এক আঘাত করিলেন। হ্যাম্‌লেট্‌ সেই আঘাত ফিরাইয়া দিলে লেয়ার্টিসের হাত হইতে তরবারি খসিয়া পড়িল। হ্যামলেট সেই তরবারি কুড়াইয়া লইয়া তাহার দ্বারা আবার লেয়ার্টিসকে আঘাত করিলেন।

ঠিক সেই সময়ে রাণী হঠাৎ "বিষ—বিষ" বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিলেন। ক্লডিয়াস হ্যাম্‌লেটের নিধনের জন্য একপাত্র বিষ মিশানো সরবৎ তৈয়ারী করিয়া রাখিয়াছিলেন। রাণী তাহা জানিতেন না। ভুলক্রমে সেই বিষ পান করিয়া রাণী তৎক্ষণাৎ মারা গেলেন।

লেয়ার্টিস তখন হ্যাম্‌লেট্‌কে কহিলেন, "ক্লডিয়াসই এইসকলের মূল, আমি তাঁহার প্ররোচনায় বিষাক্ত তরবারি লইয়া অসিযুদ্ধে নামিয়াছিলাম। ভগবান আমার পাপের উপযুক্ত শাস্তি দিয়াছেন। আমার হস্তচ্যুত তরবারির আঘাতে আমার শরীর বিষে জর-জর। তোমার শরীরেও বিষ ঢুকিয়াছে,—আধঘণ্টার মধ্যেই তোমার মৃত্যু হইবে।" এই বলিয়া লেয়ার্টিস হ্যাম্‌লেটের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া ঢলিয়া পড়িলেন।

হ্যাম্‌লেট যখন বুঝিলেন যে আর আধঘণ্টা মাত্র অবসর, তখন

আর কালবিলম্ব না করিয়া তরবারির এক আঘাতে বিশ্বাসঘাতক পিতৃব্য ক্লডিয়াসকে হত্যা করিয়া প্রেতাত্মার নিকট যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহা রক্ষা করিলেন।

এইবার হ্যাম্‌লেট্ বুঝিলেন যে তাঁহার শেষ ঘনাইয়া আসিতেছে। ধীরে ধীরে বিষের ক্রিয়া হইতেছে। তিনি তাঁহার বিশ্বস্ত বন্ধু হোরেসিওকে বলিলেন, "বন্ধু, দেশের সকলের কাছে আমার সকল ব্যাপার পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিও।" এই বলিয়া রাজ্যের সকলের প্রিয় রাজপুত্র হ্যাম্‌লেট্ সকলকে অশ্রুসাগরে ভাসাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।
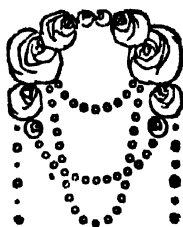
ম্যাক্‌বেথ্‌

সে সময়ে স্কটল্যাণ্ডের রাজা ছিলেন ডান্‌কান্‌। তাঁহার মত নিরীহ রাজা স্কটল্যাণ্ডের সিংহাসনে আর আরোহণ করেন নাই। তাঁহার রাজত্ব-কালে ম্যাক্‌বেথ নামক এক প্রতিপত্তিশালী থেন্‌ বা লর্ড ছিলেন। এই ম্যাক্‌বেথ রাজার নিকটাত্মীয় ছিলেন এবং সাহস ও রণনিপুণতার জন্য রাজ-সভায় তাঁহার বিশেষ সম্মানও ছিল।

যে সময়ের কথা হইতেছে সেই সময়ে সেনাপতি ম্যাক্‌বেথ ও ব্যাঙ্কো নামক আরেকজন সেনাপতি নরওয়ের রাজা এবং একটী বিদ্রোহী দলের সম্মিলিত সৈন্যদলকে হারাইয়া দিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে রাজধানীতে ফিরিতেছিলেন। পথে এক ঊষর মরুভূমির মধ্যে তিনটী ডাইনী তাঁহাদের পথ রোধ করিল। তাহাদের দেখিতে অনেকটা স্ত্রীলোকের মত কিন্তু মুখে দাড়ি থাকায় এবং কিম্ভূতকিমাকার পোযাক পরিচ্ছদের জন্য তাহাদের যেন পৃথিবীর জীব বলিয়া বোধ হইল না।

ম্যাক্‌বেথ্‌ প্রথমে কথা কহিলে তাহারা যেন ক্ষুন্ন হইল এবং মুখের উপর আঙুল রাখিয়া তাঁহাকে চুপ করিতে ইঙ্গিত করিয়া প্রথম মূর্ত্তিটী তাঁহাকে "গ্লামিশের থেন্‌" বলিয়া সম্বোধন করিল। দ্বিতীয়টী তাঁহাকে "কডরের থেন্‌" বলিয়া সম্বোধন করায় ম্যাক্‌বেথ আশ্চর্য্য হইলেন কিন্তু যখন তৃতীয় মূর্ত্তিটী তাঁহাকে "ভবিষ্যতের সম্রাট" বলিয়া সম্বোধন করিল তখন তিনি বিস্ময়ে হতবাক্‌ হইয়া গেলেন। বাস্তবিক

বিস্মিত হইবারই কথা; রাজার পুত্ররা জীবিত থাকিতে এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী সফল হওয়া একরূপ অসম্ভব।

তারপর তাহারা ব্যাঙ্কোর দিকে ফিরিয়া হেঁয়ালিপূর্ণ ভাষায় কহিল, "ম্যাক্‌বেথের চেয়ে ছোট কিন্তু অনেক অনেক বড়! অতটা সুখী নয় কিন্তু ওর চেয়ে অনেক অনেক সুখী! যদিও তুমি রাজা হইবে না কিন্তু তোমার বংশধররা স্কটল্যাণ্ডের রাজা হইবে।" এই বলিয়া তাহারা অদৃশ্য হইয়া গেল। সেনাপতি দুইজন বুঝিতে পারিলেন যে ইহারাই সেই তিন ডাইনী যাহারা মানুষের ভবিষ্যৎ বলিতে পারে।

তাঁহারা সেখানে দাঁড়াইয়া এই অশ্চর্য্য ঘটনার কথা ভাবিতেছেন এমন সময়ে রাজার নিকট হইতে কয়েকজন দূত আসিয়া ম্যাক্‌বেথকে জানাইল যে এই যুদ্ধে বীরত্ব দেখানোর জন্য রাজা ডান্‌কান্‌ তাঁহাকে "কডরের থেন্‌" করিয়া দিয়াছেন। এত সহসা ডাইনীদের ভবিষ্যদ্বাণী ফলিতে দেখিয়া ম্যাক্‌বেথ স্তম্ভিত হইয়া গেলেন এবং মনে মনে সেই তৃতীয় ডাইনীর ভবিষ্যদ্বাণীর কথা ভাবিতে লাগিলেন—হয়ত, এইরূপে তাহাও সফল হইতে পারে—তিনিও একদিন স্কটল্যাণ্ডের রাজা হইতে পারেন।

ম্যাক্‌বেথ ব্যাঙ্কোকে বলিলেন, "তুমি কি আশা করোনা যে তোমার ছেলেরা একদিন রাজা হইবে? দেখিলে ত আমার পক্ষে ভবিষ্যদ্বাণীটা কেমন খাটিয়া গেল!"

ব্যাঙ্কো ম্যাক্‌বেথকে সাবধান করিয়া বলিলেন—"ম্যাক্‌বেথ, ডাইনীদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিও না। হয়ত' একদিন ঐ ভবিষ্যদ্বাণী তোমাকে রাজ্যলুব্ধ করিয়া তুলিতে পারে।"

কিন্তু ম্যাক্‌বেথের মনে ডাইনীদের কথা গাঁথিয়া গিয়াছিল। সেই দিন হইতে তাঁহার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা হইয়া দাঁড়াইল—স্কট্‌ল্যাণ্ডের সিংহাসন।

স্ত্রীর নিকট ম্যাক্‌বেথ্‌ সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। ম্যাক্‌বেথের স্ত্রীরও খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল। সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার জন্য অসৎ উপায়ের শরণ লইতেও তাঁহার আপত্তি ছিল না। কিন্তু ম্যাক্‌বেথের মন ছিল দুর্ব্বল। রক্তপাত করিতে তাঁহার আদৌ ইচ্ছা ছিল না। সেই জন্য ম্যাক্‌বেথের স্ত্রী নিরন্তর তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলেন যে রাজত্ব লাভ করিতে হইলে রাজাকে হত্যা ছাড়া আর দ্বিতীয় পথ নাই।

এই সময়ে একদা রাজা ডান্‌কান্‌ ম্যাক্‌বেথের আতিথ্য স্বীকার করিলেন। ম্যাক্‌বেথ্‌ যুদ্ধে যে বীরত্ব দেখাইয়াছেন তাহার জন্য তাঁহাকে সম্মানিত করাই রাজার এই আতিথ্যস্বীকারের উদ্দেশ্য। তিনি তাঁহার দুই পুত্র মাল্‌কম্‌ ও ডোনাল্‌বেন্‌ এবং বহু সামন্ত ও অনুচর সঙ্গে আনিলেন।

ম্যাক্‌বেথ্‌ এবং তাঁহার স্ত্রী তাঁহাদের আদর-আপ্যায়নের ত্রুটি করিলেন না। ম্যাক্‌বেথের স্ত্রী জানিতেন কি করিয়া হাসির আবরণে হৃদয়ের বিশ্বাস-ঘাতকতা ঢাকিয়া রাখিতে হয়। তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত পুষ্পের ন্যায় নির্দ্দোষ কিন্তু তিনি ছিলেন গুপ্ত সাপের মতই খল।

পথশ্রমে ক্লান্ত রাজা সকাল সকাল নিদ্রা গেলেন। তাঁহার শয়ন-কক্ষে দুইজন পার্শ্বচর শয়ন করিয়া রহিল।

তখন ঠিক মধ্যরাত্রি। অর্দ্ধেক পৃথিবীর উপর সকলেই মৃতবৎ নিদ্রায় আচ্ছন্ন। ঘুমন্ত লোকের মনে দুঃস্বপ্ন হানা দিতেছে। হত্যাকারী আর নেকড়ে-বাঘ ছাড়া আর কেহই বাড়ীর বাহিরে নাই। এই সময়ে ম্যাক্‌বেথের স্ত্রী জাগিয়া রাজাকে খুন করিবার মতলব আঁটিতে লাগিলেন। তিনি এ কাজে হাত দিতেন না, কিন্তু না দিয়া উপায় নাই। তাঁহার স্বামী বড় দয়ালু, তাঁহার দ্বারা এই হত্যা সম্ভব নয়। তিনি জানিতেন যে তাঁহার স্বামীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে কিন্তু সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিতে যে উচ্চতর পাপ করিতে হয় তাহার জন্য তিনি প্রস্তুত নন। অবশেষে স্ত্রীর প্ররোচনায় ম্যাক্‌বেথ্‌ খুন করিতে রাজী হইলেন কিন্তু তাঁহার উপর ম্যাক্‌বেথের স্ত্রী আস্থা স্থাপন করিতে পারিলেন না। কাজেই নিজহস্তে ছোরা লইয়া তিনি রাজার শয্যা-পার্শ্বে হাজির হইলেন। তখন রাজার রক্ষকরা তাঁহার দেওয়া মদ খাইয়া অচেতনের মত ঘুমাইতেছে। ঘুমন্ত ডান্‌কানের মুখের দিকে চাহিতেই ম্যাক্‌বেথের স্ত্রীর আর খুন করা হইল না—তিনি নিজের পিতার মুখের সহিত সে মুখের সাদৃশ্য দেখিয়া স্বামীর নিকট পলাইয়া আসিলেন।

ম্যাক্‌বেথের মন এদিকে চঞ্চল হইয়াছে। খুন করিবার জন্য তাঁহার মনে যে দৃঢ়তাটুকু তাঁহার স্ত্রী জাগাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা ক্রমশঃ শিথিল হইতেছিল। রাজা তাঁহার নিকটাত্মীয়। তাহার উপর তাঁহার অতিথি। অতিথিকে খুন করা বড় গর্হিত কাজ। রাজা ডান্‌কান্‌ দয়ালু—তাঁহার উপর স্নেহশীল—প্রজাদের প্রিয়। এরূপ রাজা ঈশ্বরের দ্বারা সর্ব্বদা রক্ষিত—আর প্রজারা এরূপ রাজার মৃত্যুর

প্রতিশোধ লইবেই। সর্ব্বোপরি তাঁহার নিজের সম্মান আজ কলঙ্কিত হইবে। সকলে তাঁহাকে সন্দেহ করিবে।

ম্যাক্‌বেথের মনে যখন এইরূপে সুবুদ্ধির উদয় হইতেছিল ঠিক সেই সময়ে ম্যাক্‌বেথের স্ত্রী সেখানে আসিয়া তাঁহার কাণে আবার বিষমন্ত্র ঢালিতে লাগিলেন—কাজটা কতই না সহজ—কত অল্পসময়ের মধ্যেই সব শেষ হইয়া যাইবে আর রাজত্ব তাঁহাদের মুঠার মধ্যে আসিবে!

স্ত্রীর পুনঃ পুনঃ উৎসাহ-বাক্যে অবশেষে ম্যাক্‌বেথ্‌ মন দৃঢ় করিয়া হাতে ছোরা লইয়া চোরের মত নিঃশব্দে ডান্‌কান্‌ যে ঘরে ঘুমাইতেছিলেন সেই ঘরে উপস্থিত হইলেন। পথে তিনি এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখিলেন—শূন্যে যেন একটি ছোরা রহিয়াছে আর তাহার ফলা হইতে বিন্দু বিন্দু রক্ত ঝরিতেছে; কিন্তু যেই তিনি ছোরাটি ধরিবার জন্য হাত বাড়াইলেন অমনি ছোরাটি অদৃশ্য হইয়া গেল। ভীষণ ভয়ে তিনি উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন কিন্তু অতিকষ্টে সাহস সঞ্চয় করিয়া ডান্‌কানের নিকটবর্ত্তী হইলেন। তারপর একটী মাত্র আঘাত—ব্যস্‌! সব শেষ হইয়া গেল।

ঘুমের ঘোরে দুঃস্বপ্ন দেখিয়া একজন রক্ষী চীৎকার করিয়া উঠিল "খুন-খুন"। দুইজন রক্ষীরই সেই শব্দে ঘুম ভাঙিয়া গেল। তাহারা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া আবার ঘুমাইয়া পড়িল।

ম্যাক্‌বেথ্‌ দ্রুতপদে নিজের ঘরে ফিরিবার সময় শুনিতে পাইলেন কে যেন বলিতেছে "আর ঘুমাইও না—গ্লামিশ ঘুমকে খুন করিয়াছে—আজ হইতে কডর আর ঘুমাইবে না, ম্যাক্‌বেথ্‌ আর ঘুমাইবে না।"

এই সকল কাল্পনিক ভয় দ্বারা তাড়িত হইয়া রক্তাক্ত ছোরা হাতে ম্যাক্‌বেথ্‌ ঘরে আসিলেন। ম্যাক্‌বেথের স্ত্রী তাঁহাকে হাত ধুইয়া ফেলিতে বলিয়া সেই রক্তমাখা ছোরাটা রক্ষীদের নিকট রাখিয়া আসিতে গেলেন। এইরূপ করিলে তাহারাই লোকচক্ষে দোষী সাব্যস্ত হইবে।

সকালে খুনের কথা ব্যক্ত হইয়া পড়িল। ম্যাক্‌বেথ্‌ ও তাঁহার স্ত্রী শোকের যতই ভাণ করুন না কেন সকলের সন্দেহই তাঁহাদের উপর পড়িল। রক্ষীদের দোষের প্রমাণ জাজ্জ্বল্যমান। কিন্তু রাজাকে খুন করিয়া তাহাদের কোন্‌ স্বার্থসিদ্ধি সম্ভব ?

ডান্‌কানের দুই পুত্র পলাইয়া গেলেন। মাল্‌কম্‌ ইংলণ্ডে পলাইলেন আর ডোনাল্‌বেন্‌ গেলেন আয়ার্‌ল্যাণ্ডে।

রাজার ছেলেদের অবর্ত্তমানে রাজার নিকটাত্মীয় হিসাবে ম্যাক্‌বেথ্‌ স্কট্‌ল্যাণ্ডের রাজা হইলেন। ডাইনীদের ভবিষ্যদ্বাণী ফলিয়া গেল।

রাজারাণী হইয়াও কিন্তু ম্যাক্‌বেথ্‌ ও তাঁহার স্ত্রীর আকাঙ্ক্ষা মিটিল না। ডাইনীরা যে বলিয়াছিল ব্যাঙ্কোর বংশধর স্কট্‌ল্যাণ্ডের রাজা হইবে তাহা তাঁহাদের মনঃপূত হইল না। ডাইনীদের এই ভবিষ্যদ্বাণী বিফল করিবার মানসে তাঁহারা ব্যাঙ্কো ও তাঁহার পুত্রকে খুন করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইলেন।

এই মতলবে তাঁহারা এক নৈশ-ভোজের ব্যবস্থা করিয়া প্রধান অমাত্যদের নিমন্ত্রণ করিলেন। যে পথ দিয়া ব্যাঙ্কো রাজপ্রাসাদে আসিবেন সেই পথে ম্যাক্‌বেথের ভাড়াটে হত্যাকারী অপেক্ষা করিতে-ছিল—ব্যাঙ্কোকে তাহারা হত্যা করিল কিন্তু তাঁহার পুত্র ফ্লিয়ান্স্‌ পলাইয়া বাঁচিল। পরে এই ফ্লিয়ান্সের বংশধর স্কট্‌ল্যাণ্ডের রাজা হন।

এদিকে ভোজসভায় ম্যাক্‌বেথ্‌ ও তাঁহার স্ত্রী আতিথেয়তার চূড়ান্ত করিতেছেন। তাঁহাদের ব্যবহারে সকলেই মুগ্ধ। ম্যাক্‌বেথ্‌ কপট দুঃখ করিয়া বলিলেন, "হায়, বন্ধুবর ব্যাঙ্কো যদি উপস্থিত থাকিতেন!" বলিতে না বলিতেই ব্যাঙ্কোর অশরীরী প্রেতাত্মা ঘরে প্রবেশ করিয়া ম্যাক্‌বেথের চেয়ারটী দখল করিল। ভয়ে ম্যাক্‌বেথের মুখ শুকাইয়া গেল, তিনি এক দৃষ্টিতে প্রেতাত্মার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

ম্যাক্‌বেথ্‌ ব্যতীত আর কেহই প্রেতাত্মাকে দেখিতে পান নাই। সকলে ম্যাক্‌বেথের কাণ্ড দেখিয়া অবাক্‌। এদিকে ম্যাক্‌বেথ্‌ শূন্যের দিকে চাহিয়া আবার কি যেন বলিতেছেন। সর্ব্বনাশ! যদি খুনের কথা ফাঁস হইয়া পড়ে! বুদ্ধিমতী রাণী "ম্যাক্‌বেথ্‌ অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছেন" এইরূপ প্রকাশ করিয়া অতিথিদের বিদায় করিয়া দিলেন।

ফ্লিয়ান্স্‌ পলায়ন করিয়াছে শুনিয়া তাঁহারা হতাশ হইলেন—তাহা হইলে ত' তাঁহাদের বংশধররা সিংহাসন পাইবে না! এদিকে প্রায়ই ম্যাকবেথ্‌ নানারূপ কাল্পনিক দৃশ্য প্রত্যক্ষ করেন, তাঁহার স্ত্রী দুঃস্বপ্ন দেখিতে থাকেন।

অবশেষে ম্যাক্‌বেথ্‌ ঠিক করিলেন যে আবার সেই ডাইনীদের নিকট যাইয়া তিনি তাঁহার সমস্ত ভবিষ্যৎটা ভাল করিয়া জানিয়া আসিবেন। ঊষর মরুভূমির উপর এক গুহামধ্যে ম্যাক্‌বেথ্‌ তাহাদের সন্ধান পাইলেন। তাহারা এক বিরাট কটাহে কুৎসিত কদর্য্য জিনিষ-পত্র দিয়া ঐন্দ্রজালিক শক্তি সঞ্চয় করিতেছিল। এই শক্তিবলে তাহারা নরকের প্রেত ডাকিয়া প্রশ্নের মীমাংসা করাইত।

ম্যাক্‌বেথ্‌ দেখিলেন একটী বর্ম্মাবৃত মস্তক। সে তাঁহাকে সাবধান করিয়া বলিল "ম্যাক্‌ডাফের নিকট হইতে সাবধান!" তারপর একটী রক্তাক্ত শিশু উঠিয়া ম্যাক্‌বেথ্‌কে বলিল, "স্ত্রীলোক যাহাকে জন্ম দিয়াছে তাহাকে তোমার ভয় নাই।"

ম্যাক্‌বেথ্‌ তখন উৎসাহে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "তাহা হইলে ম্যাক্‌ডাফকে আমার ভয় কি? স্ত্রীলোকই তাঁহাকে জন্ম দিয়াছে!"

তখন তৃতীয় প্রেত মুকুট-পরিহিত শিশুর বেশে দেখা দিয়া কহিল, "ম্যাক্‌বেথ, যতদিন পর্য্যন্ত বার্ণামের জঙ্গল তোমার বিরুদ্ধে ডান্‌সিনেনের পাহাড় পর্য্যন্ত অগ্রসর না হইবে ততদিন তোমার পরাজয় নাই।"

ম্যাক্‌বেথ উৎসাহে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"কে জঙ্গল উপ্‌ড়াইয়া ফেলিবে? কেইবা বদ্ধমূল জঙ্গলের গাছগুলি তুলিয়া চালাইয়া আনিবে? অতএব ভয় নাই।"

কিন্তু তিনি যেই জিজ্ঞাসা করিলেন "ব্যাঙ্কোর বংশধররা কি এদেশে রাজত্ব করিবে?" অমনি সেই ভৌতিক ব্যাপার অদৃশ্য হইয়া গেল। আর আটজন রাজার ছায়ামূর্ত্তি ম্যাক্‌বেথের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেলেন। সকলের শেষে ব্যাঙ্কো রক্তাক্ত কলেবরে দেখা দিলেন। তাঁহার হাতে একটি আয়না ছিল—সেই আয়নায় ছায়ামূর্ত্তিগুলি প্রতিফলিত হইল। ব্যাঙ্কো ম্যাক্‌বেথকে সেই মূর্ত্তি দেখাইয়া হাসিলেন। ম্যাক্‌বেথ বুঝিলেন ইঁহারাই ব্যাঙ্কোর বংশধর, ইঁহারাই স্কটল্যাণ্ডের ভবিষ্যৎ রাজা।

ডাইনীদের গুহা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া ম্যাক্‌বেথ

শুনিলেন ম্যাক্‌ডাফ ইংলণ্ডে পলাইয়াছেন এবং সেখানে মাল্‌কমের সহিত যোগ নিয়া সৈন্যদল গঠন করিতেছেন। ক্রোধে অন্ধ হইয়া ম্যাক্‌বেথ্‌ ম্যাক্‌ডাফের দুর্গে হাজির হইয়া তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদের নৃশংসভাবে হত্যা করিলেন।

ম্যাক্‌বেথের এই সব কাজ দেখিয়া তাঁহার প্রধান সর্দ্দারদের মন বিরূপ হইয়া গেল। তাঁহাদের অনেকেই পলায়ন করিয়া মাল্‌কম ও ম্যাক্‌ডাফের সহিত যোগ দিলেন। মাল্‌কম ও ম্যাক্‌ডাফের সংগৃহীত সৈন্য স্কট্‌ল্যাণ্ডের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল।

এদিকে ম্যাক্‌বেথের স্ত্রী নিরন্তর ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখিয়া দেখিয়া উন্মাদের মত হইয়া স্বহস্তে আত্মহত্যা করিলেন। এইবার ম্যাক্‌বেথ একাকী। জীবনে তাঁহার আর কোন আসক্তি নাই। তিনি নিরন্তর মৃত্যু কামনা করিতে লাগিলেন। ওদিকে মাল্‌কমের সৈন্য ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। ম্যাক্‌বেথ্‌ ডাইনীদের কথায় বিশ্বাস করিয়াছিলেন। তিনি দুর্গদ্বার বন্ধ করিয়া মাল্‌কমের বাহিনীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন!

একদিন একজন সৈন্য কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া জানাইল যে পাহাড়ের উপর হইতে সে দেখিয়াছে যে বার্‌ণাম জঙ্গল আগাইয়া আসিতেছে। ম্যাক্‌বেথ্‌ এই অসম্ভব কথা শুনিয়া চম্‌কাইয়া উঠিলেন। যাহা হউক জীবনে তাঁহার বিতৃষ্ণা জন্মিয়া গিয়াছিল—অস্ত্র লইয়া তিনি দুর্গের বাহির হইয়া পড়িলেন।

দূত যে বলিয়াছিল বার্‌ণাম জঙ্গল আগাইয়া আসিতেছে—তাহা সত্য। কারণ, বার্‌ণাম্‌ জঙ্গলের মধ্য দিয়া আসিবার সময় সৈন্যগণ

মাল্‌কমের আদেশে এক-একটা বৃক্ষশাখা হস্তে ধরিয়া আসিতেছিল। এইরূপ করার উদ্দেশ্য শত্রুপক্ষের নিকট নিজ সৈন্যদলের প্রকৃত সংখ্যার কথা গোপন করা। ম্যাক্‌বেথ্‌ ডাইনীদের ফাঁকা কথায় বিশ্বাস করিয়া শেষ পর্য্যন্ত প্রতারিত হইলেন।

কিন্তু ম্যাক্‌বেথ্‌ একজন বীর যোদ্ধা। তিনি প্রবল প্রতাপে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। যুদ্ধ করিতে করিতে ম্যাক্‌ডাফের সম্মুখীন হইয়া হঠাৎ ম্যাক্‌বেথের মনে বড় ভয় হইল—প্রেত তাঁহাকে ম্যাক্‌ডাফ হইতে সাবধান করিয়াছিল। কিন্তু ম্যাক্‌ডাফ তাঁহার পথরোধ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।

ম্যাক্‌বেথ্‌ ম্যাক্‌ডাফ্‌কে জানাইলেন যে তাঁহার জীবন কোন মন্ত্রবলে রক্ষিত—যে লোককে স্ত্রীলোক জন্ম দিয়াছে তাহার হাতে তাঁহার মৃত্যু হইবে না।

ম্যাক্‌ডাফ্‌ ব্যঙ্গ করিয়া কহিলেন, "ম্যাক্‌বেথ, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও। আমার জন্ম স্বাভাবিক উপায়ে হয় নাই। সময় সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে মাতৃগর্ভ বিদারণ করিয়া আমাকে বাহির করা হয়।"

ম্যাক্‌বেথের আশা-প্রদীপ নিভিয়া গেল। তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন, "আমার ন্যায় আর যেন কেহ প্রেতের কথায় বিশ্বাস স্থাপন না করে—তাহাদের কথার দুইটি অর্থ থাকে। আমি যুদ্ধ করিব না।"

ম্যাক্‌ডাফ্‌ কহিলেন, "তাহা হইলে তোকে খাঁচায় ভরিয়া লোককে দেখাইব। বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করিস্‌ ত ঐরূপে বাঁচিতে হইবে।"

ম্যাক্‌বেথ কহিলেন, "না না আমি যুদ্ধ করিব। মাল্‌কমের পদবন্দনা আমি করিতে পারিব না।"

আবার যুদ্ধ বাধিল। ম্যাক্‌ডাফ ম্যাক্‌বেথের মাথাটা কাটিয়া নূতন রাজা মাল্‌কম্‌কে উপহার দিলেন।

সকলের আনন্দকোলাহলের মধ্যে নিরীহ রাজা ডান্‌কানের পুত্র মাল্‌কম্‌ স্কট্‌ল্যাণ্ডের রাজা হইলেন।
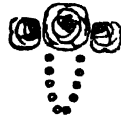
রাজা লীয়ার

ব্রিটেনের রাজা লীয়ারের তিনটী কন্যা ছিল। আল্‌বানীর ডিউকের স্ত্রী গনেরিল, কর্ণওয়ালের ডিউকের স্ত্রী রেগান্‌ এবং কর্ডেলিয়া। কর্ডেলিয়ার পাণিপ্রার্থী ছিলেন দুইজন—ফ্রান্সের রাজা ও বার্গাণ্ডির ডিউক। ইঁহারা দুইজন এই সময়ে লীয়ারের রাজসভায় ছিলেন।

রাজা বৃদ্ধ হইয়াছেন—আশী বৎসরেরও অধিক তাঁহার বয়স হইয়াছে। রাজকার্য্য দেখার পরিশ্রম আর তাঁহার সহিতেছে না। এইবার তাঁহা অপেক্ষা অল্পবয়স্ক লোকের উপর রাজ্যভার দিয়া তিনি বিশ্রাম লাভ করিতে ইচ্ছা করেন। এই উদ্দেশ্যে রাজা তাঁহার তিন কন্যাকে কাছে ডাকিলেন। তিনি তাঁহাদের মুখ হইতে শুনিবেন তাহারা তাঁহাকে কতটা ভালবাসে এবং তিনিও সেই ভালবাসার অনুপাতে রাজ্যটা তাহাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইবেন।

গনেরিল সব চেয়ে বড়। সে পিতার নিকট আসিয়া বলিল যে সে তাহার পিতাকে এমন ভালবাসে যে কথায় তাহা ব্যক্ত করা যায় না। দুনিয়ায় এমন কোন জিনিষ নাই যাহা সে তাহার পিতার চেয়ে অধিক ভালবাসে। এইরূপ নানা অন্তঃসারশূন্য ফাঁকা কথায় সে তাহার পিতার মন ভিজাইল। সেখানে প্রকৃত

ভালবাসা নাই সেখানে ভাণ করা সহজ। কিন্তু তাহার পিতা সবই সত্য মনে করিয়া কন্যাস্নেহে বিগলিত হইয়া গনেরিলকে তাঁহার রাজ্যের এক-তৃতীয়াংশ দিয়া দিলেন।

তারপর দ্বিতীয়া কন্যাকে ডাকিয়া সেই কথাই জিজ্ঞাসা করিলেন। রেগান ছিল ঠিক তাহার দিদির মত বাক্‌সর্ব্বস্ব। সে এক ধাপ বাড়াইয়া কহিল, "বাবা, দিদি যাহা বলিলেন সে ভালবাসা আমার তুলনায় অনেক কম। আপনাকে ভালবাসিয়া আমি যে সুখ পাই তাহার তুলনায় জগতের অন্য সমস্ত সুখই অসার বোধ হয়।"

লীয়ার খুব খুশী হইয়া গেলেন। মেয়েরা যে রাজ্যলোভে এতখানি ভাণ করিতেছে তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। রেগানকে রাজ্যের এক-তৃতীয়াংশ দিয়া দিলেন।

তারপর তিনি কনিষ্ঠা কন্যা কর্ডেলিয়াকে কাছে ডাকিলেন। লীয়ার ভাবিয়াছিলেন যে কর্ডেলিয়ার ভালবাসার কথা শুনিয়া তাঁহার কাণ জুড়াইয়া যাইবে। কারণ, সে তাঁহার সবচেয়ে প্রিয় কন্যা। কিন্তু কর্ডেলিয়া ভগিনীদের চাটুকারিতায় বিরক্ত হইয়াছিল। সে বুঝিয়াছিল যে তাহাদের ভালবাসা একটা কথার কথা মাত্র—বৃদ্ধ পিতাকে প্রবঞ্চনা করিয়া রাজত্ব লইবার একটা ফিকির ছাড়া আর কিছুই নহে। সে বলিল যে, সে তাহার পিতাকে যতটুকু ভালবাসা উচিত ততটুকু ভালবাসে—তাহার বেশীও নহে, কমও নহে।

রাজার ইহা পছন্দ হইল না। 'সেইজন্য তিনি বলিলেন, "বেশ বুঝিয়া উত্তর দাও, মনে রাখিও ইহার উপর তোমার ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে।"

কর্ডেলিয়া কিন্তু তাহার পিতাকে অত্যন্ত ভালবাসিত। অন্য সময়ে সে পিতাকে ঐরূপ উচিত কথা বলিলে হয়ত পিতা বুঝিতেন, কিন্তু তাহার ভগিনীদের উচ্ছ্বসিত বক্তৃতার পর তাহার কথাগুলি যেন বড় রূঢ় শুনাইল। সে ভাবিল রাজত্বের লোভে পিতার নিকট মিথ্যা বলার চেয়ে নীরবে ভালবাসা ঢের ভাল।

কর্ডেলিয়া পিতাকে কহিল যে, সে তাঁহাকে ভালবাসে, ভক্তি করে কারণ তিনি তাহার জন্মদাতা। কিন্তু তাহার ভগিনীদের মত অত বড় বড় কথা বলিতে তাহার বাধিতেছে—সে প্রতিজ্ঞা করিতে পারে না যে দুনিয়ার আর কিছুই সে ভালবাসিবে না। তাহার ভগিনীরা যদি তাহার পিতাকে ছাড়া আর কিছুই ভালবাসে না তাহা হইলে তাদের স্বামী আছে কেন? আজ যদি সে বিবাহ করে তাহা হইলে তাহার স্বামীই ত' অর্দ্ধেক ভালবাসা পাইবেন। কাজেই সে যদি তাহার ভগিনীদের মত কথা বলে তাহা হইলে তাহার বিবাহ করার কোন অর্থই হয় না।

কর্ডেলিয়ার এই সকল কথা কিন্তু লীয়ারের নিকট দর্পের মত শুনাইল। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং কর্ডেলিয়ার জন্য যে এক-তৃতীয়াংশ রাজ্য রাখিয়াছিলেন তাহা তাঁহার অন্য দুই কন্যা ও তাহাদের স্বামীদের ভাগ করিয়া দিয়া জামাতাদের একটি করিয়া মুকুট দিয়া রাজ্যের সমস্ত ভার তাঁহাদের উপরই ন্যস্ত করিলেন। নিজের জন্য কেবল রাজা নামটী রাখিলেন এবং ঠিক করিলেন যে তিনি মাত্র একশত অনুচর লইয়া পর্য্যায়ক্রমে এক মাস করিয়া এক এক কন্যার নিকট কাটাইবেন।

রাজা লীয়ারের বৃদ্ধ বয়সে বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছিল এবং তিনি বড় বেশী ক্রোধ-পরায়ণ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার এই আচরণে সব সভাসদ্‌রাই অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। কিন্তু কেহই ক্রুদ্ধ রাজার প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইলেন না। কেবল কেণ্টের আর্ল্‌ কর্ডেলিয়াকে সান্ত্বনা দিবার জন্য দুই-একটি কথা বলিলেন। ইহাতে লীয়ার ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। কিন্তু কেণ্ট্‌ তাহাতে নিরস্ত হইলেন না। তিনি লীয়ারের চির-অনুরক্ত, তিনি তাঁহাকে রাজার ন্যায় সম্মান করিয়াছেন, পিতার ন্যায় ভক্তি করিয়াছেন আবার প্রভুর ন্যায় তাঁহার অনুসরণ করিয়াছেন। তিনি চিরকাল লীয়ারকে সৎপরামর্শ দিয়া আসিয়াছেন এবং এখনো দিবেন। তিনি বলিলেন যে, লীয়ার এই কাজটী বড় অবিবেচকের মত করিয়াছেন; তাঁহার ছোট মেয়ে কর্ডেলিয়া তাঁহাকে বড় কম ভালবাসেন না। এই কথা প্রমাণ করিবার জন্য তিনি তাঁহার প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত।

কেণ্টের এই ন্যায্য কথায় রাজা আরো ক্রুদ্ধ হইলেন এবং এই অনুচরকে নির্ব্বাসন দণ্ড দিলেন। পাঁচ দিনের মধ্যে তাঁহাকে দেশ ত্যাগ করিতে হইবে—ষষ্ঠ দিনে তাঁহাকে রাজ্যমধ্যে পাইলে তাঁহার মৃত্যুদণ্ড হইবে। কেণ্ট্‌ বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন।

এইবার ফ্রান্সের রাজা ও বার্গাণ্ডির ডিউকের ডাক পড়িল। কর্ডেলিয়ার প্রতি রাজার নির্দ্দেশের কথা তাঁহাদের জানান হইল। রাজত্বের অংশ পাওয়া যাইবে না, শুধু কর্ডেলিয়ার জন্যই কর্ডেলিয়াকে বিবাহ করিতে হইবে শুনিয়া বার্গাণ্ডির ডিউক সরিয়া

পড়িলেন। কিন্তু ফ্রান্সের রাজা কর্ডেলিয়ার গুণে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। রাজত্ব না পাওয়া গেলেও তিনি তাঁহাকে বিবাহ করিতে রাজী হইলেন।

কর্ডেলিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে ভগিনীদের নিকট বিদায় লইল এবং পিতাকে ভালবাসিবার এবং যত্ন করিবার জন্য তাহাদিগকে অনুরোধ করিল। কিন্তু তাহারা স্পষ্ট বলিয়া দিল যে, তাহাদের কর্ত্তব্যজ্ঞান যথেষ্টই আছে—কর্ডেলিয়াকে আর সে কথা স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে না। কর্ডেলিয়া বিদায় লইয়া স্বামীর সহিত চলিয়া গেল কিন্তু পিতার জন্য তাহার দুঃখ হইতে লাগিল—ভগিনীদের ত' সে চনিত।

কর্ডেলিয়া চলিয়া যাইবার পরই গনেরিল ও রেগান নিজ মূর্ত্তি ধরিয়া শয়তানি সুরু করিল। রাজা লীয়ার সেই সময়ে জ্যেষ্ঠা কন্যা গনেরিলের নিকট বাস করিতেছিলেন। কিন্তু প্রথম মাস যাইতে না যাইতেই প্রতিজ্ঞায় ও কাজে যে কত তফাৎ তাহা বৃদ্ধ রাজা বুঝিতে পারিলেন। শয়তানী গনেরিল পিতার সর্ব্বস্ব লইয়াও তৃপ্ত হয় নাই—রাজা যে এখনো নামে রাজা আছেন এবং তাঁহার একশত জন অনুচর আছে তাহাও তাহার সহ্য হইতেছিল না। সে যেন বৃদ্ধ পিতা ও তাঁহার একশত জন নাইট্‌কে বরদাস্ত করিতে পারিতেছিল না। পিতার প্রতি সে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিতে সুরু করিল। তাহার দাসদাসীরাও তাহার আদেশে রাজার হুকুম যেন কাণেই শোনে না এইরূপ ভাব দেখাইতে সুরু করিল। লীয়ার সবই বুঝিতেছিলেন কিন্তু এখন উপায় কি!

রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত কেন্টের আর্ল্‌ কিন্তু রাজ্য ত্যাগ করিয়া

গেলেন না। নিজের বিপদ বুঝিয়াও তিনি ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া বৃদ্ধ রাজার উপকারে লাগিবার জন্য উপায়ের সন্ধান করিতে লাগিলেন। অবশেষে একজন চাকরের ছদ্মবেশে তিনি রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার কাজ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আর্লের সাদাসিদা সত্যকথায় সন্তুষ্ট হইয়া রাজা তাঁহাকে কাজে ভর্ত্তি করিলেন। কেণ্ট্ এখন "কায়াস্" এই ছদ্মনাম গ্রহণ করিলেন। রাজা কিন্তু ঘৃণাক্ষরেও জানিতে পারিলেন না যে এই "কায়াস্"-ই তাঁহার প্রিয় পরামর্শদাতা কেণ্টের আর্ল্।

সেইদিন গনেরিলের একজন ভৃত্য রাজার প্রতি অপমানকর ব্যবহার করায় কায়াস্ তাহার উপযুক্ত শাস্তি দিলেন। রাজা লীয়ার ইহাতে খুশী হইলেন। কিন্তু কায়াস্ ছাড়া লীয়ারের আর একজন বন্ধু ছিল। সে তাঁহার রাজসভার বিদূষক। এই বিদূষক বড় বড় রাজসভায় থাকিত এবং কঠিন ও গুরুতর রাজকার্য্যের পর রাজাদের চিত্তবিনোদনের জন্য নানাপ্রকার হাসি-মস্করা করিত। লীয়ারের বিদূষকটী লীয়ারকে অত্যন্ত ভালবাসিত। সর্ব্বস্ব কন্যাদের বিলাইয়া দিয়া শুধু রাজা নামটা রাখা যে অবিবেচকের কাজ তাহা সে রাজাকে প্রত্যহ বুঝাইত।

গনেরিলের সাক্ষাতে বিদূষক নানারূপ বিদ্রূপ করিয়া গনেরিলের মনে আঘাত করিত। লীয়ারকে সে কাকের সহিত তুলনা করিয়া কহিত যে, কাক কোকিলের বাচ্ছাকে মানুষ করে কিন্তু বড় হইয়া কোকিলের বাচ্ছা কাকের মাথায় ঠোকর দিয়া পলায়ন করে—কখনো বা কহিত গাধাও জানে যে ঘোড়া গাড়ী টানে—গাড়ী থাকে

পাশ্চাতে (অর্থাৎ গনেরিল লীয়ারের অধীনে থাকিবে) ইত্যাকার নানা প্রকার শ্লেষপূর্ণ বাক্য সে গনেরিলকে শুনাইত।

এদিকে ধীরে ধীরে সম্মান কমিতেছে—ভালবাসা কমিতেছে—তাহা লীয়ার মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছিলেন। কিন্তু ইহাই শেষ নহে। অকৃতজ্ঞ গনেরিল একদিন লীয়ারকে স্পষ্ট জানাইয়া দিল যে একশত নাইট্ সঙ্গে রাখিলে রাজাকে প্রতিপালন করা তাহার পক্ষে অসুবিধাকর হইয়া দাঁড়াইবে—এ খরচ ব্যর্থ; ইহার কোন প্রয়োজন নাই—তিনি সঙ্গী কমাইয়া যেন কেবল নিজের মত বুড়ো-হাব্‌ড়াদেরই রাখেন।

লীয়ার প্রথমে যেন নিজের চোখ ও কাণকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তাঁহার স্নেহশীলা কন্যার কিনা এই নিষ্ঠুর কথা! বৃদ্ধ রাজার ক্রোধ উদ্রিক্ত হইল। তিনি ঘোড়া সাজাইতে হুকুম দিলেন। এখনি তিনি মধ্যমা কন্যা রেগানের বাড়ীতে চলিয়া যাইবেন। তারপর তিনি কন্যাকে অভিশাপ দিলেন, "শয়তানি, তোর যেন কখনও সন্তান না হয়—আর যদি হয় সে যেন তোর মতই হইয়া তোকে এই সব উপেক্ষা ও ঘৃণা ফিরাইয়া দেয়—তাহা হইলেই তুই বুঝিতে পারিবি যে অকৃতজ্ঞ সন্তান সর্পের চেয়েও কত ক্রুর ও হিংস্র।" এই বলিয়া রাজা তাঁহার নাইট্‌দের লইয়া রেগানের প্রাসাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। তখন কর্ডেলিয়ার কথা তাঁহার মনে হইল—ইহাদের চেয়ে সে কত নম্র ও ধীর! নয়নজলে তাঁহার বুক ভাসিতে লাগিল।

লীয়ার কায়াসের হস্তে পত্র প্রেরণ করিয়া দিলেন যাহাতে

রেগান্ ও তাহার স্বামী লীয়ারের অভ্যর্থনার জন্য সময় থাকিতে যথেষ্ট আয়োজন করিতে পারে। এদিকে শয়তানী গনেরিল্ একজন দূত পাঠাইয়া রেগানের নিকট পিতার খামখেয়ালীপণা ও কু-ব্যবহারের কথা লিখিয়া জানাইল এবং তাহাকে অতবড় দলটাকে অভ্যর্থনা করিতে নিষেধ করিয়া দিল। এই দূতের সহিত কায়াসের সাক্ষাৎ হইল। কায়াস্ দেখিল এ তাহার পুরাতন শত্রু গনেরিলের ভৃত্যদের সর্দ্দার—ইহাকে সে একবার উত্তম-মধ্যম দিয়াছিল। দুইজনে আবার বিবাদ বাধিল—তারপর হাতাহাতি—শেষে রেগান্ ও তাহার স্বামীর কর্ণে সংবাদটা পৌঁছিল। তাহারা লীয়ারের দূত বলিয়া কায়াস্‌কে সম্মান করা দূরের কথা, একটা তুড়ুং-কলে (stocks) তাহার পা আবদ্ধ করিয়া রাখিয়া দিল।

রাজা আসিয়াই সে দৃশ্য দেখিলেন। ইহা হইতেই তিনি বুঝিলেন যে এখানে কতখানি আদর পাইবেন। রাজা যখন রেগান্ ও তাহার স্বামীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন তখন তাহাদের ভৃত্য জানাইয়া দিল যে তাঁহারা সারাদিন ভ্রমণ করিয়া ক্লান্ত হইয়াছেন, দেখা করিতে পারিবেন না। রাজা ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া যখন খুব হাঁকডাক করিতে লাগিলেন তখন তাহারা দেখা দিল কিন্তু রাজা তাহাদের দলে গনেরিল্‌কেও দেখিতে পাইলেন। গনেরিল্ ভগিনীকে সব কথা শুনাইবার জন্য ইতিমধ্যে নিজেই হাজির হইয়াছিল।

দুই ভগিনী হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়াইল। রেগান্ পিতাকে কহিল, "গনেরিলের সহিত উহার বাড়ীতে ফিরিয়া যান, পঞ্চাশজন অনুচরকে বিদায় দিয়া শান্তিতে বাস করুন। যাহা করিয়াছেন

তাহার জন্য গনেরিলের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করুন—এখন আপনার বয়স হইয়াছে বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইয়াছে, যাহাদের বুদ্ধিশুদ্ধি আছে তাহাদের আদেশ মত আপনাকে চলিতে হইবে।”

লীয়ার কহিলেন যে তিনি গনেরিলের নিকট নতজানু হইয়া ভরণ-পোষণের জন্য প্রার্থনা করিতে পারিবেন না। ইহাপেক্ষা বরং তাঁহার পক্ষে ফ্রান্সে গিয়া তাঁহার অনাদৃতা কন্যা কর্ডেলিয়ার স্বামীর নিকট হইতে মাসহারা ভিক্ষা করা সহজ। বরং তিনি রেগানের নিকটই থাকিবেন। কারণ, রেগান্ গনেরিলের মত নিষ্ঠুর নয়।

কিন্তু হায় বৃদ্ধ! রেগানের নিকট ভাল ব্যবহার পাওয়া ত' দূরের কথা, লীয়ার তাহার নিকট আরও নিষ্ঠুর ব্যবহার পাইলেন। সে কহিল, “পঞ্চাশজন অনুচরের প্রয়োজন কি? পঁচিশটাই যথেষ্ট।”

লীয়ার ভগ্নহৃদয়ে গনেরিল্‌কে বলিলেন, “গনেরিল, চল তোমার বাটীতে যাই। তোমার পঞ্চাশ, পঁচিশের দুইগুণ; কাজেকাজেই তোমার ভালবাসাও রেগানের ভালবাসার দ্বিগুণ।”

গনেরিল কহিল, “পঁচিশ জনেরই বা কি দরকার—দশজন—পাঁচ-জন, তাই বা কেন, আমার নিজের দাসদাসীরা কি আপনার পক্ষে যথেষ্ট নয়?”

এইরূপে লীয়ারের শয়তানী কন্যা দুইজন পিতার রাজ্য লাভ করিয়া পিতার প্রতিই নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে লাগিল। তিনি যে এক কালে রাজা ছিলেন তাহার চিহ্নমাত্র তাহারা অবশিষ্ট থাকিতে দিবে না।

অবশ্য অনেক অনুচর থাকাই সুখ ও শান্তি পাওয়ার উপায় নয়।

তবে এককালে যিনি রাজা ছিলেন তাঁহার পক্ষে একেবারে ভিক্ষুকের ন্যায় থাকা বড় ক্লেশকর।

বোকার মত রাজ্য বিলাইয়া দেওয়ায় এক্ষণে লীয়ারের অনু-শোচনা হইতে লাগিল এবং কন্যাদের ব্যবহারে তাঁহার বুদ্ধি বিকৃত হইতে লাগিল। তিনি তাঁহাদের অভিশম্পাত করিতে লাগিলেন।

ক্রমে রাত্রি হইয়া পড়িল। ভীষণ ঝড়-বৃষ্টি উঠিল—মুহুর্মুহু বজ্র পড়িতে লাগিল। লীয়ারের কন্যাদ্বয় তথাপি লীয়ারকে অনুচর-সহ গৃহে স্থান দিতে রাজী হইল না। লীয়ার ঘোড়া সাজাইতে হুকুম দিলেন। অকৃতজ্ঞ কন্যাদের সহিত একই বাটীতে থাকা অপেক্ষা বাহিরে যাইয়া ঝড়ের ঝাপটা সহ্য করা তাঁহার পক্ষে সহজ মনে হইল। লীয়ারের কন্যাদ্বয় তাঁহার মুখের উপর দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

ভীষণ ঝড় উঠিয়াছে—বাতাসের তাণ্ডবলীলা আর বৃষ্টির অবিশ্রান্ত বর্ষণ চলিতেছে। বৃদ্ধ লীয়ার যেন ক্রুদ্ধ প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য বাহির হইয়া পড়িলেন। প্রকাণ্ড একটা গাছপালাশূন্য মাঠ—মাইলের পর মাইল—যতদূর দেখা যায় একটা ঝোপ পর্য্যন্ত নাই—আর সেই মাঠের উপর ঝড়ের মুখে অন্ধকার রাত্রিতে লীয়ার ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ঝড় ও বজ্রকে তিনি ভ্রূক্ষেপ করেন না—বাতাসকে ডাকিয়া বলেন পৃথিবীকে সমুদ্রে লইয়া ফেলিতে, যাহাতে পৃথিবী হইতে মানুষের মত অকৃতজ্ঞ জাতের জীব বিলুপ্ত হয়। এইরূপে রাজা অনেক দূরে আসিয়া পড়িলেন। সঙ্গে কেহ নাই শুধু তাঁহার বিদূষক। সে তখনও দুর্ভাগ্য উপেক্ষা করিয়া হাসিঠাট্টা করিতেছে।

এদিকে কায়াসের ছদ্মবেশে কেণ্টের আর্ল্‌ ও রাজাকে খুঁজিতে বাহির হইয়াছিলেন। রাজাকে পাইয়া তিনি কহিলেন, "হায় হায়! আপনি এখানে? যে সব প্রাণী রাত্রিকে ভালবাসে এমন রাত্রি তাহাদেরও ভাল লাগিবে না—ভীষণ ঝড়ে প্রাণীদের তাড়াইয়া লইয়া আশ্রয়ে তুলিয়াছে। মানুষের প্রকৃতি কি তাহার ভীষণতা সহ্য করিতে পারে?"

লীয়ার কহিলেন যে তাঁহার মনেও দারুণ ঝটিকা উঠিয়াছে—বাহিরের কোন কিছুর অনুভূতি তাঁহার নাই। সন্তানের অকৃতজ্ঞতার কথা বলিতে গিয়া তিনি দুঃখ করিয়া কহিলেন যে মুখে খাদ্য তুলিয়া দিবার জন্য মুখ কি হাতকে কামড়াইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে পারে? পিতামাতাই ত' হাত ও খাদ্য। তাঁহার কন্যারা সেই হাত কামড়াইয়া ছিঁড়িয়া ফেলিতে উদ্যত হইয়াছে।

অতঃপর কায়াসের অনুরোধে রাজা একটা ভগ্ন কুটিরে আশ্রয় লইতে রাজী হইলেন। বিদূষক সেই ঘরে ঢুকিয়া ভয়ে—"ভূত ভূত" বলিয়া চীৎকার করিয়া বাহিরে পলাইয়া আসিল। আসলে সেই কুঁড়েতে একজন "বেড্‌লাম্‌ ভিক্ষুক" আশ্রয় লইয়াছিল। ইহারা শরীরে পিন, পেরেক ইত্যাদি ফুটাইয়া রক্ত বাহির করিয়া, কখনও বা প্রার্থনা করিয়া কখনও বা পাগলামির ভাণ করিয়া নিরীহ গ্রামবাসীদের নিকট হইতে ভিক্ষা আদায় করিত। ইহার অবস্থা অতীব শোচনীয়—পরণে একটা কম্বলের টুক্‌রা—তাহাদ্বারা কোমর পর্য্যন্ত কোনক্রমে ঢাকা দেওয়া। লীয়ার তাহাকে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন যে, সেও হয় ত তাঁহারই মত একজন হতভাগ্য পিতা—নিজের সর্ব্বস্ব কন্যাদের বিলাইয়া দিয়া এমন করিয়া বেড়াইতেছে।

এই প্রকার নানা উক্তি হইতে কায়াস্ বুঝিলেন যে রাজা আর প্রকৃতিস্থ নাই। কন্যাদের নিষ্ঠুর আচরণে তিনি পাগল হইয়া গিয়াছেন। কেণ্ট্ কয়েকজন সঙ্গীর সাহায্যে তাঁহাকে ভোরের বেলায় ডোভার-দুর্গে আনাইলেন এবং তিনি নিজে ফ্রান্সে কর্ডেলিয়ার রাজ-সভার উদ্দেশে ছুটিলেন। সেখানে কেণ্ট্ লীয়ারের দুর্দ্দশার কথা এবং তাঁহার কন্যাদের নৃশংসতার কথা কহিলেন। তাহা শুনিয়া কর্ডেলিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর নিকট কহিল যে সে তাঁহার নিকট হইতে একটি সেনাদল চাহে; এই সেনাদলের সাহায্যে সে তাহার নিষ্ঠুর ভগিনী ও তাহাদের স্বামীদের যথেষ্ট শাস্তি দিবে এবং পিতার রাজত্বে পিতাকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিবে। কর্ডেলিয়ার স্বামী অনুমতি দিলে কর্ডেলিয়া সৈন্য লইয়া ডোভারে অবতরণ করিল।

এদিকে কেণ্ট্ লীয়ারকে যাহাদের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া গিয়াছিলেন লীয়ার তাঁহাদের ফাঁকি দিয়া ডোভারের নিকট এক মাঠে উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। তখন তাঁহার মাথার কোন ঠিক নাই, নিজের মনে তিনি গান গাহিতেছেন আর খড়, কাঁটা-গাছ ও লতা দিয়া তৈয়ারী একটী মুকুট মাথায় দিয়া ঘুরিতেছেন। কর্ডেলিয়া পিতাকে দেখিতে অত্যন্ত ইচ্ছুক থাকা সত্ত্বেও চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুসারে দেখা করিতে পারিল না। তাঁহারা কহিলেন যে নিদ্রা এবং ঔষধের দ্বারা তাঁহার মন আর একটু শান্ত হওয়া প্রয়োজন। নচেৎ সহসা কন্যাকে দেখিলে তাঁহার মনে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হইবে তাহাতে তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে। চিকিৎসকদের সাহায্যে

বৃদ্ধ রাজা লীয়ার কতকটা প্রকৃতিস্থ হইলে কর্ডেলিয়া পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি পাইল।

পিতা ও কন্যার সেই সাক্ষাৎকার দেখিবার মত দৃশ্য। হতভাগ্য বৃদ্ধ রাজার মনে প্রিয়তমা কন্যাকে পুনরায় দেখিয়া আনন্দ এবং যাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তাহার নিকট হইতে ভাল ব্যবহার পাইয়া লজ্জা—এই দুই প্রকার ভাবে দ্বন্দ্ব চলিতে লাগিল। মাঝে মাঝে রাজা ভুলিয়া যাইতেছিলেন যে তিনি কোথায় বা কাহার সহিত কথা বলিতেছেন, কে তাঁহাকে সস্নেহে চুম্বন করিতেছে।

ক্রমে পিতা ও কন্যার মধ্যে অনেক কথাই হইল। লীয়ার কহিলেন যে কর্ডেলিয়ার তবু পিতার প্রতি নিষ্ঠুরতা করিবার কোন কারণ থাকিতে পারে কিন্তু তাহার অন্য ভগিনীদের তাহা নাই। ইহা শুনিয়া কর্ডেলিয়া কহিল যে পিতার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিবার কারণ কোন সন্তানেরই থাকিতে পারে না।

অকৃতজ্ঞ শয়তানী গনেরিল্ ও রেগান্ তাহাদের পিতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ক্ষান্ত হইল না। তাহারা তাহাদের স্বামীর উপরও খারাপ ব্যবহার করিতে লাগিল। উভয়েই মৃত গ্লষ্টারের আর্লের জারজপুত্র এড্মাণ্ড্কে ভালবাসিয়া বসিল। এই এডম্যাণ্ড্ লোকটা ছিল ঠিক গনেরিল্ ও রেগানের জুড়িদার। নিজের ভাই প্রকৃত উত্তরাধিকারী এড্গারকে সে আর্ল পদচ্যুত করিয়া নিজে আর্ল হইয়াছিল। রেগানের স্বামী কর্ণওয়ালের ডিউক হঠাৎ মারা যাওয়ায় রেগান্ এড্মাণ্ড্কে বিবাহ করিতে চাহিল। গনেরিলের মন ইহাকে হিংসায় জ্বলিতে লাগিল। সেও গোপনে এড্মাণ্ড্কে

ভালবাসিত। কাজেই সে বিষ-প্রয়োগে নিজ ভগিনীকে হত্যা করিল।

কিন্তু তাহার কীর্ত্তি গোপন রহিল না। তাহার স্বামী আল্‌বানির ডিউক তাহার গোপন প্রণয়ের কথা জানিতে পারিয়া তাহাকে কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিল। ক্রোধে অধীর হইয়া সেখানে গনেরিল আত্মহত্যা করিল।

কিন্তু জগতে নিরীহ লোকেরা সব সময়ে শেষ পর্য্যন্ত পুরস্কৃত হন না। গনেরিল ও রেগানের পরামর্শে এড্‌মাণ্ডের নেতৃত্বে যে সৈন্য কর্ডেলিয়ার সৈন্যদলের বিরুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিল তাহারাই জয়ী হইল। কর্ডেলিয়া এড্‌মাণ্ডের হাতে বন্দী হইয়া কারাগারে প্রেরিত হইয়া সেখানে প্রাণত্যাগ করিল। সন্তানের কর্ত্তব্যের জ্বলন্ত উদাহরণ পৃথিবীতে সর্ব্বসমক্ষে তুলিয়া ধরিয়া কর্ডেলিয়া ফুলের ন্যায় ঝরিয়া পড়িল। আর লীয়ার! আহা হা! কর্ডেলিয়ার শোকে তাঁহার বুক ভাঙ্গিয়া গেল—তিনি শোকে প্রাণত্যাগ করিলেন।

লীয়ারের মৃত্যুর পূর্ব্বে কেণ্ট নিজ পরিচয় দিলেন কিন্তু লীয়ার যেন সব ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না—জগতে যে কু-ব্যবহার পাইয়াও লোকে কিরূপে প্রতিদানে ভাল ব্যবহার করে তাহা ভাল ভাবে বুঝিবার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হইল। কেণ্ট্‌ও ইহার পর অধিকদিন বাঁচেন নাই। ইহার পর এড্‌মাণ্ড ও এড্‌গারে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ বাধিল। এড্‌মাণ্ড তাহাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইল।

লীয়ারের মৃত্যুর পর গনেরিলের স্বামী আলবানির ডিউক ব্রিটেনের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

জুলিয়াস্ সীজার

রোমের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে প্যাট্রিশিয়ান্ অর্থাৎ অভিজাত বংশীয় লোকদের সহিত প্লীবিয়ান্ অর্থাৎ সাধারণ লোকদের বিরোধ অতি প্রাচীন কাল হইতে অদ্যাবধি চলিয়া আসিতেছে। যে সময়ের কথা বলিতেছি সেই সময়ে সাধারণ লোকেরা জয়ী হইয়া নিজেদের প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত ট্রিবিউন্ বা মন্ত্রীসভা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। জুলিয়াস্ সীজার সাধারণের পক্ষ লইয়া দীর্ঘকাল অভিজাত বংশীয়দের সহিত যুদ্ধ করিয়া অবশেষে পম্পিকে হত্যা করাইয়া রোমের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু এই সময় হইতে রোমের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী কয়েকজনের মনে সীজার সম্বন্ধে দারুণ সন্দেহ উপস্থিত হইল। তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন যে জুলিয়াস্ সীজার রোমবাসীদের স্বাধীনতা হরণ কারয়া তাহাদিগকে দাসে পরিণত করিবেন এবং স্বয়ং রাজা হইয়া বসিবেন

যে সময়ের কথা হইতেছে তখন সীজার মিশর অভিযান হইতে বিজয়ী হইয়া সদ্য রোমে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। সেই জন্য রোমে বিরাট্ উৎসবের আয়োজন—জনসাধারণ কাজকর্ম্ম বন্ধ করিয়া রোমের পথে পথে উৎসব করিয়া বেড়াইতেছে। এই উৎসবে কিন্তু সীজার-বিদ্বেষী একটী দল যোগ দেন নাই।। তন্মধ্যে এই বিদ্রোহের দলপতি ক্যাসাস্ একজন। সীজারের প্রতি তাঁহার একটা নিজস্ব জাতক্রোধের ভাব ছিল। এই দলের মারুলাস্ ও ফ্ল্যাভিয়াস্ এইদিন পথে পথে জনতাদের ডাকিয়া সীজার-বিদ্বেষ জাগাইবার চেষ্টা করিতে
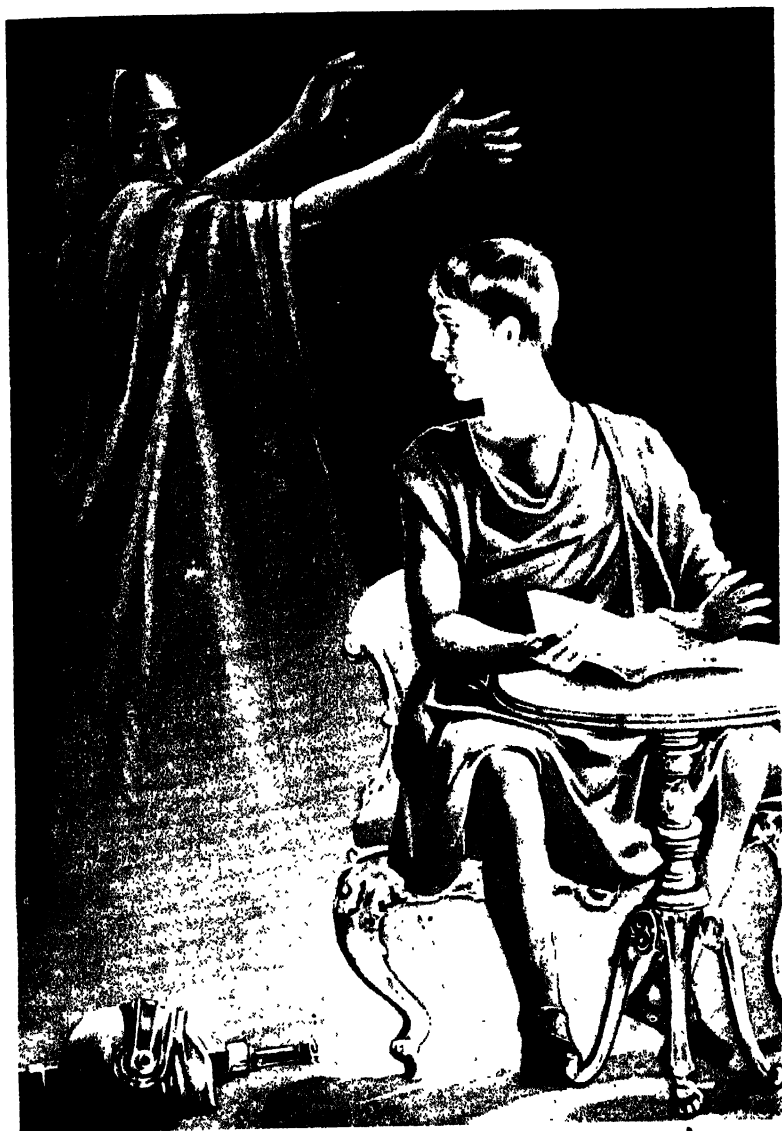
লাগিল। এই জনসাধারণ কিছুদিন পূর্ব্বে পম্পিকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিয়াছে, এক্ষণে আবার পম্পির হত্যাকারী সীজারকে তদ্রূপ ভক্তি করিতেছে। তাহাদের এই অব্যবস্থিতচিত্ততার জন্য মারুলাস্ তাহাদিগকে ভৎর্সনা করিতে লাগিল। এইভাবে বিদ্রোহীরা ধীরে ধীরে জনসাধারণের মনে বিদ্রোহের বিষ ছড়াইতে লাগিল।

ইহার কয়েকদিন পরে রোমে লুপার্কেল উৎসব উপলক্ষে খুব জাঁকজমকের ব্যবস্থা হইল। রোমের সমস্ত বিখ্যাত গণ্যমান্য লোকেরাই এই উৎসবে উপস্থিত হইলেন। মার্ক এণ্টনি নামক সীজারের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু দৌড়-প্রতিযোগিতায় যোগ দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। এমন সময়ে সীজার সেখানে উপস্থিত। তাঁহার স্ত্রী কাল্‌পূর্ণিয়া এবং ব্রুটাস্ নামক সীজারের আরেকজন বন্ধুর স্ত্রী পোর্সিয়াও উপস্থিত। এমন সময়ে জনতার মধ্য হইতে কে বলিয়া উঠিল, "সীজার, মনে রাখিও ১৫ই মার্চ্চ!" সকলে চাহিয়া দেখিল একজন দৈবজ্ঞ এই কথা বলিতেছে। সীজার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে, কি বলিতেছ? আবার বলো।" দৈবজ্ঞ বলিল, "১৫ই মার্চ্চ সাবধানে থাকিও।" সীজার তাহার কথায় তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "ওটা স্বপ্নবিলাসী, ওর কথা বাদ দাও।" সকলে দৌড়-প্রতিযোগিতা দেখিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। জনতার মধ্যে মার্কাস্ ব্রুটাস্ নামক সীজারের এক বন্ধু ছিলেন। ইনি অত্যন্ত উদার-হৃদয় এবং সৎলোক ছিলেন। ক্যাসাস্ তাঁহাকে ডাকিয়া একধারে আনিলেন এবং কথাবার্ত্তায় এমন ভাব দেখাইলেন যে তিনি সীজারের বিজয়ে জন-সাধারণের এই উল্লাসের অর্থ বুঝেন না। ব্রুটাস্‌ও বলিলেন

যে জনতা যদি সীজারকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করে তাহা হইলে দেশের সর্ব্বনাশ হইবে। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া ক্যাসাস্ কহিলেন যে লোকে 'সীজার' 'সীজার' করিয়া এত উন্মত্ত হইয়া উঠে কেন তাহা তিনি বুঝিতে পারেন না। সীজারের মহত্ত্ব কি অন্য লোকের মধ্যে নাই? সীজার আর ব্রুটাস্ দুই নাম একসঙ্গে উচ্চারণ করিলে তিনি ত' তফাৎ ধরিতে পারেন না। ব্রুটাসের নিকট হইতে এইরূপে কৌশলী ক্যাসাস্ জানিয়া লইলেন যে তিনি রোমের বর্ত্তমান অবস্থা পছন্দ করেন না।

তাঁহারা দুইজনে যখন এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন তখন তাঁহারা জনতার উল্লাসের চীৎকার শুনিতে পাইলেন কিন্তু অর্থ বুঝিতে পারিলেন না। ব্রুটাস্ কহিলেন, "জনতা কি সীজারকে রাজমুকুট পরাইল?" তাঁহার মনে এইরূপ সন্দেহ জাগিয়াছিল যে সীজার হয়ত শেষ পর্য্যন্ত রাজা হইয়া বসিবেন আর রোমকদের স্বাধীনতা চিরতরে লুপ্ত হইয়া যাইবে। গণতন্ত্রের স্বপ্ন আকাশকুসুমে পর্য্যবসিত হইবে।

সীজার ও তাঁহার সঙ্গীরা খেলাধূলা দেখার পর সেই পথেই আবার ফিরিলেন। ক্যাসাস্‌কে দেখিয়া সীজার চুপি চুপি মার্ক এণ্টনিকে বলিলেন, "ঐ ক্যাস্সাস্‌টাকে আমি পছন্দ করি না। ওর চোখে শীর্ণ ক্ষুধার্ত্ত দৃষ্টি—ঐ রকম লোকই অত্যন্ত বিপজ্জনক।"

সীজার ও তাঁহার সঙ্গীরা চলিয়া গেলে ব্রুটাস্ এবং ক্যাসাস্ কাস্‌কার নিকট হইতে জানিতে পারিলেন যে মার্ক এণ্টনি জনতার মধ্যে সীজারের প্রভাব বাড়াইবার জন্য সকলের সমক্ষে সীজারকে

একটী রাজমুকুট উপহার দেন কিন্তু সীজার তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। ইহাতে জনতা সীজারের মহত্ত্ব দেখিয়া উল্লাসে জয়ধ্বনি করিয়া ওঠে। মার্ক এণ্টনি এইরূপ অভিনয় আরো দুইবার করেন কিন্তু সে দুইবারও সীজার রাজমুকুট প্রত্যাখ্যান করেন। এইজন্যই এত ঘন ঘন জয়ধ্বনি উঠিতেছিল।

ব্রুটাস্ এবং ক্যাসাস্ পুনরায় মিলিত হইবার প্রতিশ্রুতি দিয়া যে যাহার কাজে চলিয়া গেলেন। সীজারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে গেলে ব্রুটাসের মত একজন সদাশয় এবং উদারচেতা লোককে দলে রাখিতে হইবে ইহা ক্যাসাস্ গোড়া হইতে বুঝিয়াছিলেন। এইবার কিরূপে তাঁহাকে দলে টানিবেন তাহার মতলব ঠিক করিলেন। ক্যাসাস্ ঠিক করিলেন যে যদি ব্রুটাসকে বোঝান যায় যে জনতা সীজারকে পছন্দ করে না ব্রুটাসকে পছন্দ করে, তাহা হইলে ব্রুটাস সহজে ষড়যন্ত্রকারীদের দলে যোগ দিতে পারেন। এইরূপ বুঝাইবার জন্য ক্যাসাস্ কতকগুলি জাল চিঠি তৈয়ারী করাইল। সে চিঠিগুলি বিভিন্ন হাতের লেখা। যেন ভিন্ন ভিন্ন লোক ব্রুটাসকে সেই সকল পত্র দিতেছেন। সেই পত্রগুলি ক্যাসাস্ ব্রুটাসের জানালা দিয়া তাঁহার ঘরের মধ্যে প্রায়ই ফেলিয়া দিতে লাগিলেন। সেই চিঠিগুলি পড়িয়া ব্রুটাস জানিতে পারিলেন যে জনসাধারণ তাঁহাকে উদ্যোগী হইয়া সীজারের দর্প খর্ব্ব করিতে বলিতেছে। উদারহৃদয় ব্রুটাস্ ইহাতে ভুলিলেন ও উত্তেজিত হইলেন।

একদিন রাত্রে অত্যন্ত ঝড় ও বৃষ্টি হইতেছে। ক্রুদ্ধ প্রকৃতি থাকিয়া থাকিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিতেছে। সেই ভয়ঙ্কর রাত্রে

ষড়যন্ত্রকারীরা পম্পির প্রতিমূর্ত্তির তলায় গোপন পরামর্শ করার জন্য মিলিত হইবে বলিয়া ঠিক করিয়াছে। ক্যাসাস্‌ সিন্না নামক একজন ষড়যন্ত্রকারীকে দিয়া কতকগুলি কাগজ ব্রুটাসের জানালা দিয়া তাঁহার ঘরে ফেলিয়া দেওয়াইয়াছিলেন। ব্রুটাসের মনে নানা রূপ দ্বন্দ্ব—বন্ধু সীজারের বিরুদ্ধাচরণ করিব—রোমের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করিব—রোমকরা ক্রীতদাসের অধম হইয়া যাইবে—রোমবাসীদের কতকালের স্বপ্ন স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্র স্বেচ্ছাচারী সীজারের পদপ্রান্তে দলিত হইবে—এইরূপ নানা চিন্তায় তাঁহার রাত্রে ঘুম হয় না। তিনি সে রাত্রেও নিজের বাগানে বেড়াইতেছিলেন আর উত্তপ্ত মস্তিষ্কে এইসব কথা ভাবিতেছিলেন এমন সময়ে তাঁহার অনুচর লুসিয়াস্‌ কতকগুলি কাগজ তাঁহাকে আনিয়া দিল। এই কাগজগুলিই ক্যাসাস্‌ সিন্নাকে দিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। এই কাগজে অজ্ঞাত হস্তাক্ষরে লেখা ছিল—"ব্রুটাস্‌, আগামী কল্য মার্চ্চ মাসের ১৫ তারিখ তাহা কি আপনি ভুলিয়া গিয়াছেন?" "ব্রুটাস্' আপনি ঘুমাইতেছেন? জাগুন, নিজেকে দেখুন। রোম কি ইত্যাদি ইত্যাদি। কথা বলুন, পাপের শাস্তি দিন, ঘুমন্ত ব্রুটাস্‌ জাগ্রত হউন।" ঐ "ইত্যাদি ইত্যাদি"র অর্থ ব্রুটাস্‌ বুঝিলেন। উহার অর্থ—রোম কি একজনের ভয়ে পিছাইয়া যাইবে? ব্রুটাসের বুক আবেগের তরঙ্গে দুলিয়া উঠিল—তাঁহার চোখে রোমের স্বাধীনতার স্বপ্ন—গণতন্ত্রের স্বপ্ন!

এমন সময়ে লুসিয়াস্‌ জানাইল যে ক্যাসাস্‌ প্রভৃতি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। ষড়যন্ত্রকারীদের দলে ব্রুটাস্‌ যোগ দিলেন। ক্যাসাসের কৌশল সিদ্ধ হইল।

তখন কথা উঠিল শুধু সীজারকে হত্যা করা হইবে, না মার্ক এণ্টনিকেও সেই সঙ্গে হত্যা করা হইবে। ক্যাসাস্ কহিল যে, মার্ক এণ্টনি বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহাদের বিপদের সম্ভাবনা। কিন্তু ব্রুটাস্ তাহাতে রাজী হইলেন না। ব্রুটাস্ কহিলেন, "আমরা খুনী বটে কিন্তু কসাই নয়। মার্ক এণ্টনি ত' সীজারেরই একটী অঙ্গ। প্রথমে মাথা কাটিয়া তৎপরে অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কাটিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করা···না···না···সে হইবে না। সীজারের আত্মম্ভরিতার জন্য সীজারেরই রক্তপাত করা হউক।"

এই রাত্রে সীজারের ভাল নিদ্রা হয় নাই। তাঁহার স্ত্রী কাল্‌পূর্ণিয়া তিন-তিনবার দুঃস্বপ্ন দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। প্রত্যেকবারেই তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছেন সীজারকে কাহারা হত্যা করিতেছে। প্রাতঃকালে সীজার সভায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন এমন সময়ে কাল্‌পূর্ণিয়া আসিয়া তাঁহাকে সেদিন কোন কাজে বহির্গত হইতে নিষেধ করিলেন। তিনি সীজারের কোন ওজর আপত্তিতে কান না দিয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে অনুনয়-বিনয় করিতে লাগিলেন। কিন্তু সীজার ভীরুতাকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। তিনি বলিলেন, "ভীরুরাই মৃত্যুর পূর্ব্বে বহুবার মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করে। সাহসী একবার মাত্র মরে। মৃত্যু ত' অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। তাহা যখন আসিবার তখন আসিবেই, তবুও যে মানুষ ভয় পায়, ইহাই আমার নিকট অত্যন্ত আশ্চর্য্যজনক বোধ হয়।"

কিন্তু কাল্‌পূর্ণিয়া কোন যুক্তিই শুনিতে রাজী হইলেন না। অমঙ্গল আশঙ্কায় তাঁহার মন কাঁপিতেছিল। তিনি সীজারকে নিরস্ত করিবার

জন্য বার বার তাঁহার নিকট কান্নাকাটি করিতে লাগিলেন। অবশেষে সীজার নিরস্ত হইলেন। ঠিক হইল যে সভায় খবর পাঠান হইবে যে সীজার অসুস্থ থাকায় সে দিন সভায় যোগ দিতে পারিবেন না।

এদিকে ষড়যন্ত্রকারীরাও এইরূপ ভয় করিতেছিল। সেজন্য তাহারা চতুর ডিসাস্‌কে পাঠাইল। সীজার ডিসাসকে দেখিয়া কহিলেন, "ডিসাস্‌কে দিয়া খবর পাঠাইয়া দাও যে অদ্য আমি সভায় যাইতে পারিব না।" চতুর ডিসাস্‌ কহিল যে সিনেট হয়ত অদ্য সীজারকে রাজমুকুট পরাইবার আয়োজন করিয়াছে। অদ্য যদি সীজার সভায় না যান তাহা হইলে হয়ত এই সুযোগ চিরতরে নষ্ট হইয়া যাইবে। সীজার মত পরিবর্ত্তন করিয়া সভায় যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতে বলিলেন।

সীজারের হত্যার ষড়যন্ত্র একজন গ্রীক্‌ জানিতে পারিয়াছিল। সে একটী পত্রে সমস্ত কথা জানাইয়া সীজারের বন্ধু ব্রুটাসের স্ত্রী পোর্সিয়ার নিকট পত্রখানা পাঠাইয়া দেয়। কিন্তু পোর্সিয়া ইতিপূর্ব্বে স্বামীর নিকট হইতে ষড়যন্ত্রের কথা শুনিয়াছিলেন এবং সত্যবদ্ধা ছিলেন যে একথা তিনি কাহারও নিকট ব্যক্ত করিবেন না। কাজেই গ্রীক্‌টীর পত্র পাইয়াও তাঁহাকে চুপ করিয়া থাকিতে হইল।

রোমের ক্যাপিটলের সম্মুখে সমস্ত সভাসদ্‌রাই উপস্থিত হইয়াছেন; বেলা বাড়িতেছে। ষড়যন্ত্রকারীরা সীজারের কাছ ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সীজার জনতার মধ্যে সেই দৈবজ্ঞকে দেখিতে পাইয়া তাচ্ছিল্য ভরে কহিলেন, "কৈহে ১৫ই মার্চ্চ ত আসিয়াছে।" দৈবজ্ঞ উত্তর দিল, "সত্য সীজার কিন্তু ১৫ই মার্চ্চ এখনো অতিবাহিত হইয়া যায় নাই।"

এইবার সভার কার্য্য আরম্ভ হইবে। ট্রেবোনিয়াস্ কৌশলে মার্ক এণ্টনিকে সেখান হইতে সরাইয়া লইয়া গেলেন। মেটেলাস্ সিম্বার সীজারের সম্মুখে নতজানু হইয়া তাঁহার নির্ব্বাসিত ভ্রাতার দেশ-প্রত্যাবর্ত্তনের অনুমতির জন্য সীজারের করুণা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। ব্রুটাস্ ও ক্যাসাস্ যেন নির্ব্বাসিত ব্যক্তির হইয়া সীজারের নিকট সুপারিশ করিবার জন্যই তাঁহার কাছে ঘেঁসিয়া আসিলেন। সিন্না, ডিসাস্ প্রভৃতি অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারীরাও কাছে সরিয়া আসিলেন। কিন্তু ছুরি মারিলেন কাস্কা। তৎপরে সকলেই সীজারকে ছুরিকাঘাত করিলেন। সর্ব্বশেষে ব্রুটাস্ ছুরি মারিলেন। ব্রুটাসের দিকে একবার চাহিয়া দেখিয়া সীজার ব্যথাকাতর স্বরে কহিলেন, "ব্রুটাস্, তুমিও!" এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শেষ নিঃশ্বাস বহির্গত হইয়া গেল।

সিন্না চীৎকার করিয়া উঠিল, "স্বাধীনতা, মুক্তি, স্বেচ্ছাচার ধ্বংস হইল। দ্রুত ছুটিয়া যাও—পথে পথে ঘোষণা করো—প্রচার করো।"

ট্রেবোনিয়াস্ খবর আনিলেন যে মার্ক এণ্টনি ভয়ে বাড়ী পলাইয়াছেন। কিছুক্ষণ পরে এণ্টনি দূতমুখে খবর পাঠাইলেন যে যদি তিনি জনতার সমক্ষে সীজারের মৃত্যুর কৈফিয়ৎ দিয়া বক্তৃতা করিবার অনুমতি পান তাহা হইলে তিনি ষড়যন্ত্রকারীদের সহিত আসিয়া যোগ দিবেন।

ব্রুটাস এ প্রস্তাবে সানন্দেই রাজী হইলেন। ক্যাসাস্ কিন্তু মার্ক এণ্টনিকে চিনিতেন। তিনি বলিলেন,"মার্ক এণ্টনিকে বক্তৃতা দিতে দিলে আমানের সর্ব্বনাশ হইবে। মার্ক এণ্টনি জনতাকে ভুল বুঝাইবে।

অবশেষে ঠিক হইল যে ব্রুটাস্ সর্ব্বপ্রথম বক্তৃতা দিয়া জনসাধারণকে বুঝাইবেন যে কেন তাঁহারা জুলিয়াস্ সীজারকে হত্যা করিয়াছেন, তৎপরে মার্ক এণ্টনিকে বক্তৃতা দিতে দেওয়া হইবে।

এদিকে মার্ক এণ্টনি খবর পাইলেন যে জুলিয়াস্ সীজারের ভ্রাতুষ্পুত্র অক্টেভিয়াস্ সীজার বিদেশ হইতে রোমে ফিরিতেছেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি রোমে পৌঁছিবেন। মার্ক এণ্টনি অকূলে কূল দেখিতে পাইলেন।

উন্মত্ত জনতা অধীরভাবে চীৎকার করিতে লাগিল, "আমরা কৈফিয়ৎ চাই—ব্রুটাস্, আমরা কৈফিয়ৎ চাই—আমাদের বুঝাইয়া দাও।"

ব্রুটাসকে দেখিয়া জনতা যেন ক্ষিপ্ত শার্দ্দূলের ন্যায় হুঙ্কার ছাড়িল, "কৈফিয়ৎ—কৈফিয়ৎ।"

ব্রুটাস্ ধীরভাবে আরম্ভ করিলেন, "রোমকগণ, আমার দেশ-বাসিগণ, দেশ প্রেমিকগণ, আমার কথা শুনুন। ভালভাবে বিচার করিবার জন্য প্রস্তুত হউন। যদি এই জনতার মধ্যে সীজারের কোন বন্ধু থাকেন তাহা হইলে তিনি জানিবেন যে সীজারের প্রতি আমার বন্ধুত্ব তাঁহা অপেক্ষা একটুও কম নহে। সেই বন্ধু যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, তবে ব্রুটাস্ কেন সীজারকে হত্যা করিল ? তাহা হইলে তাহার উত্তরে আমি বলিব যে আমি সীজারকে কম ভালবাসিতাম বলিয়া নহে, রোমকে বেশী ভাল বাসিতাম বলিয়াই সীজারকে হত্যা করিয়াছি। সীজার আমাকে ভালবাসিতেন বলিয়া আমি ক্রন্দন করিতেছি, সীজারের যখন সৌভাগ্যোদয় হইত তখন আমিও আনন্দিত

হইতাম, যখন তিনি সাহসের কাজ করিতেন আমি তাঁহাকে সম্মানিত করিতাম ; কিন্তু যখন তিনি উচ্চাকাঙ্ক্ষী হইলেন তখন আমি তাঁহাকে হত্যা করিলাম। এখানে এমন কে আছেন যিনি দাস হইতে চান, এমন কে আছেন যিনি রোমকে ভালবাসেন না, সেই ব্যক্তির মনে আমি আঘাত করিয়াছি। বলুন উত্তর দিন—কে আছেন?" জনতা একবাক্যে উত্তর দিল, "কেহ নাই, ব্রুটাস্, কেহ নাই।"

ব্রুটাসের বক্তৃতা শুনিয়া জনতা একেবারে শান্ত হইয়া গেল।

এইবার মার্ক এণ্টনি সীজারের মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া জনতার সম্মুখে হাজির হইলেন। ক্যাসাসের সন্দেহই সত্যে পরিণত হইল। মার্ক এণ্টনি বক্তৃতা সুরু করিলেন। প্রথমে অতি সাবধানে সুরু করিয়া ধীরে ধীরে কি ভাবে জনতার মনের গতি পরিবর্ত্তিত করিতে হয় সে কৌশল মার্ক এণ্টনির অজ্ঞাত ছিল না। খেলার পুতুলের মত জনতাকে ইচ্ছানুযায়ী নাচাইবার কৌশল মার্ক এণ্টনি জানিতেন। তিনি সুরু করিলেন, "হে বন্ধুগণ, রোমবাসিগণ, হে আমার প্রিয় দেশবাসিগণ, আমার কথা শুনুন। আমি সীজারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিতে আসিয়াছি তাঁহার স্তবগান গাহিতে আসি নাই। উদারহৃদয় ব্রুটাস্ এইমাত্র বলিলেন যে সীজার উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, যদি একথা সত্য হয় তাহা হইলে তাহা ঘোরতর অপরাধ সন্দেহ নাই এবং সীজার সে অপরাধের শাস্তিও পাইয়াছেন। এইখানে বহু গণ্যমান্য লোক উপস্থিত রহিয়াছেন তাঁহাদের সমক্ষে আমি বলিতেছি যে সীজার আমার বন্ধু ছিলেন, বিশ্বস্ত, ন্যায়বান্ বন্ধু। কিন্তু ব্রুটাস্ বলিতেছেন যে তিনি উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, অথচ ব্রুটাস্ও একজন

সম্মানশালী ব্যক্তি।” তারপর এণ্টনি কতকগুলি প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা জনতাকে বুঝাইলেন যে সীজার উচ্চাকাঙ্ক্ষী ছিলেন না, তিনি রাজমুকুট প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী হইলে কি তাহা পারিতেন? এইরূপে ধীরে ধীরে মার্ক এণ্টনি ভাষার যাদুতে জনতার মন একটু একটু করিয়া পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন। তাহারা বুঝিল যে সীজারের প্রতি অন্যায় করা হইয়াছে। তারপর এণ্টনি সীজারের উইল বাহির করিলেন। উইল দেখিবার জন্য জনতা আরো নিকটে সরিয়া আসিল। তখন চতুর এণ্টনি সীজারের ক্ষত-বিক্ষত মৃতদেহ জনতাকে দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন, “দেখ, হে দেখ—এই খানে ক্যাসাস্‌ ছুরি মারিয়াছেন, হিংসুক কাসকার ছুরিতে এই দেখ কতখানি কাটিয়া গিয়াছে, সীজারের প্রিয় বন্ধু ব্রুটাস্‌ এখানে আঘাত করিয়াছেন”···জনতা আর সহ্য করিতে পারিল না। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ কাঁদিতে লাগিল। কাহারও বা মনে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলিল। এণ্টনি তখন আবার সীজারের উইলখানা বাহির করিলেন। তিনি তাহা হইতে কতক কতক অংশ পড়িয়া জনতাকে শুনাইলেন যে সীজার জনতার প্রত্যেককেই কিছু কিছু টাকা দিয়া গিয়াছেন। তাহা ছাড়া নানা জনহিতকর কার্য্যের জন্যও তিনি টাকা দিয়া গিয়াছেন।

এণ্টনিকে আর কিছু বলিতে হইল না। জনতা সীজারের মৃতদেহ দাহ করিবার জন্য বহিয়া লইয়া চলিল। তৎপরে কেহ কেহ জ্বলন্ত মশাল হাতে লইয়া ষড়যন্ত্রকারীদের বাড়ীতে আগুন জ্বালিয়া দিবার জন্য দৌড়াইল।

এই সময়ে একজন দূতের নিকট এণ্টনি খবর পাইলেন যে অক্টেভিয়াস্ সীজার রোমে পৌঁছিয়া সীজারের বাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন এবং ব্রুটাস্ ও ক্যাসাস্ প্রাণভয়ে দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছেন।

দেশে আবার শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইল। এণ্টনি, অক্টেভিয়াস্ ও লেপিডিয়াস্ এই তিনজনে মিলিয়া "ট্রায়াম্‌ভিরেট্" বা তিনজনের মন্ত্রণাসভা গঠিত করিলেন।

এদিকে ব্রুটাস্, ক্যাসাস্ প্রভৃতি ষড়যন্ত্রকারীরা এসিয়া মাইনরের সার্ডিস্ নামক নগরে সৈন্য ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া তাঁবু ফেলিয়া রহিয়াছেন। রোম আক্রমণ করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের স্বপ্নকে সফল করিবেন, রোমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবেন। তখনো কত দুরাশা তাঁহাদের মনে উঁকি মারিতেছে।

এণ্টনি, লেপিডিয়াস্, অক্টেভিয়াস্ প্রভৃতিও বিরাট সৈন্য লইয়া বিদ্রোহীদের প্রতীক্ষা করিতেছেন।

ক্যাসাস্ এই সংবাদ শুনিয়া কহিলেন যে শত্রুরা এখানে আসিলে আমরা যুদ্ধ করিব। পথশ্রমে তাহাদের সৈন্য ক্লান্ত হইয়া পড়িলে সহজেই তাহাদিগকে কাবু করা যাইবে। কিন্তু ব্রুটাস্ কহিলেন, "না, সুযোগ পরিত্যাগ করা উচিত নয়। এখনি আমরা শত্রুদের উদ্দেশে যাত্রা করিব।"

ক্যাসাস্ কহিলেন, "তাহা হইলে আপনি অগ্রসর হউন। আমরা পিছনে পিছনে যাইতেছি।"

সেই রাত্রে ব্রুটাস্ একাকী তাঁবুতে বসিয়া বই পড়িতেছেন এমন

সময়ে সীজারের প্রেতাত্মা তাঁহাকে দেখা দিল। ব্রুটাস্‌ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন আপনি আসিয়াছেন? প্রেতাত্মা কহিল, তোমাকে বলিতে আসিয়াছি যে ফিলিপ্পির রণক্ষেত্রে তুমি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও।" এই কথা বলিয়া প্রেতাত্মা অন্তর্হিত হইল।

রণক্ষেত্রের দুই দিকে দুই ভাগ হইয়া সৈন্য দাঁড়াইয়া আছে। একদিকে অক্‌টেভিয়াসের সম্মুখে ব্রুটাসের সৈন্যদল, অন্যদিকে এণ্টনির সম্মুখে ক্যাসাসের সৈন্যদল।

ব্রুটাস্‌ আক্রমণ করিবার আদেশ দিলেন। কিন্তু এই আদেশ ক্যাসাসের সৈন্যদের পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধাকর হইয়া দাঁড়াইল। ব্রুটাসের সৈন্যদলের যে ভাগ ক্যাসাসের সৈন্যদের সহিত মিলিত হইবার কথা ছিল, তাহারা তখনো আসিয়া উপস্থিত হয় নাই। কাজেই এণ্টনির অধিক সংখ্যক সৈন্যের সম্মুখে ক্যাসাসের মুষ্টিমেয় সৈন্য ভীত হইয়া পড়িল। ক্যাসাসের পতাকাবাহী পতাকা লইয়া পলায়ন করিতেছিল। ক্যাসাস্‌ তাহাকে হত্যা করিয়া স্বয়ং পতাকা হস্তে লইলেন। এই সময়ে পিণ্ডারাস্‌ নামক একজন সৈনিক খবর আনিল যে এণ্টনির সৈন্য তাহাদের তাঁবুতে আগুন লাগাইয়া দিয়াছে। ক্যাসাস্‌ তখনো ব্রুটাসের প্রেরিত সৈন্যের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। তাহারা কত দূর আসিয়াছে তাহা দেখিবার জন্য তিনি টিসিনিয়াসকে পাঠাইলেন এবং পিণ্ডারাস্‌কে একটী পাহাড়ে উঠিয়া যাহা দেখা যায় তাহা বর্ণনা করিতে বলিলেন।

পিণ্ডারাস্‌ কহিল, "টিসিনিয়াস্‌ শত্রুহস্তে বন্দী হইয়াছে।" এই সংবাদ শুনিয়া ক্যাসাস্‌ জয়ের আশা পরিত্যাগ করিলেন। তিনি

পিণ্ডারাস্‌কে কহিলেন, "আমার বুকে ছুরি মার!" বিশ্বস্ত পিণ্ডারাস্ প্রভুর আজ্ঞা পালন করিল। মরিবার সময় ক্যাসাস্ কহিলেন, "সীজার, তোমার মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ কর।"

পিণ্ডারাস্ কিন্তু ভুল সংবাদ দিয়াছিল। কিছুক্ষণ বাদে টিসিনিয়াস্ ব্রুটাস্ প্রেরিত সৈন্য সঙ্গে লইয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। ব্যাপার বুঝিয়া ব্রুটাস্‌কে ক্যাসাসের মৃত্যু-সংবাদ পাঠাইয়া টিসিনিয়াস্ আত্ম-হত্যা করিয়া প্রভুর অনুগামী হইল।

ঘটানাস্থলে উপস্থিত হইয়া পাশাপাশি দুইটী মৃতদেহ দেখিয়া ব্রুটাস্ চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "সীজার, তুমি এখনো মহিমাময় আছ।" তাঁহার দৃঢ় ধারণা জন্মিল যে জুলিয়াস্ সীজারের আত্মা ইহাদিগকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে।

আবার যুদ্ধ। ব্রুটাস্ ভীষণভাবে যুদ্ধ করিতেছেন। তাঁহার সৈন্যরা পরাজিত হইয়া প্রাণ দিতেছে তথাপি তাঁহার উৎসাহ এতটুকু কমে নাই। দেখিতে দেখিতে এণ্টনি ও অক্‌টেভিয়াসের সৈন্য চতুর্দ্দিক হইতে তাঁহাকে ঘেরিয়া ধরিল ব্রুটাস্ দেখিলেন জয়ের আশা সুদূরপরাহত। তিনি এক এক করিয়া প্রত্যেক বন্ধুকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, "ভাই, আমাকে খুন কর, আমাকে দয়া কর।" কেহ তাঁহাকে খুন করিল না দেখিয়া তিনি তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচর ষ্ট্রাটোকে কহিলেন, "ষ্ট্রাটো, তরবারি কোষমুক্ত করিয়া তোমার মুখ ওদিকে ফিরাও।" ষ্ট্রাটো, অশ্রুসজল চক্ষে প্রভুর সহিত করমর্দ্দন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইলেন এবং প্রভুর আদেশ পালন করিলেন।

ব্রুটাস্‌ চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "সীজার, এইবার শান্ত হও।" এই বলিয়া তীক্ষ্ণধার তরবারির ফলায় বুক দিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

এণ্টনি এবং অক্‌টেভিয়াস্‌ যখন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন তখন সব শেষ হইয়া গিয়াছে। এণ্টনি কহিলেন, "এই রোমকটীই সর্ব্বাপেক্ষা উদারহৃদয় ছিলেন। অন্য ষড়যন্ত্রকারীরা সীজারের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিকে হিংসা করিত কিন্তু ইনিই কেবল জনসাধারণের মঙ্গলের ইচ্ছায় প্রণোদিত হইয়া তাঁহাদের দলে যোগ দিয়াছিলেন।" বাস্তবিক এণ্টনি ব্রুটাসের মহত্ত্ব বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার মত আদর্শ দেশপ্রেমিক যুগে যুগে জনসাধারণের ভক্তিঅর্ঘ্য পাইবার যোগ্য।

ষড়যন্ত্রকারীরা সীজারকে হত্যা করিয়া রোমের যে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিতেছিলেন তাহা ক্রমশঃ আকাশকুসুমে পরিণত হইল। রোম শীঘ্রই সাম্রাজ্যে পরিণত হইয়া অক্‌টেভিয়াস্‌ সীজারকে আগষ্টাস্‌ সীজার নামে তাহার প্রথম সম্রাট্‌ করিল। গণতন্ত্রের স্বপ্ন নিদাঘ-নিশীথের স্বপ্নে পর্য্যবসিত হইল।

রোমিও ও জুলিয়েট্

ভেরোণার মণ্টেগু ও ক্যাপুলেট্ এই দুই বংশই ছিল খুব ধনী। অনেকদিন আগে তাহাদের মধ্যে কি একটা ব্যাপার লইয়া কলহ বাধে। সেই হইতে এই দুই বংশের লোকদের মধ্যে শত্রুতা এত বেশী বাড়িয়া উঠে যে দুই বংশের দূরতম আত্মীয়, হিতৈষী এমন কি ভৃত্য পর্য্যন্ত পথে পরস্পর সাক্ষাৎ হইলেই প্রথম বচসা এবং শেষ পর্য্যন্ত রক্তারক্তি কাণ্ড করিয়া ফেলিত। এইরূপ সহসা মুখোমুখি হইতে মারামারি প্রায়ই হইত এবং ভেরোণার শান্তি তাহাতে ভঙ্গ হইত।

বুড়ো জমিদার ক্যাপুলেট্ একটা নৈশ ভোজের আয়োজন করিয়া অনেক সুন্দরী ভদ্রমহিলা এবং সদ্বংশজাত অতিথিকে নিমন্ত্রণ করিলেন। সেই ভোজে ভেরোণার সমস্ত বিখ্যাত সুন্দরীরাই উপস্থিত হইলেন —কেবল মণ্টেগুবংশের লোক ছাড়া আর সকলেই তাহাতে নিমন্ত্রিত হইলেন। এই ক্যাপুলেট্দের ভোজ-সভায় বুড়ো জমিদার মণ্টেগুর পুত্র রোমিওর প্রিয়তমা রোজালিন্ উপস্থিত ছিলেন। কোনও মণ্টেগুর পক্ষে এই সভায় যোগদান করা বিপজ্জনক কাজ। তবুও রোমিওর বন্ধু বেন্‌ভোলিওর কথায় রোমিও এই সভায় মুখোস্ পরিধান করিয়া যাইতে ইচ্ছুক হইল। যাইবার বিশেষ কারণ এই যে বেন্-ভোলিও রোমিওকে বলিল যে, সে যে রোজালিনের জন্য এত পাগল

সেই রোজালিন্‌ এই সুন্দরীদের মধ্যে রাজহাঁসের দলে কাকের মত দেখাইবে। বেন্‌ভোলিওর কথায় অবশ্য রোমিওর বিশেষ আস্থা ছিল না। তবুও সে রোজালিনের জন্য সেখানে যাইতে রাজী হইল। রোমিও রোজালিন্‌কে অত্যন্ত ভালবাসিত। কিন্তু রোজালিন্‌ তাহাকে বড় একটা আমল দিত না। কাজেই রোমিওর বন্ধুরা ভাবিল যে যদি তাহাকে একবার সুন্দরীদের দলে ঘুরাইয়া আনা যায় ত' তাহার এই রোজালিন্‌-প্রীতি নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। কাজেকাজেই রোমিও, বেনভোলিও ও মার্কুসিও নামক দুই বন্ধুর সহিত মুখোস্‌ পরিধান করিয়া ক্যাপুলেট্‌দের এই ভোজে যোগ দিল। বুড়ো ক্যাপুলেট্‌ তাহাদের আদর করিয়া ভিতরে ডাকিয়া লইলেন।

নাচের সময় রোমিও একজন সুন্দরীকে দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। সে সৌন্দর্য্য যেন পৃথিবীতে শোভা পায় না। রোমিও অস্ফুটস্বরে তাঁহার প্রশংসা করিয়া উঠিল।

বুড়ো ক্যাপুলেটের এক ভাইপো টিবাল্ট্‌ সেখানে ছিল। সে রোমিওর গলার স্বরে তাহাকে চিনিয়া ফেলিল। টিবাল্ট্‌ খুব বদ্‌রাগী স্বভাবের লোক। একজন মণ্টেগু মুখোস পরিয়া তাহাদের ভোজে আসিয়া তাহাদের কাজকর্ম্মের নিন্দা করিয়া যাইবে ইহা তাহার সহ্য হইল না। সে ক্ষেপিয়া উঠিল এবং হয়ত রোমিওকে মারিয়াই ফেলিত কিন্তু বুড়ো ক্যাপুলেট্‌ তাহাতে বাধা দিয়া কহিল যে রোমিও ত কোন অভদ্র ব্যবহার করে নাই—তা ছাড়া তখন কিছু করিলে অতিথিদের শান্তি ভঙ্গ হইবে। ভেরোণার সকলেই রোমিওর প্রশংসায় মুখর এবং বাস্তবিকই সে খুব সংযত এবং ভদ্র। টিবাল্ট্‌

কিছু করিতে পারিল না, কিন্তু প্রতিজ্ঞা করিল যে এইরূপ অনধিকার প্রবেশের জন্য এই মণ্টেগু যুবককে একদিন না একদিন সে শাস্তি দিবেই।

নাচ শেষ হইয়া গিয়াছে। রোমিও সেই সুন্দরীটীকে লক্ষ্য করিতে লাগিল। তাহার মুখে মুখোস্‌ ছিল বলিয়া কেহ তাহাকে লক্ষ্য করে নাই। সে সুন্দরীটীর নিকট আগাইয়া গিয়া আলাপ জুড়িয়া দিল। রোমিওর ভদ্রতা ও সৌজন্যে মহিলাটী মুগ্ধ হইলেন এবং মহিলাটীর অসামান্য রূপে রোমিও মুগ্ধ হইল। পরস্পর পরস্পরের নিকট পরিণয়ের অঙ্গীকার করিল। এমন সময় সুন্দরীটী মাতার আহ্বানে স্থানান্তরে গেলেন। রোমিও অনুসন্ধানে জানিল যে সুন্দরীটী মণ্টেগু-পরিবারের চিরশত্রু বুড়ো ক্যাপুলেটের কন্যা জুলিয়েট্‌। ইহাতে তাহার মনে অশান্তির উদয় হইল। কিন্তু ভালবাসা কোন বাধা-নিষেধের ধার ধারে না। জুলিয়েট্‌ও যখন জানিলেন যে তিনি যাহার প্রেমে পড়িয়াছেন তিনি মণ্টেগু বংশের রোমিও তখন তাঁহার মনেও অনুরূপ দুশ্চিন্তার উদয় হইল। তাঁহার কেবল মনে হইতে লাগিল যে ইহাতে যেন কোন দুর্ঘটনার ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

রাত্রি দ্বিপ্রহর হইয়াছিল। রোমিও ও তাহার বন্ধুগণ বিদায় লইল। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে রোমিও আবার ফিরিয়া আসিল। যে বাড়ীতে তাহার প্রিয়তমা জুলিয়েট্‌ রহিয়াছে সেই বাড়ী হইতে দূরে থাকা তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। জুলিয়েটের বাড়ীর পশ্চাতের বাগানের দেওয়াল টপ্‌কাইয়া সে বাগানের মধ্যে নামিল

এবং সেইখানে দাঁড়াইয়া জুলিয়েটের কথা ভাবিতে লাগিল। ঠিক সেই সময়ে জুলিয়েট্‌ উপরে জানালায় দেখা দিলেন—মনে হইল যেন সহসা পূর্ব্বদিকে সূর্য্য উঠিল। বাগানে মরা চাঁদের আলো পড়িয়াছিল; রোমিওর নিকট বোধ হইল যেন তাহার প্রিয়ার রূপের নিকট তাহা ম্লান।

জুলিয়েট্‌ জানিতেন না যে নীচে তাঁহার প্রিয়তম রোমিও তাঁহার মুখের কথা শুনিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তিনি আপনার মনে কত হা-হুতাশ করিতে লাগিলেন—"রোমিও—রোমিও —তুমি রোমিও হইলে কেন? আমার জন্য তুমি অন্য লোকের পুত্র হইলে না কেন, অন্য নাম লইলে না কেন? তাহা যদি না হয়, তুমি আমার প্রিয়তম হও আমি আর ক্যাপুলেট্‌ বংশের নামে পরিচয় দিব না—তুমিও আর রোমিও থাকিও না—আমি তোমাকে অন্য নাম দিব—"

জুলিয়েটের এই সকল কথা যে রোমিওকে শুনাইবার জন্য বলা হয় নাই রোমিওর সে জ্ঞান ছিল না। সে তন্ময় হইয়া গিয়াছিল। সেই জন্য সহসা অস্ফুট-স্বরে বলিয়া উঠিল—"তাই করিও প্রিয়তমা, যদি রোমিও নাম তোমার নিকট খারাপ শোনায় ত আমাকে প্রিয়তম বলিয়া ডাকিও—"

জুলিয়েট্‌ বাগানের মধ্যে মনুষ্যের কণ্ঠস্বর শুনিয়া ভয় পাইয়া গেলেন। কারণ, অন্ধকারে কিছুই দেখা যাইতেছিল না। কিন্তু রোমিও যখন আবার কথা কহিল তখন জুলিয়েট্‌ সে স্বর চিনিতে পারিলেন। জুলিয়েট্‌ তখন রোমিওকে তাহার বিপদ সম্বন্ধে সচেতন

করিয়া দিলেন—যদি তাঁহার কোন আত্মীয় তাহাকে সেখানে দেখে তাহা হইলে তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য।

রোমিও কহিল, "হায়, তোমার ক্রোধ এবং বিরক্তিই ত' আমার নিকট মরণের তুল্য। তুমি যদি আমাকে দয়া কর তাহা হইলে কাহারও শত্রুতাকে আমি ভয় করি না। তোমার প্রেমে বঞ্চিত হইয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা তাহাদের হাতে মৃত্যুই আমার শ্রেয়ঃ।"

জুলিয়েট্ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি করিয়া এখানে আসিলে ?"

রোমিও কহিল, "প্রেমের বলে। প্রেম আমাকে পথ দেখাইয়াছে।"

তাহারা পরস্পরে এইরূপ প্রেমালাপ করিতেছে এমন সময়ে জুলিয়েটের ধাত্রী জুলিয়েট্‌কে শয়ন করিবার জন্য ডাকিল।

জুলিয়েট্ চলিয়া গেলেন কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার ফিরিয়া আসিলেন। তিনি রোমিওকে কহিলেন যে যদি তাহার তাঁহাকে বিবাহ করাই উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে তিনি আগামী কল্য তাহার নিকট এক দূত পাঠাইবেন। রোমিও যেন সেই দূতের নিকট বিবাহের দিনস্থির করে। তাহা হইলে তিনি তাহাকে বিবাহ করিয়া তাঁহার সর্ব্বস্ব রোমিওর পায়ে ঢালিয়া দিয়া তাহার দাসীরূপে তাহার সহিত পৃথিবীর যেখানেই হউক যাইবেন। এই কথাকয়টী জানাইতেই জুলিয়েট্‌কে কয়েকবার বাহির ও ভিতর করিতে হইল, কারণ তাঁহার ধাত্রী কেবল তাঁহাকে ভিতরে ডাকিতেছিল।

বিদায় লওয়ার সে কি কষ্ট! কেহ যেন কাহাকেও ছাড়িতে চায় না। প্রাণ যেন বিদায় দিতে ছিঁড়িয়া যায়। তবু অবশেষে পরস্পর পরস্পরের নিকট বিদায় লইয়া গেল।

এদিকে প্রায় ভোর হইয়া আসিয়াছিল। রোমিওর আর ঘুমাইবার ইচ্ছা ছিল না। বাড়ী না গিয়া সে মঠে গিয়া সাধু লরেন্সের সহিত সাক্ষাৎ করিল। ভজন করিবার জন্য সাধু লরেন্স ইতিপূর্ব্বেই শয্যা ত্যাগ করিয়াছিলেন। রোমিওকে সেই সময়ে দেখিয়া তাঁহার ধারণা হইল যে সে রাত্রে ঘুমায় নাই। ইহার কারণ যে কোন ভালবাসা লরেন্স্ তাহা জানিতেন। কিন্তু তিনি রোজালিনের কথাই শুনিয়াছিলেন। জুলিয়েটের কথা তিনি জানিতেন না। রোমিওর মুখে জুলিয়েটের কথা শুনিয়া লরেন্স্ তাঁহার এই সহসা পরিবর্ত্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করায় রোমিও কহিল যে রোজালিন্‌কে সে ভালবাসিত কিন্তু রোজালিন্ তাহাকে আমল দিত না—জুলিয়েট্‌কে সে ভালবাসিয়াছে জুলিয়েট্‌ও তাহাকে ভালবাসিয়াছে। লরেন্স্ ভাবিলেন যে যদি উভয়ের বিবাহ হয় তাহা হইলে মণ্টেগু ও ক্যাপুলেট্ পরিবারের চির-বিবাদ হয়ত মিটিয়া যাইতে পারে। এই মহৎ উদ্দেশ্যের কথা ভাবিয়া লরেন্স্ তাহাদের বিবাহে পুরোহিতের কাজ করিতে রাজী হইলেন।

জুলিয়েট্ দূতের নিকট রোমিওর ইচ্ছার কথা জানিতে পারিয়া সকাল সকাল লরেন্সের কুটীরে হাজির হইলেন। এইখানে তাঁহারা পবিত্র পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন।

জুলিয়েট্ বাড়ী ফিরিয়া অধীরভাবে রাত্রির প্রতীক্ষা করিতে

লাগিলেন। রাত্রি হইলে রোমিও আবার বাগানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে এইরূপ কথাবার্ত্তা ছিল।

এই দিন দ্বিপ্রহরে রোমিওর বন্ধু বেন্‌ভোলিও ও মার্কুসিও ভেরোণার রাস্তায় বেড়াইতে বেড়াইতে সহসা টিবাল্টের সম্মুখীন হইল। এই সেই বদ্‌মেজাজী টিবাল্ট্ যে ভোজের রাত্রে রোমিওকে আর একটু হইলেই মারিয়া ফেলিত। টিবাল্ট্ মার্কুসিওকে রোমিওর সহচর বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিল। মার্কুসিওর রক্ত গরম; সেও টিবাল্ট্‌কে চোখা চোখা কথা শুনাইল। বেন্‌ভোলিও ঝগড়া থামাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ঠিক সেই সময়ে রোমিও সেই পথে যাইতেছিল। টিবাল্ট রোমিওর উপর পড়িল এবং তাহাকে বদ্‌মায়েস্ বলিয়া গালাগালি দিল। টিবাল্ট্ এখন রোমিওর প্রিয়তমা জুলিয়েটের আত্মীয়। তাহার সহিত কলহ করিতে রোমিওর ইচ্ছা হইল না। কাজেই রোমিও টিবাল্ট্‌কে ভাল কথায় বুঝাইয়া শান্ত করিতে গেল। কিন্তু টিবাল্ট্ তরবারি বাহির করিল। মার্কুসিও রোমিওর এই মিটমাট করার ভাবখানা ভয়ের চিহ্ন মনে করিয়া তরবারি বাহির করিয়া টিবাল্টের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। বেন্‌ভোলিও তাহাদের তফাৎ করিয়া দিবার বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিল।

মার্কুসিও টিবাল্টের হাতে মারা পড়িল। আর রোমিওর পক্ষে চুপ করিয়া থাকা ভীরুতা; সে তরবারি বাহির করিয়া টিবাল্টের ভবলীলা শেষ করিয়া দিল।

ভেরোণার পথে বেলা দ্বিপ্রহরে এইরূপ নৃশংস হত্যাকাণ্ড হইয়া

গেল। দেখিতে দেখিতে সেখানে ভীড় জমিয়া গেল। মণ্টেগু ও ক্যাপুলেট্‌ পরিবারের সকলে আসিল স্বয়ং রাজপুত্রও সেখানে উপস্থিত হইলেন। কলহে লিপ্ত হইয়া মণ্টেগু ও ক্যাপুলেট্‌রা প্রায়ই রাজ্যের শান্তি ভঙ্গ করিতেছিল ইহা তাঁহার আর সহ্য হইতেছিল না। তিনি ইহার সমুচিত শাস্তি বিধান করিবার জন্য ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

একমাত্র বেন্‌ভোলিওই স্বচক্ষে-দেখা সাক্ষী। সে রোমিওকে যথাসম্ভব বাঁচাইয়া ঘটনাটা রাজপুত্রের সমক্ষে খুলিয়া বলিল। ক্যাপুলেট্‌-গৃহিণী আপন আত্মীয় টিবাল্টের শোকে বড় কাতর হইয়াছিলেন। প্রতিশোধ লইবার বাসনা তাঁহার তীব্র হইল। তিনি কহিলেন যে বেন্‌ভোলিও একজন মণ্টেগু এবং রোমিওর বন্ধু, তাহার কথায় বিশ্বাস করা যায় না। তিনি রোমিওর কঠোর শাস্তির জন্য রাজপুত্রের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু যদি তিনি জানিতেন যে রোমিও তাঁহার কন্যা জুলিয়েটের স্বামী তাহা হইলে বোধ হয় এইরূপ বলিতে পারিতেন না। ওদিকে মণ্টেগু-গৃহিণী কহিলেন যে টিবাল্ট ত মার্কুসিওকে হত্যার অপরাধে প্রাণদণ্ডাজ্ঞা পাইত—তাহাকে হত্যা করিয়া রোমিও ত' দোষের কাজ করে নাই।

রাজপুত্র সব শুনিয়া রোমিওকে ভেরোণা হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন।

নূতন বধূ জুলিয়েটের নিকট যখন এই খবর পৌঁছিল তখন তাঁহার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। প্রথমে রোমিওর উপর

তাঁহার রাগ হইল—কেন সে তাঁহার আত্মীয়কে হত্যা করিয়াছে—তাহার পর.তাঁহার টিবাল্টের জন্য দুঃখ হইল, তিনি কাঁদিতে লাগিলেন—শেষকালে কিন্তু প্রেমই জয়ী হইল। জুলিয়েট্ ভাবিলেন টিবাল্ট্ যদি রোমিওকে মারিয়া ফেলিত! না না, রোমিও বাঁচিয়া আছে। ইহাতে তাঁহার আনন্দ হইল কিন্তু আবার রোমিওর নির্ব্বাসনের কথা মনে হওয়ায় তাঁহার চোখে জল আসিয়া গেল।

ঝগড়াঝাঁটির পর রোমিও সাধু লরেন্সের কুটীরে আশ্রয় লইয়াছিল। এইখানে বসিয়া সে রাজপুত্রের নির্দ্দেশ শুনিল। মৃত্যুর চেয়েও নির্ব্বাসন তাহার নিকট ক্লেশকর বোধ হইল। ভেরোণার বাহিরে যাওয়া—জুলিয়েট্ যে স্থানে আছে তাহা ত্যাগ করিয়া যাওয়া—তাহা যে তাহার পক্ষে অসম্ভব। জুলিয়েট্ যেখানে সেই ত' স্বর্গ! লরেন্স্ তাহাকে ধর্ম্মকথা শুনাইতে লাগিলেন কিন্তু রোমিওর প্রাণ তাহাতে শান্ত হইল না। তখন লরেন্স্ তাহাকে বুঝাইলেন যে রাজপুত্র তাহাকে প্রাণদণ্ড দেন নাই, দিয়াছেন নির্ব্বাসন; তাহা ছাড়া টিবাল্টের হাতেও ত' তাহার মৃত্যু হইতে পারিত কিন্তু তাহা হয় নাই; জুলিয়েট্ বাঁচিয়া আছে—সে এখন তাহার পরিণীতা স্ত্রী। এই সব শুনিয়া রোমিও কতকটা যেন আত্মস্থ হইল। লরেন্স্ সেই রাত্রে গোপনে জুলিয়েটের সহিত দেখা করিয়া তাহাকে বিদায় লইয়া আসিতে পরামর্শ দিলেন। তারপর তিনি তাহাকে কিছুকাল ম্যাণ্টুয়ায় গিয়া থাকিতে বলিলেন। ইতিমধ্যে লরেন্স্ সুযোগমত তাহাদের বিবাহের কথা প্রকাশ করিবেন—তাহাতে দুই পরিবারে আবার মিটমাট হইতে পারে, তাহা হইলে রাজপুত্রও তাহাকে ক্ষমা করিবেন

এবং সে তখন আবার ভেরোণায় ফিরিয়া আসিতে পারিবে। রোমিওর নিকট কথাগুলি বেশ লাগিল। পরদিন ভোর বেলা সে ম্যাণ্টুয়া অভিমুখে যাত্রা করিতে রাজী হইল। লরেন্স্‌ও তাহাকে মধ্যে মধ্যে পত্র দিয়া দেশের সংবাদ পাঠাইবেন এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিলেন।

সেই রাত্রে রোমিও বাগানের পথে তাহার প্রিয়তমা জুলিয়েটের ঘরে গোপনে প্রবেশ করিল। সে-রাত্রি উভয়েরই খুব সুখে কাটিল। কিন্তু যতই রাত কাটিতে লাগিল ততই বিদায়ের আশঙ্কায় তাহাদের মন বিষণ্ণ হইয়া পড়িতে লাগিল। অবশেষে যখন জুলিয়েট্‌ ভোরের আগমনী জ্ঞাপক চাতকপাখীর ডাক শুনিলেন, তখন তাঁহার মনকে তিনি বুঝাইতে লাগিলেন উহা বোধ হয় নাইটিঙ্গেলের ডাক—সারা রাতই নাইটিঙ্গেল্‌ ডাকে। কিন্তু তাহারা মনে প্রাণে না চাহিলেও রাত্রি প্রভাত হইল। রোমিও জুলিয়েটের নিকট বিদায় লইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া গেল যে সে ম্যাণ্টুয়া হইতে প্রতি ঘণ্টায় জুলিয়েট্‌কে পত্র লিখিবে। রোমিও যখন জুলিয়েটের ঘরের জানালা হইতে বাগানের মধ্যে নামিল তখন জুলিয়েটের মন অনিষ্টের আশঙ্কায় পরিপূর্ণ। তাঁহার মনে হইল রোমিও যেন মরিয়া গিয়াছে—সে যেন নীচে কবরের মধ্যে রহিয়াছে। রোমিওর মনও ঐরূপ নানা আশঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু কেহ তাহাকে ভেরোণায় দেখিতে পাইলে তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য জানিয়া সে সত্বর পলাইয়া গেল।

এইবার প্রণয়ীযুগলের দুঃখের দিন সুরু হইল। রোমিওর ম্যাণ্টুয়া যাওয়ার কয়েকদিন পরে বুড়ো ক্যাপুলেট্‌ কাউণ্ট্‌ প্যারিসের সহিত জুলিয়েটের বিবাহের স্থির করিলেন।

নম্যাণ্টেকের রাস্তা

জুলিয়েট তাঁহার পিতার কথায় বড় বিপদে পড়িলেন। তিনি নানা ওজর-আপত্তি দেখাইতে লাগিলেন—সবে কয়েকদিন টিবাল্ট। মারা গিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর শোকের এত অল্পদিন পরেই বিবাহের উৎসব যেন বেমানান্ দেখায়, এইরূপ কত ওজর-আপত্তি করিলেন কিন্তু আসলে তিনি যে ইতিমধ্যেই রোমিওর বিবাহিতা স্ত্রী হইয়া গিয়াছেন তাহা গোপন করিলেন।

বুড়ো ক্যাপুলেট্ কোন ওজর-আপত্তিতে কান দিলেন না। তিনি যে পাত্র ঠিক করিয়াছেন ভেরোণার সর্ব্বাপেক্ষা দাম্ভিক সুন্দরীও তাঁহাকে সানন্দে বিবাহ করিবে। এমন পাত্র কি হাতছাড়া করা যায় ? তিনি আগামী বৃহস্পতিবার বিবাহের দিন স্থির করিলেন।

জুলিয়েট্ নিরুপায় হইয়া সাধু লরেন্সের শরণ হইলেন। তিনি লরেন্সের নিকট কহিলেন যে প্যারিস্‌কে বিবাহ করা অপেক্ষা তাঁহার পক্ষে মৃত্যুই ভাল। লয়েন্স জুলিয়েটকে একটি শিশি দিয়া বলিলেন, "বাড়ী যাইয়া প্যারিসের সহিত বিবাহে সম্মতি দাও এবং আনন্দের ভাণ কর। পরের দিন রাত্রে (অর্থাৎ বিবাহের পূর্ব্বদিন রাত্রে) এই শিশির ঔষধ খাইয়া ফেলিবে। এই ঔষধের এইরূপ গুণ যে সেবনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তোমাকে ঠিক মৃতবৎ দেখাইবে। প্যারিস্ যখন সকালে তোমার নকট আসিবে তখন সে তোমাকে মৃত মনে করিবে। তারপর তোমাকে তোমাদের পারিবারিক কবরস্থানে কবর দিবার জন্য আনা হইবে। যদি তুমি ভয় না পাও এবং এই ঔষধ খাইতে রাজী থাক, সেবনের ৪২ ঘণ্টা পরে তোমার জীবন আবার ফিরিয়া আসিবে। তোমার মনে হইবে যে তুমি এতক্ষণ ঘুমাইয়া

পড়িয়াছিলে। তোমার জ্ঞান ফিরিবার পূর্ব্বেই আমি তোমার স্বামীকে সংবাদ পাঠাইব। সে রাত্রে আসিয়া তোমাকে ম্যাণ্টুয়ায় লইয়া যাইবে।”

রোমিওর প্রতি ভালবাসা এবং প্যারিস্‌কে বিবাহ্ করিতে ভয়, এই দুই বিরুদ্ধ প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া এই ভয়ঙ্কর বিপদ-সঙ্কুল কাজ করিতে জুলিয়েট্ রাজী হইলেন এবং সাধু লরেন্সের নিকট হইতে শিশিটা লইলেন।

মঠ হইতে ফিরিয়া জুলিয়েট্ প্যারিসকে দেখিলেন এবং কপট ভালবাসার ভাণ করিয়া তাঁহার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইতে রাজী লইলেন। বুড়ো ক্যাপুলেটের আনন্দ আর ধরে না। বাড়ীতে বিবাহের আয়োজন স্মুরু হইল।

বুধবার রাত্রে জুলিয়েট্ ঔষধ খাইলেন। প্রথমে তাঁহার মনে সন্দেহ হইল সাধুটা নিজের দোষ ঢাকিবার জন্য তাঁহাকে বিষ দেয় নাই ত। কিন্তু লরেন্সের মত সাধু লোকের দ্বারা এমন কাজ সম্ভব নয়। তারপর জুলিয়েটের নানাপ্রকার ভয় হইতে লাগিল, যদি রোমিও আসিবার পূর্ব্বেই তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হয়, প্রেতাত্মা-পরিবৃত সেই ভয়ঙ্কর কবরস্থানে তিনি যদি ভয়ে জ্ঞানহারা হইয়া পড়েন? কিন্তু অবশেষে রোমিওর প্রতি ভালবাসা এবং প্যারিসের প্রতি বিতৃষ্ণা ফিরিয়া আসিল। তিনি ঔষধ খাইয়া ফেলিলেন।

সকালে বাজনা প্রভৃতি লইয়া প্যারিস তাঁহার বধূকে জাগাইবার জন্য আসিয়া দেখিলেন জুলিয়েট্ মৃত অবস্থায় শয্যায় পড়িয়া রহিয়াছেন। সারা বাড়ীতে কান্নাগোল উঠিল; প্যারিস্ বধূর

মৃত্যুতে শোক করিতে লাগিলেন কিন্তু বুড়ো ক্যাপুলেট্ ও তাঁহার স্ত্রীর শোকের সান্ত্বনা কোথায় ? তাঁহাদের একমাত্র সন্তান জুলিয়েট্ আর ইহজগতে নাই। বিবাহের সব আয়োজন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার আয়োজনে পরিণত হইল। যে সব বাজনায় বিবাহের আনন্দের সুর বাজিতেছিল সেই সব বাজনায় শোকের সুর বাজিতে লাগিল।

খারাপ সংবাদ বাতাসের আগে দৌড়ায়। লরেন্স রোমিওকে সকল ব্যাপার জানাইয়া যে পত্র দিয়াছিলেন তাহা পাইবার পূর্ব্বেই রোমিও জুলিয়েটের মৃত্যু-সংবাদ পাইল। সে যদি লরেন্সের পত্রখানা পাইত তাহা হইলে বুঝিতে পারিত যে জুলিয়েট্ সত্যসত্যই মরেন নাই, তাহার জন্যই অপেক্ষা করিতেছেন। রোমিও পূর্ব্বরাত্রে স্বপ্ন দেখিয়াছিল যে সে যেন মরিয়া গিয়াছে আর তাহার প্রিয়তমা তাহাকে সেই অবস্থায় দেখিয়া তাহার মুখে চুম্বন করিয়া তাহার দেহে প্রাণ-সঞ্চার করিতেছেন। সকালে ভেরোণার দূত দেখিয়া সে ভাবিল যে বোধ হয় কোন শুভ সংবাদ আছে; কিন্তু এ কি! তাহার পরিবর্ত্তে তাহার প্রিয়তমার মৃত্যু সংবাদ—হায়রে স্বপ্ন! সে সেই রাত্রে ভেরোণা যাইবার সঙ্কল্প করিল।

"মরিয়া" লোকের মনে সহজে দুর্ব্বুদ্ধি প্রবেশ করে। রোমিওর তখন মনে হইল যে সে ম্যাণ্টুয়ায় এক দরিদ্র ঔষধ-বিক্রেতার নিকট শুনিয়াছিল যে তাহার নিকট মারাত্মক বিষ পাওয়া যায়। সে সেই ঔষধ-বিক্রেতার দোকানে উপস্থিত হইয়া বিষ চাহিল। প্রথমে সে দিতে ইতস্ততঃ করিতেছিল কিন্তু রোমিও যেই তাহার বিনিময়ে স্বর্ণ দিল তখন তাহার পক্ষে আর লোভ সম্বরণ করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইল।

সে বিষ দিয়া বলিল যে যদি বিশ জন মানুষের মতও তাহার শক্তি হয় তথাপি এই বিষ অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহাকে শেষ করিয়া ফেলিবে।

এই বিষ লইয়া সে ভেরোণা অভিমুখে যাত্রা করিল। তাহার ইচ্ছা একবার সে তাহার প্রিয়তমাকে দেখিবে তারপর বিষ খাইয়া তাহার পার্শ্বে কবরে শয়ন করিয়া চিরশান্তি লাভ করিবে।

মধ্যরাত্রে রোমিও ভেরোণা পৌঁছিল এবং যেখানে ক্যাপুলেট্‌দের কবর স্থাপিত সেই স্থান খুঁজিয়া বাহির করিল। সে একটা আলো, একটা কোদাল ও একটা লৌহদণ্ড সঙ্গে লইয়াছিল। কবরের উপরকার স্মৃতিস্তম্ভ ভাঙিয়া জুলিয়েটের মৃতদেহ বাহির করিয়াছে এমন সময় সে শুনিল কে তাহাকে বলিতেছে, "ক্ষান্ত হও, পাপী মণ্টেগু।"

ইহা প্যারিসের কণ্ঠস্বর। সে তাহার প্রিয়তমা'র কবরে ফুল দিতে এবং তাহার জন্য কাঁদিতে আসিয়াছিল। রোমিওর যে সেখানে কি স্বার্থ থাকিতে পারে তাহা তাহার জানা ছিল না। সে রোমিওকে নিবৃত্ত হইতে বলিল ও তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিল যে ভেরোণায় কেহ তাহাকে দেখিতে পাইলে তাহার প্রাণদণ্ড হইতে পারে।

রোমিও তাহাকে চুপ করিতে অনুরোধ করিল—মনে করাইয়া দিল যে তাহার কথা না শুনিলে তাহারও টিবাল্টের দশা হইবে।

কিন্তু কাউণ্ট প্যারিস্‌ তাহা উপেক্ষা করিয়া তাহাকে "শয়তান" বলিয়া গালাগালি দেওয়ায় উভয়ের মধ্যে যুদ্ধ বাধিল এবং প্যারিস্‌ রোমিওর হাতে নিহত হইল। রোমিও এতক্ষণ জানিত না যে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী কে। এইবার আলো লইয়া দেখিল যে প্যারিস্‌।

ইহার সহিত জুলিয়েটের বিবাহের স্থির হইয়াছিল। রোমিও তাহার হাত ধরিল, দুর্ভাগ্য যেন তাহাদের সাথী করিয়া দিল। তারপর সে জুলিয়েট্‌কে দেখিল—মৃত্যু যেন তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই, এমন সুন্দরভাবে তিনি শুইয়াছিলেন। রোমিও তাহার প্রিয়তমার দেহ চুম্বন করিল এবং সেই শিশি-র বিষ পান করিল। জুলিয়েট্ যে ঔষধ পান করিয়াছিলেন তাহার প্রভাব কাটিয়া যাইতেছিল। তাঁহার জাগিবার সময় হইল, তিনি এখনি উঠিয়া দেরী করিয়া আসার জন্য রোমিওকে ভৎর্সনা করিবেন।

সাধু লরেন্স রোমিওকে যে চিঠি পাঠাইয়াছিলেন রোমিও তাহা পায় নাই জানিয়া তিনি স্বয়ং লণ্ঠন এবং কোদাল লইয়া জুলিয়েট্‌কে উদ্ধার করিবার জন্য আসিতেছিলেন। কিন্তু ক্যাপুলেট্‌দের সমাধি-মন্দিরে আলো দেখিয়া তিনি অবাক হইয়া গেলেন। তারপর তরবারি, রক্ত এবং প্যারিস ও রোমিওর মৃতদেহ তাঁহার চোখে পড়িল।

এই সব কি উপায়ে ঘটিল সে সম্বন্ধে লরেন্স কোন আন্দাজে উপনীত হইবার আগেই জুলিয়েট্ জাগিয়া উঠিলেন—তাঁহার সব কথাই মনে হইল এবং তিনি লরেন্সকে রোমিওর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। লরেন্স্ একটা গোলমাল শুনিয়া জুলিয়েট্‌কে সত্বর কবর হইতে উঠিয়া আসিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু জুলিয়েট্ যখন দেখিলেন যে রোমিওর মুখের উপর একটা বাটি রহিয়াছে তখন তিনি বুঝিলেন যে বিষ খাইয়া তাহার মৃত্যু হইয়াছে। তখন তিনি নিজে সেই বিষ খাইবার জন্য রোমিওর মুখে পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতে লাগিলেন, যদি কিছু বিষ তখনও সেখানে থাকিয়া থাকে। কিন্তু গোলমাল ক্রমশঃ

নিকটবর্ত্তী হইতেছে শুনিয়া জুলিয়েট্‌ একটা ছুরিকা নিজ কোমর হইতে বাহির করিয়া নিজের বুকে বসাইয়া দিয়া তাঁহার প্রিয়তম রোমিওর পার্শ্বে ঢলিয়া পড়িলেন।

রোমিও ও প্যারিসের যুদ্ধ দেখিয়া প্যারিসের চাকর পাহারা-ওয়ালাকে ডাকিতে গিয়াছিল। তাহার আর্ত্ত চীৎকারে সহরবাসীরা জাগিয়া বাহিরে আসিল। মণ্টেগু ও ক্যাপুলেট্‌ পরিবারের কর্ত্তারা এবং রাজপুত্র স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হইলেন। লরেন্সকে দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে ভীতভাবে কবরস্থান হইতে বাহির হইতে দেখিয়া সন্দেহক্রমে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইল।

রাজপুত্র, লরেন্সের নিকট সমস্ত ঘটনা শুনিলেন। বুড়ো লরেন্স্‌ যে সমস্ত ভালর জন্য করিয়াছিলেন তাহা সকলেই মানিয়া লইলেন। রাজপুত্র মণ্টেগু ও ক্যাপুলেট্‌দের কর্ত্তাদের ভৎর্সনা করিতে লাগিলেন। তাহাদের নির্ব্বোধের ন্যায় কলহ করার জন্যই ত' ভগবান্‌ আজ এরূপ শাস্তি বিধান করিলেন। তখন দুই বৃদ্ধে পরস্পর হাত ধরিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তাঁহাদের সন্তানদের কবরে দিবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন তাঁহাদের বিবাদের পরিসমাপ্তি ঘটে। বুড়ো মণ্টেগু কহিলেন যে তিনি জুলিয়েটের একটি সোনার প্রতিমূর্ত্তি গড়াইয়া দিবেন এবং বুড়ো ক্যাপুলেটও রোমিওর ঐরূপ একটি মূর্ত্তি গড়াইয়া দিবেন বলিলেন। নিজেদের সন্তান বিসর্জ্জন দিয়া তাঁহারা অবশেষে তাঁহাদের প্রাচীন কালের হিংসা এবং ঘৃণার প্রায়শ্চিত্ত করিলেন।

ওথেলো

ব্র্যাব্যান্‌সিও নামক একজন ধনী, ভেনিসের সিনেটের সভ্য ছিলেন। তাঁহার একটী সুন্দরী ও নম্রস্বভাবের কন্যা ছিল। তাহার নাম ডেস্‌ডিমোনা। তাহার পিতার সম্পত্তির লোভে এবং তাহার অনেক গুণের জন্য তাহার পাণিপ্রার্থী অনেকগুলি জুটিতেছিল। কিন্তু নিজের দেশের এবং নিজের মত রূপবান্‌দের সে পছন্দ করিত না। এই মহিলা বাহিরের রূপের চেয়ে মানুষের মনটাকেই বেশী বড় করিয়া দেখিত বলিয়া একজন কৃষ্ণকায় মূর-জাতীয় লোককে ভালবাসিয়া ফেলিল। এই লোকটী তাহার পিতার খুব প্রিয় ছিলেন এবং প্রায়ই তাহাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইতেন।

ডেস্‌ডিমোনা যে একজন বিজাতীয় লোককে নিজ প্রণয়ীরূপে পছন্দ করিয়াছিল সে জন্য তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না। শুধু গায়ের কাল রংটুকু বাদ দিলে সদাশয় ওথেলোর এমন আর কিছু খুঁত ছিল না যাহাতে সবচেয়ে ধনী ব্যক্তির কন্যার পক্ষেও তাহাকে বিবাহ করায় কোন আপত্তি থাকিতে পারে। তিনি একজন সাহসী যোদ্ধা ছিলেন এবং তুর্কীদের সহিত ভীষণ সংঘর্ষে নিজ সাহসিকতার জন্য তিনি একজন সেনাপতির পদ পাইয়াছিলেন। ভেনিস্‌ রাজ-সরকার তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান এবং বিশ্বাস করিতেন।

তিনি অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ডেস্‌ডিমোনা তাঁহার মুখ

হইতে তাঁহার অভিযানের গল্প শুনিতে ভালবাসিত। খুব অল্প বয়সের স্মৃতি হইতে সুরু করিয়া তিনি কত যুদ্ধ, বিগ্রহ, অবরোধের গল্প, জলে এবং স্থলে বিপদের সম্মুখীন হওয়ার গল্প, কামানের মুখে অগ্রসর হইয়া এবং শত্রুসেনা মধ্যে প্রবেশ করিয়া কি করিয়া একটুর জন্য পরিত্রাণ পাইয়াছেন, কিরূপে শত্রু হস্তে বন্দী হইয়া দাসরূপে বিক্রীত হইয়াছেন, কিরূপে হীনভাবে থাকিয়া পলায়ন করিয়াছেন, সেই সব গল্প এবং বিদেশে অত্যদ্ভুত দ্রব্যাদি দেখার গল্প, প্রকাণ্ড উষর মাঠ, সুন্দর গুহা, আকাশ-চুম্বী পাহাড়-পর্ব্বত, অসভ্য জাতদের গল্প, নরখাদক ক্যানিবাল্‌দের গল্প, আফ্রিকার এক অদ্ভুত জাতের গল্প যাহাদের মাথা কাঁধের নীচে গজায়—এই সব ডেস্‌ডিমোনার চিত্তকে এরূপ আকৃষ্ট করিত যে সে যদি তখন গৃহকর্ম্মে হঠাৎ চলিয়া যাইতে বাধ্য হইত তাহা হইলে সে তাড়াতাড়ি তাহা শেষ করিয়া ওথেলোর গল্প শুনিবার জন্য ছুটিয়া আসিত। একবার ডেস্‌ডিমোনা ওথেলোকে তাঁহার সম্পূর্ণ জীবন কথা বলিবার জন্য অনুরোধ করে। ইহাতে ওথেলো রাজী হন। ওথেলো যখন তাঁহার জীবনের দুঃখ-কষ্টের গল্প করিলেন তখন ডেস্‌ডিমোনা চোখের জলে বুক ভাসাইল; যখন গল্প শেষ করিলেন তখন ডেস্‌ডিমোনা ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে লাগিল। ডেস্‌ডিমোনা কহিল যে যদি ওথেলোর একজন বন্ধু থাকিত এবং সেই বন্ধু ডেস্‌ডিমোনাকে ভালবাসিত তাহা হইলে ওথেলো তাহাকে নিজের গল্পগুলি বলার কৌশল শিখাইলেই সে অনায়াসে তাহার চিত্ত জয় করিতে পারিত। এই কথা এরূপ স্পষ্টভাবে বলা হইল যে ওথেলো সবই বুঝিতে পারিলেন এবং সেই সুযোগে

নিজ প্রেম নিবেদন করিলেন এবং ডেস্‌ডিমোনাও তাঁহাকে গোপনে বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত হইল।

ওথেলোর গায়ের রং ছিল অত্যন্ত কাল এবং তাহার আর্থিক অবস্থাও ভাল ছিল না। কাজেই ব্র্যাব্যান্‌সিওর নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিলে তিনি যে তাঁহাকে জামাতারূপে গ্রহণ করিবেন সে আশা অল্প ছিল। ব্র্যাব্যান্‌সিও কন্যাকে স্বাধীনতা দিয়াছিলেন যে সে যেন শীঘ্রই একজন সিনেটের সভ্য বা যাহার সভ্যপদ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে এইরূপ ব্যক্তিকে স্বামীরূপে গ্রহণ করে। কিন্তু তাঁহার সে আশা বিফল হইল। ডেস্‌ডিমোনা গোপনে মুরজাতীয় ওথেলোকে স্বামীরূপে পছন্দ করিল।

বিবাহ যদিও অতি সঙ্গোপনে সমাধা হইল কিন্তু সে কথা বেশী দিন গুপ্ত রহিল না। ব্র্যাব্যান্‌সিওর কানে সে কথা পৌছিল। তিনি সিনেটের এক সভায় ওথেলোকে এই মর্ম্মে অভিযুক্ত করিলেন যে সে তাঁহার কন্যা ডেস্‌ডিমোনাকে মন্ত্র এবং তন্ত্রে বশীভূত করিয়া বিবাহ করিয়াছে। ইহাতে সে আতিথ্যের মর্য্যাদা ও নিয়মলঙ্ঘনের অপরাধে অপরাধী।

ঠিক সেই সময়ে সংবাদ আসিল যে তুর্কীরা ভেনিসিয়ান্‌দের অধিকৃত সাইপ্রাস্‌ দ্বীপ অধিকার করিবার মানসে একটী নৌবহর লইয়া আসিতেছে। কাজেকাজেই ভেনিসের রাজসরকারের তখন ওথেলোকে বিশেষ প্রয়োজন। সে-ই কেবল তখন তুর্কীদের আক্রমণ ব্যর্থ করিবার উপযোগী সৈন্য চালনা করিবার উপযুক্ত ব্যক্তি। সুতরাং ওথেলো যখন সিনেটে উপস্থিত হইলেন তখন একদিকে তিনি

আসিলেন রাজসরকারের একটা মস্ত কাজে আর একদিকে আসিলেন অপরাধীরূপে। ভেনিসে তখন ঐ প্রকারে কন্যাকে ভুলাইয়া পিতার বিনানুমতিতে বিবাহ করা ভীষণ অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হইত।

সিনেটের সভ্য বৃদ্ধ ব্র্যাব্যান্‌সিও এরূপ অধীরভাবে অভিযোগ-গুলির কথা বলিলেন যে মনে হইল তিনি যাহা বলিতেছেন তাহা প্রমাণসাপেক্ষ এবং সত্য না-ও হইতে পারে। তাঁহার স্বপক্ষে কিছু বলিতে বলায় ওথেলো তাঁহার ভালবাসার কথা সাদাসিধা কথায় আগাগোড়া বর্ণনা করিলে, প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করিলেন যে ঐরূপ ভাবে গল্প করিলে তিনি তাঁহার নিজের কন্যাটীকে পর্য্যন্ত জয় করিতে পারিতেন। ওথেলো মন্ত্র-তন্ত্র কিছুই খাটান নাই, সুন্দর গল্প মধুর ভাবে বলার মধ্যে যেটুকু যাদুবিদ্যা আছে তিনি সেইটুকু খাটাইয়াছেন মাত্র।

ওথেলোর উক্তির সত্যতা তখনি প্রমাণিত হইয়া গেল। ডেস্‌ডি-মোনা আদালতে উপস্থিত হইয়া পিতার নিকট নিজ জীবন ও শিক্ষার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া কহিল, "আমার স্বামীর প্রতিও আমার কর্ত্তব্য আছে—আমার মাতাও নিজ পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার স্বামীর অনুগত হইয়াছিলেন।"

এই উক্তির উপর ব্র্যাব্যান্‌সিওর আর কিছু বলিবার রহিল না। তিনি ওথেলোর হস্তে ডেস্‌ডিমোনাকে প্রদান করিয়া বলিলেন যে ভাগ্যে তাঁহার আর কন্যা নাই, নতুবা তিনি স্বেচ্ছাচারী ও নিষ্ঠুর হইয়া উঠিতেন।

এদিককার গোলমাল মিটিলে ওথেলো সাইপ্রাসের যুদ্ধের তত্ত্বাবধানের জন্য যাত্রা করিলেন।

সাইপ্রাসে উপস্থিত হইয়া ওথেলো এবং ডেস্‌ডিমোনা শুনিলেন যে ভীষণ ঝড়ে তুর্কীদের যুদ্ধজাহাজ ছত্রভঙ্গ হইয়া গিয়াছে। শীঘ্র আর কোন আক্রমণের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ওথেলোকে যে যুদ্ধের ফল ভোগ করিতে হইবে তাহা তখন মাত্র সুরু হইতেছিল। হিংসা তাঁহার প্রিয়তমা স্ত্রীর বিরুদ্ধে যে সকল শত্রুকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল তাহারা বিদেশী বা বিধর্ম্মীদের চেয়ে অনেক বেশী ভয়ঙ্কর।

সেনাপতি ওথেলোর বন্ধুদের মধ্যে ওথেলোর সবচেয়ে বিশ্বস্ত বন্ধু ছিল ক্যাসিও। মাইকেল্ ক্যাসিও একজন অল্পবয়স্ক সৈনিক, অত্যন্ত আমোদপ্রিয়, নম্র এবং স্ত্রীলোকদের প্রিয় ছিল। সে দেখিতে সুন্দর ও কথাবার্ত্তায় অনাড়ষ্ট—ওথেলোর মত যাহারা অধিক বয়সে সুন্দরী অল্পবয়স্ক কন্যাকে বিবাহ করিয়াছে তাহারা এইরূপ লোককেই সন্দেহ করিয়া থাকেন। কিন্তু ওথেলো যেমন ঈর্ষাশূন্য ছিলেন, নিজে যেমন হীন কাজ করিতে পারিতেন না সেইরূপ অন্যকেও সে বিষয়ে সন্দেহ করিতেন না। ডেস্‌ডিমোনার সহিত তাঁহার প্রণয়-ব্যাপারে ক্যাসিও দূতের কাজ করিয়াছিল। ওথেলো সৈনিক পুরুষ—তাঁহার মধ্যে কোমলতা অতি অল্পই আছে; এই ভাবিয়া তিনি মধুরভাষী সদালাপী বন্ধু ক্যাসিওকে তাঁহার হইয়া ডেস্‌ডিমোনার নিকট প্রেম নিবেদন করিতে পাঠাইতেন। কাজেই ওথেলোর পরই ক্যাসিওর উপর ডেস্‌ডিমোনার বিশ্বাস এবং ভালবাসা ছিল।

ওথেলোর সহিত ডেস্‌ডিমোনার বিবাহ হইয়া যাইবার পরও ডেস্‌ডিমোনা ক্যাসিওকে পূর্ব্বেকার ন্যায় স্নেহ করিতেন। ক্যাসিও তাঁহাদের বাড়ীতে যাইতেন এবং খোলাখুলি ভাবে অনর্গল কথাবার্ত্তা কহিতেন। ওথেলো নিজে একটু গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন বলিয়া তাঁহার এ সব ভাল লাগিত।

ওথেলো সম্প্রতি ক্যাসিওকে লেফ্‌টেন্যান্টের পদ দিয়াছিলেন। ইহাতে একজন প্রাচীন কর্ম্মচারী ইয়াগো কিন্তু বড় ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। ইয়াগো ভাবিত যে ক্যাসিওর চেয়ে সে ঐ পদের অধিক উপযুক্ত। ক্যাসিওকে সে মেয়েঘেঁষা বলিয়া ঠাট্টা করিত এবং মনে মনে অত্যন্ত ঘৃণা করিত। ওথেলো ক্যাসিওর পক্ষপাতী ছিল বলিয়া সে ওথেলোকেও ঘৃণা করিত। সে ভাবিত ওথেলো ইয়াগোর স্ত্রী এমিলিয়ার উপর অনুরক্ত।

নীচমনা ইয়াগো এই সব কাল্পনিক ব্যাপারে মাথা ঘামাইয়া ইহার প্রতিশোধের জন্য এক ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র করিল। এই ষড়যন্ত্রে একযোগে ক্যাসিও, ওথেলো এবং ডেস্‌ডিমোনার সর্ব্বনাশ করিতে সে উদ্যত হইল।

ইয়াগো ছিল ভীষণ ফন্দিবাজ এবং মনুষ্য প্রকৃতি তাহার ভাল ভাবে জানা ছিল। সে জানিত যে মানুষের মনকে কষ্ট দিতে "সন্দেহ" সবচেয়ে অধিক শক্তিশালী। সে যদি কোন ক্রমে ওথেলোর মনে ক্যাসিওর প্রতি সন্দেহ জাগাইয়া তুলিতে পারে তাহা হইলে তাহার প্রতিহিংসা চরিতার্থ হয়—হয় ওথেলো, না হয় ক্যাসিও কিম্বা দু'জনেরই ইহাতে মৃত্যু হইতে পারে।

সেনাপতি ও তাঁহার স্ত্রীর সাইপ্রাসে আগমন এবং সঙ্গে সঙ্গে শত্রুদের ছত্রভঙ্গ হইয়া যাওয়া এই দুই সু-খবর এক সঙ্গে ঘটায় দ্বীপে সেদিন ছুটীর হাওয়া বহিতে লাগিল। সকলেই খাওয়া-দাওয়া এবং আমোদ-প্রমোদে মাতিয়া উঠিল।

ওথেলোর নিকট হইতে ক্যাসিও রাত্রে এই মর্ম্মে আদেশ পাইল যে সে দেখিবে যেন সৈন্যরা মদ খাইয়া দাঙ্গা-হাঙ্গামা করিয়া দ্বীপ-বাসীদের শান্তিভঙ্গ না করে—ইহাতে তাহারা নবাগত সেনাদলের উপর বিরক্ত হইতে পারে। সেই রাত্রেই ইয়াগো আপনার সুচিন্তিত অনিষ্টকারী ষড়যন্ত্র সুরু করিল। রাজভক্তি ও সেনাপতির প্রতি ভালবাসা এই দুইয়ের ভাণ করিয়া সে ক্যাসিওকে মদ খাওয়াইয়া দিল। যে কর্ম্মচারীর উপর রাত্রের শান্তি-রক্ষার ভার আছে তাহার পক্ষে এরূপভাবে মদ খাওয়া ভীষণ অপরাধ। ক্যাসিও প্রথমে আপত্তি করিয়াছিল কিন্তু ইয়াগো তাহাকে এরূপ ভাবে উস্কাইতে লাগিল যে বেচারা অবশেষে মদ খাইয়া একদম মাতাল হইয়া কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞান-শূন্য হইয়া পড়িল এবং ইয়াগোর নির্দ্দেশে একজন অল্পবয়স্ক সৈনিক তাহাকে বিরক্ত করিলে সে তরবারি বাহির করিল। দুইজনে যুদ্ধ বাধিল। মণ্টানো নামক আর একজন পদস্থ কর্ম্মচারী বাধা দিতে যাইয়া আহত হইল। দাঙ্গাহাঙ্গামা বেশ বাধিয়া উঠিল। শয়তান ইয়াগো এই সব বাধাইয়াছিল কিন্তু সেই শেষকালে দুর্গের ঘণ্টা বাজাইয়া দিল। এই ঘণ্টা সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহ হইলে বাজানো হয়। সামান্য দাঙ্গায় তাহা বাজানো উচিত নয়। শব্দ শুনিয়া ওথেলোর নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি

তাড়াতাড়ি পোষাক পরিয়া ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া ক্যাসিওকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মদের নেশা কতক ছুটিয়া যাওয়ায় ক্যাসিও প্রকৃতিস্থ হইয়াছিল—সে লজ্জিত হইয়া পড়িল। শয়তান ইয়াগো যেন ক্যাসিওর দোষ দেখাইতে কত কুণ্ঠিত এইরূপ ভাণ করিয়া যেন ওথলোর পীড়াপীড়িতে বাধ্য হইয়াই সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিল। নিজের দোষটুকু সে সযত্নে গোপন করিয়া রাখিল। ক্যাসিওর তখন আর পূর্ব্বেকার কথা কিছু মনে ছিল না।

ওথেলো অতিশয় নিয়মনিষ্ঠ ছিলেন—তিনি ক্যাসিওর এই অপরাধে তাহাকে লেফ্‌টেন্যাণ্ট পদচ্যুত করিলেন।

ইয়াগোর প্রথম চাল সম্পূর্ণ সফল হইল। এইবার সে তাহার ঘৃণ্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে পদচ্যুত করিবার জন্য নূতন শয়তানির ফন্দি আঁটিতে লাগিল।

পদচ্যুত হইবার পর ক্যাসিও তাহার কপট বন্ধু ইয়াগোর নিকট দুঃখ করিতে লাগিল—হায় হায়, তাহার সর্ব্বনাশ হইয়া গেল—সে কি করিয়া সেনাপতির নিকট হইতে তাহার পূর্ব্বেকার পদ পুনরায় ফিরিয়া চাহিবে—তিনি যে তাহাকে মাতাল বলিবেন!

ইয়াগো ক্যাসিওকে বলিল যে সেনাপতির স্ত্রীই এখন আসল সেনাপতি। সে যদি এখন ডেস্‌ডিমোনাকে তাহার হইয়া সেনাপতির নিকট সুপারিশ করিতে বলিতে পারে, তবে ভাল হয়। ডেস্‌ডিমোনা সরল, যদি এই অনুরোধ তিনি রক্ষা করেন ত' ক্যাসিও আবার ওথেলোর প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিতে পারিবে। ইয়াগোর এই উপদেশ

আপাত-দৃষ্টিতে ভালই; কিন্তু শয়তান তলে তলে অন্য ফন্দি আঁটিতেছিল্।

ক্যাসিও ইয়াগোর উপদেশ মত ডেস্‌ডিমোনাকে অনুরোধ করিল। ডেস্‌ডিমোনা প্রতিজ্ঞা করিলেন যে তিনি তাহার হইয়া তাঁহার স্বামীর নিকট সুপারিশ করিবেন।

ডেস্‌ডিমোনা সত্বর স্বামীর নিকট এরূপ আগ্রহের সহিত কথাটি পড়িলেন যে ওথেলো তাহা ঠেলিতে পারিলেন না, যদিও তিনি ক্যাসিওর উপর ভীষণ বিরক্ত হইয়াছিলেন। তিনি কিছুকাল অপেক্ষা করিতে বলিলেন। এরূপ অপরাধীকে সত্বর ক্ষমা করা যায় না। কিন্তু ডেস্‌ডিমোনা না-ছোড়-বান্দা; তিনি কহিলেন হয় কাল রাত্রে না হয় পরশু সকালে কিম্বা জোর তার পরদিন সকালে অনুমতি দিতেই হইবে। তারপর ডেস্‌ডিমোনা ওথেলোকে বলিলেন, ক্যাসিও তাহার কৃতকর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত, আহা, বেচারাকে অতটা শাস্তি দেওয়া ঠিক হয় নাই!

ওথেলো তখনও ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া ডেস্‌ডিমোনা কহিলেন, "স্বামিন্, ক্যাসিওর জন্য আমাকে এত বলিতে হইবে? এই ক্যাসিও আমার নিকট আপনার হইয়া প্রণয় প্রস্তাব করিতে আসিত আর আমি যদি আপনাকে নিন্দা করিতাম ত' সে আপনার পক্ষ লইত—এ সব কথা কি আপনার মনে নাই? আপনি আমার এই অনুরোধটুকু রক্ষা করিতে পারিতেছেন না, যখন আপনার ভালবাসা পরীক্ষা করিবার সময় আসিবে তখন ইহা অপেক্ষা গুরুতর জিনিষ আমি আপনার নিকট চাহিব।"

ওথেলো ডেস্‌ডিমোনাকে নিরাশ করিতে পারিলেন না। তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন যে কিছুকাল গত হইলে তিনি আবার ক্যাসিওকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

একদিন ডেস্‌ডিমোনাকে নিজের হইয়া বলিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিয়া ক্যাসিও এক দরজা দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছেন ঠিক সেই সময় অন্য দরজা দিয়া ইয়াগো ও ওথেলো সেই ঘরে ঢুকিলেন। শয়তান ইয়াগোর অনেক ফন্দিই জানা ছিল। সে অস্ফুটস্বরে বলিয়া উঠিল—"এ সব আমি পছন্দ করি না।" ওথেলো সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না, কিন্তু পরে এই কথা তাঁহার মনে উদয় হইল।

ডেস্‌ডিমোনা চলিয়া গেলে ইয়াগো যেন নিজের মনকে প্রবোধ দিবার জন্যই ওথেলোকে জিজ্ঞাসা করিল যে তিনি যখন ডেস্‌ডিমোনার সহিত প্রণয়প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতেন তখন সে কথা ক্যাসিও জানিত কি না। ওথেলো তখন ক্যাসিওর দৌত্যের কথা বলিলে, ইয়াগো যেন নূতন কিছু আবিষ্কার করিয়াছে, এইরূপ ভাণ করিয়া বলিয়া উঠিল—"ও, তাই বলি!" এইবার ইয়াগোর সেই কথা ওথেলোর মনে হইল—"এ সব আমি পছন্দ করি না।" ওথেলোর মনে হইল, হয়ত এই সকলের কোন গভীর অর্থ আছে। তিনি ইয়াগোকে ভাল লোক বলিয়া জানিতেন। তাহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিতে অনুরোধ করিলেন। তখন ইয়াগো কহিল যে তাহার দেখার দোষে যদি ওথেলোর মনে কোন অশান্তির সৃষ্টি হয় ত' বড় দুঃখের কথা—লোকের সুনাম সামান্য সন্দেহের বশবর্ত্তী

হইয়া নষ্ট করা ঠিক নয়। কিন্তু ক্রমশঃ ওথেলোর কৌতূহল উদ্রিক্ত হইল, তিনি সমস্ত কথা জানিবার জন্য উন্মাদের মত হইয়া উঠিলেন। শয়তান ইয়াগো যেন ওথেলোর মানসিক শান্তির জন্য কতই ব্যস্ত এইরূপ ভাণ করিয়া তাঁহাকে "সন্দেহ" হইতে সাবধান থাকিতে বলিলেন। এইরূপে শয়তানটা ওথেলোর মনে স্ত্রীর চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ জাগাইয়া তুলিল।

ওথেলো কহিলেন, "আমি জানি আমার স্ত্রী সুন্দরী, লোকজনের সঙ্গ তিনি ভালবাসেন এবং ভোজ প্রভৃতি তাঁহার প্রিয়, কথায়-বার্ত্তায় তিনি অবাধ, গান করিতে পারেন, নাচিতে পারেন, কিন্তু যেখানে সতীত্ব আছে সেখানে সবই মানায়। তবে প্রমাণ না পাইয়া আমি তাঁহার সম্বন্ধে কিছুই বিশ্বাস করিব না।"

তখন ইয়াগো কহিল যে সে অবশ্য কোন প্রমাণ দেখাইতে পারে না। তবে তাহার দেশের স্ত্রীলোকদের সে ওথেলোর চেয়ে ভাল-ভাবে চেনে। তিনি এবার হইতে ক্যাসিও ও ডেস্‌ডিমোনার হাবভাব লক্ষ্য করিলে নিজেই সব বুঝিতে পারিবেন। তা' ছাড়া একথা ভুলিলে চলিবে না যে, যে পিতাকে বঞ্চনা করিয়া বিবাহ করিয়াছে সে স্বামীকেও বঞ্চনা করিতে পারে।

একথা ওথেলোর মনে লাগিল।

ইয়াগো ওথেলোকে বুঝাইল যে ডেস্‌ডিমোনা যে তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছে তাহা শুধু খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া। তাহার মতলব বদলাইতে কতক্ষণ? ইয়াগো ওথোলোকে ক্যাসিও সম্বন্ধে কোন একটা মীমাংসায় উপস্থিত হইতে দেরী করিতে

বলিলেন এবং ইত্যবসরে ডেস্‌ডিমোনার ব্যাকুলতা ভালভাবে লক্ষ্য করিতে অনুরোধ করিলেন। ইয়াগোর শয়তানি ষড়যন্ত্রটা কি চমৎকার! প্রথমে সে ক্যাসিওকে ডেস্‌ডিমোনার নিকট অনুরোধ করিতে বলিল এবং তারপর ডেস্‌ডিমোনার সরলতা এবং মধুর ব্যবহারটাকেই তাহার সর্ব্বনাশের কারণ রূপে ওথেলোর নিকট প্রতিপন্ন করিয়া তাহাকে জালে জড়াইল।

ইয়াগো ও ওথেলোর পরামর্শের শেষে ইয়াগো ওথেলোকে কহিল যে, যে পর্য্যন্ত তিনি তাঁহার স্ত্রীর বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ না পান সে পর্য্যন্ত যেন তিনি ধীরভাবে অপেক্ষা করেন। ওথেলো শান্তভাবে থাকিতে অঙ্গীকার করিলেন কিন্তু সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাঁহার মানসিক শান্তি চিরতরে নির্ব্বাসিত হইল। তিনি কাজে উৎসাহ হারাইলেন। সৈন্য-সামন্ত, পতাকা, ব্যূহ, যুদ্ধের ঢক্কানিনাদ, শিঙ্গা-ধ্বনি, কিম্বা অশ্বের হ্রেষারব শুনিয়া আর তাঁহার হৃদয় পূর্ব্বের ন্যায় নাচিয়া উঠে না। উচ্চাকাঙ্ক্ষা নাই, গর্ব্ব নাই, সৈনিকের কোন গুণই আর তাঁহার নাই। তাঁহার মন কেবল একবার এদিক একবার ওদিক করিতে লাগিল। একবার ভাবেন স্ত্রী সচ্চরিত্রা, আবার ভাবেন তিনি অসতী, কখন বা ভাবেন এ সকল কথা না জানিলেই ভাল ছিল। এইরূপ নানা দুশ্চিন্তায় তাঁহার হৃদয় ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইতে লাগিল।

এই অবস্থায় একদিন ওথেলো ইয়াগোর গলা টিপিয়া ধরিয়া তাহাকে শাসাইলেন, "হয় ডেস্‌ডিমোনার দোষ দেখাইয়া দে, নতুবা আয়, মিথ্যা কথা বলার জন্য তোকে শেষ করিয়া দিই।" ইয়াগো

ইহাতে ক্রোধের ভাণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, আপনি কি ডেস্‌ডিমোনার নিকট নক্সা আঁকা একখানা রুমাল দেখেন নাই ?"

ওথেলো বলিলেন যে হ্যাঁ ঐরূপ একটী রুমাল তিনি ডেস্‌ডিমোনাকে দিয়াছেন। উহাই তাঁহার প্রথম উপহার।

ইয়াগো কহিল যে সেই রুমালটা দিয়া মাইকেল্ ক্যাসিওকে সে মুখ মুছিতে দেখিয়াছে।

ওথেলো কহিলেন, "যদি তাহাই হয়, ক্যাসিও তিন দিনের মধ্যে ভবলীলা শেষ করিবে আর ঐ সুন্দরী শয়তানীটাকে শেষ করিবার জন্য আমি সত্বর কোন একটা উপায় বাহির করিব।"

তুচ্ছ ব্যাপার সন্দিগ্ধ লোকের মনে ধ্রুবসত্য বেদবাক্যের মত বোধ হয়। স্ত্রীর রুমাল ক্যাসিওর নিকট দেখিয়া ওথেলো উভয়ের নিধনের জন্য প্রস্তুত হইল, কিন্তু একবারও সন্ধান করিল না যে ক্যাসিও কি উপায়ে রুমাল পাইয়াছে। ডেস্‌ডিমোনা কখনও এরূপ উপহার ক্যাসিওকে দেয় নাই—সতীসাধ্বী ডেস্‌ডিমোনা স্বামীর প্রথম উপহার অন্য ব্যক্তিকে কখনই দিতে পারে না। এ বিষয়ে ক্যাসিও ও ডেস্‌ডিমোনা উভয়েই নির্দ্দোষ। শয়তান ইয়াগোর প্ররোচনায় তাহার স্ত্রী ঐ রুমালের নক্সা তুলিবে বলিয়া ডেস্‌ডিমোনার নিকট হইতে উহা চুরি করিয়া আনে। তারপর ইয়াগো উহা ক্যাসিওর চলার পথে ফেলিয়া রাখে ও ক্যাসিওকে বুঝায় যে উহা ডেস্‌ডিমোনার দান।

ওথেলো ডেস্‌ডিমোনার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মিথ্যা করিয়া

কহিলেন যে তাঁহার ভীষণ মাথা ধরিয়াছে এবং তাঁহার (ডেসডিমোনার) রুমাল দ্বারা তাঁহার কপাল বাঁধিয়া দিতে বলিলেন। ' ডেস্‌ডিমোনা অন্য রুমাল দ্বারা বাঁধিতে উদ্যত হইলে, ওথেলো কহিলেন, "এটা নয়—যে রুমালটা আমি তোমাকে দিয়াছিলাম সেই রুমালটা আন।"

কিন্তু ডেস্‌ডিমোনার সে রুমাল চুরি হইয়াছিল। তাহা আমরা জানি। ওথেলো কহিলেন, "এ ত বড় অন্যায়। ঐ রুমাল একজন মিশরদেশীয় রমণী আমার মাকে দিয়াছিল। সে ডাইনী ছিল এবং লোকের মনের কথা বলিতে পারিত। সে আমার মাকে বলে যে যদি তিনি রুমালটা নিজের নিকট রাখেন ত তাঁহার স্বামী তাঁহাকে ভালবাসিবেন—কিন্তু যদি তিনি তাহা হারাইয়া ফেলেন বা অন্য কাহাকেও দান করেন ত তাঁহার স্বামীর মন ফিরিবে, তিনি তাঁহাকে ঘৃণা করিবেন। মা মৃত্যুর সময়ে রুমালটা আমাকে দিয়া বলেন যে, বিবাহ হইলে আমি যেন তাহা আমার স্ত্রীকে দিই। আমি তাহাই করিয়াছি। রুমালটা নিজের চোখের মণির মত প্রিয় জ্ঞান করিও।"

রুমালের আশ্চর্য্য গুণের কথা শুনিয়া ডেস্‌ডিমোনা ভয়ে কাতর হইয়া পড়িলেন। তিনি বুঝিলেন রুমালটা হারাইয়া গিয়াছে, তাই তাঁহার স্বামীর ভালবাসাও ঘৃণায় পরিবর্ত্তিত হইয়াছে!

ওথেলো উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। দেখিয়া মনে হইল তিনি বুঝি হঠাৎ কি করিয়া বসেন। তখনও তিনি পুনঃ পুনঃ রুমালটা চাহিতে লাগিলেন। ডেস্‌ডিমোনা তাঁহার স্বামীকে অন্য কথায় ভুলাইবার জন্য কহিলেন, "ও বুঝিয়াছি, রুমালের কথা বলিয়া আমাকে ভুলাইয়া

আপনি মাইকেল ক্যাসিওর পুনর্নিয়োগ সম্বন্ধে আজও কিছু করবেন না।”

ওথেলো পাগলের ন্যায় ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। এইবার অনিচ্ছাসত্ত্বেও ডেস্‌ডিমোনার মনে হইল যে ওথেলো ক্যাসিওকে সন্দেহ করেন। তাঁহার চরিত্রে ওথেলোর বিশ্বাস নাই।

কিন্তু পরক্ষণেই স্বামীর সম্বন্ধে হীন ধারণার জন্য তিনি নিজেকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন হয়ত ভেনিসের কোন সংবাদে কিম্বা কোন রাজকীয় ব্যাপারের ঝঞ্ঝাটে তাঁহার মেজাজ ভাল নাই।

আবার ওথেলো ও ডেস্‌ডিমোনার সাক্ষাৎ হইল। এবার ওথেলো ডেস্‌ডিমোনাকে অন্য পুরুষকে ভালবাসার জন্য তিরস্কার করিলেন কিন্তু সেই লোকটীর নাম উল্লেখ করিলেন না। ওথেলো কাঁদিতে লাগিলেন। ডেসডিমোনা জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনি কাঁদিতেছেন কেন?” ওথেলো কহিলেন যে তিনি সব রকম কষ্ট সহ্য করিতে পারেন কিন্তু ডেস্‌ডিমোনার অসতীত্ব তাঁহার বুক ভাঙ্গিয়া দিয়াছে।

ওথেলো চলিয়া গেলে পর ডেস্‌ডিমোনা স্বামীর অমূলক সন্দেহের কথা ভাবিয়া স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহার শরীর ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল। তিনি পরিচারিকাকে শয্যা প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন। শয্যা প্রস্তুত হইলে তিনি তাহার উপর ফুলশয্যার চাদর পাতিয়া শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। শিশুকে ভর্ৎসনা করিলে সে যেমন ঘুমাইয়া পড়ে ডেস্‌ডিমোনা ঠিক সেইরূপ অভিমানী শিশুর ন্যায় ঘুমাইয়া পড়িলেন।

ওথেলো ডেস্‌ডিমোনাকে হত্যা করিবার সঙ্কল্প লইয়া যখন গৃহে ফিরিলেন তখন দেখিলেন ডেস্‌ডিমোনা নিদ্রিতা। তিনি ভাবিলেন যে রক্তপাত করিবেন না বা সেই মর্ম্মর-শুভ্র চর্ম্ম ক্ষত-বিক্ষত করিবেন না। কিন্তু তাঁহাকে মরিতেই হইবে নতুবা তিনি অন্য লোককে এইরূপে প্রতারিত করিবেন। তারপর ওথেলো তাঁহাকে শেষবারের মত চুম্বন করিলেন কিন্তু সেই চুম্বন তাঁহার এত মধুর লাগিল যে তিনি আবার তাঁহাকে চুম্বন করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

ওথেলোর চুম্বনে ডেস্‌ডিমোনার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি দেখিলেন যে ওথেলোর চোখ ঘুরিতেছে, তিনি অধর দংশন করিয়া আছেন—এ মূর্ত্তি যে ভয়ঙ্কর তাহা তিনি জানিতেন।

ওথেলো তাঁহাকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইয়া ভগবানের নিকট নিজ আত্মার সদ্‌গতির জন্য প্রার্থনা করিতে বলিলেন। নির্দ্দোষ নিষ্কলঙ্ক ডেস্‌ডিমোনা ওথেলোর কৃপার মুখাপেক্ষী হইয়া নিজের দোষ জানিবার জন্য এবং দয়া করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

ওথেলো তখন ক্যাসিওর নাম করিলেন এবং তাহাকে সেই রুমাল দান করার কথা উল্লেখ করিলেন। কিন্তু যেই ডেস্‌ডিমোনা সব কথা খুলিয়া বলিতে উদ্যত হইলেন তখন ওথেলো অধীর হইয়া কহিলেন যে তিনি আর কিছুই শুনিতে চাহেন না। এই বলিয়া বিছানার চাদর দ্বারা তাঁহাকে ঢাকা দিয়া দম বন্ধ করিয়া মারিয়া ফেলিলেন।

এই সময়ে রক্তাক্ত কলেবরে ক্যাসিও সেইখানে উপস্থিত হইল।

ইয়াগো লোক লাগাইয়া তাহাকে শেষ করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। কিন্তু ইয়াগোর নিযুক্ত লোক তাহাকে আহত করিল মাত্র একদম শেষ করিতে পারিল না। ধরা পড়িবার ভয়ে ইয়াগো গুপ্তঘাতকটীকে হত্যা করিল। কিন্তু তাহার পকেটে কতকগুলি কাগজ পাওয়া গেল যাহা দ্বারা ইয়াগোর দোষ এবং ক্যাসিওর নির্দ্দোষিতা নিঃসন্দেহ ভাবে প্রমাণিত হইল। ক্যাসিও এইবার ওথেলোর ক্ষমা ভিক্ষা করিতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে কোন্ অপরাধে ওথেলো তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য ইয়াগোকে নিযুক্ত করিয়াছেন।

এই আবিষ্কার ওথেলোর নিকট বজ্রাঘাতের ন্যায় বোধ হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে তিনি হত্যার অপরাধে অপরাধী, আর তাঁহার স্ত্রী নিরীহ ডেস্‌ডিমোনা তাঁহার চির-বিশ্বস্তা। ক্ষোভে ও অনুশোচনায় তাঁহার জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিল। তিনি আপনার তরবারির সুতীক্ষ্ণ ফলার উপর পড়িয়া আত্মহত্যা করিয়া প্রিয়তমা ডেস্‌ডিমোনার বুকের উপর ঢলিয়া পড়িলেন।

তারপর ভেনিসের সিনেটে ওথেলোর মর্ম্মান্তিক মৃত্যু-সংবাদ পাঠান হইল এবং ইয়াগোকে আইনতঃ সকল দুষ্কর্ম্মের জন্য দোষী করিয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল।

ভেনিসের বণিক্

(The Merchant of Venice)

ইহুদী শাইলক্ ভেনিসে বাস করিত। সে খৃষ্টান বণিক্‌দের সুদে টাকা ধার দিয়া অনেক টাকা জমাইয়াছিল। সুদখোর লোকের মন একটু কঠোর হয়। শাইলক্ এমন অত্যাচার করিয়া ধার দেওয়া টাকা আদায় করিত যে ভাল লোক মাত্রই এবং বিশেষতঃ অ্যান্টনিও নামক একজন যুবক বণিক্ তাহাকে দেখিতে পারিত না। অ্যান্টনিও বিপদগ্রস্ত লোককে বিনা-সুদে টাকা ধার দিত বলিয়া শাইলক্‌ও অ্যান্টনিওকে ঘৃণা করিত। কাজেকাজেই এই লোভী ইহুদী এবং বদান্য অ্যান্টনিওর মধ্যে খুব শত্রুতা ছিল।

যখনই ব্যাঙ্কে শাইলকের সহিত অ্যান্টনিওর দেখা হইত তখনই অ্যান্টনিও ইহুদীটাকে সুদ খাওয়ার জন্য ও খারাপ ব্যবহার করার জন্য তিরস্কার করিত। ইহুদীটা মুখে কিছু বলিত না বটে কিন্তু মনে মনে ইহার প্রতিশোধের ফন্দি আঁটিত।

অ্যান্টনিওর অবস্থা যেমন ভাল ছিল তাহার মনও ছিল তেমনি দয়ালু। ভদ্র ব্যবহারে তাহার জুড়ি ছিল না। সকলেই অ্যান্টনিওকে ভালবাসিত। অ্যান্টনিওর সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল ব্যাসানিও। ব্যাসানিও খুব বড় বংশের ছেলে কিন্তু পিতার নিকট হইতে সে

বিশেষ কিছু পায় নাই। আর বড় বংশের ছেলের যাহা দস্তুর, বড়মানুষী করিয়া সে প্রায় সবই উড়াইয়া দিয়াছিল। ব্যাসানিওর যখনই টাকার দরকার হইত তখনই অ্যাণ্টনিও তাহাকে সাহায্য করিত।

একদিন ব্যাসানিও তাহার বন্ধু অ্যাণ্টনিওকে কহিল যে সে একজন ধনীর কন্যাকে বিবাহ করিয়া অনেক টাকার উত্তরাধিকারী হইতে পারে। এই কন্যাটীর পিতা সম্প্রতি মারা গিয়াছেন এবং তাঁহার কন্যাই এখন তাঁহার বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। এই ধনী ভদ্রলোক যখন জীবিত ছিলেন তখন ব্যাসানিও তাঁহার বাড়ীতে যাইত। তখন এই মেয়েটী তাহার উপর বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এখন সে তাঁহার নিকট যাইয়া তাঁহার পাণিপ্রার্থী হইতে চায় কিন্তু এত বড় লোকের মেয়ের নিকট ত' দরিদ্রের মত যাওয়া যায় না! কাজেই অ্যাণ্টনিওকে কিছু টাকা দিতে হইবে। তিন হাজার ডুকাট্ হইলেই তাহার চলিবে।

এই সময়ে অ্যাণ্টনিওর হাতে টাকা ছিল না কিন্তু শীঘ্র তাহার কয়েকটী জাহাজ মালপত্র বোঝাই হইয়া বন্দরে পৌঁছিবে এইরূপ তাহার আশা ছিল। সে বলিল যে ধনী সুদখোর শাইলকের নিকট যাইয়া তাহারা তাহার নিকট হইতে টাকা ধার লইবে। পরে জাহাজ বন্দরে পৌঁছিলে সে টাকা পরিশোধ করিয়া দিবে।

দুই বন্ধুতে মিলিয়া শাইলকের নিকট উপস্থিত হইল। অ্যাণ্টনিও শাইলককে তিন হাজার ডুকাট ধার দিতে বলিল। এই টাকা এবং তাহার সুদ তাহার যে সকল জাহাজ মাল বোঝাই হইয়া আসিতেছে

সেই জাহাজ বন্দরে পৌঁছাইলেই সে দিয়া দিবে এইরূপ বলিল। শাইলক্ মনে মনে ভাবিল, "বাছাধনকে একবার যদি বাগে পাই ত' প্রতিশোধ লই। ও আমাদের ইহুদী জাতটাকেই ঘৃণা করে, ও বিনা-সুদে টাকা ধার দেয়, বণিক্‌দের মাঝখানে আমাকে গালাগালি দেয়, আর আমার এই কষ্টে উপার্জ্জন করা টাকাকে বলে "সুদ"—ওকে আমি কিছুতেই ক্ষমা করিব না।"

অ্যান্টনিও শাইলক্‌কে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া কহিল, "শাইলক, স্পষ্ট বলিয়া দাও টাকা ধার দিবে কি না।"

শাইলক্ কহিল, "অ্যান্টনিও, তুমি আমাকে বার বার সুদ খাওয়ার জন্য তিরস্কার করিয়াছ—আমাকে অবিশ্বাসী, খুনে, কুকুর বলিয়া গালাগালি দিয়াছ—আমার গায়ে থুথু দিয়াছ—আমাকে লাথি দেখাইয়াছ—যেন সত্যসত্যই আমি কুকুর। এখন মনে হইতেছে তুমি আমার সাহায্য চাও। আমার কাছে আসিয়া তুমি বলিতেছ—'শাইলক, আমায় টাকা ধার দাও।' কুকুর কোথায় টাকা পাইবে? কুকুর কি তিন হাজার ডুকাট ধার দিতে পারে? আমি কি নতজানু হইয়া তোমার কাছে বলিব, "মহাশয় তুমি বুধবার আমার গায়ে থুথু দিয়াছ—আরেকবার কুকুর বলিয়াছ—আর এই সব ভদ্রতার জন্য এসো, আমি তোমায় টাকা ধার দিব।

অ্যান্টনিও কহিল, "আমি তোমার উপর যেমন ব্যবহার করিয়াছি অমনি ব্যবহার পুনরায় করিব। যদি টাকা ধার দাও বন্ধুভাবে না দিয়া শত্রুভাবে দাও, তাহাতে যদি সর্ত্ত ভঙ্গ করি তুমি ক্ষতি-পূরণ আদায় করিতে পারিবে।"

শাইলক্ কহিল, "তাহার দরকার নাই। দেখ, আমি তোমার সহিত বন্ধুত্ব পাতাইতে চাই—তোমার ভালবাসা চাই। আমি তোমার পূর্ব্বব্যবহার ভুলিয়া যাইব—তোমাকে টাকা ধার দিব, কিন্তু এক কপর্দ্দক সুদ লইব না।"

শাইলকের এই উদারতায় অ্যাণ্টনিও অবাক হইয়া গেল। শাইলক্ কহিল যে তাহারা শুধু একজন উকিলের নিকট যাইবে এবং সেখানে মজার ছলে একটা দলিলে অ্যাণ্টনিও এই মর্ম্মে সহি করিবে যে যদি নির্দ্দিষ্ট দিনে সে টাকা দিতে না পারে তাহা হইলে শাইলক্ অ্যাণ্টনিওর শরীরের যে কোন স্থান হইতে এক পাউণ্ড পরিমাণ মাংস কাটিয়া লইবে।

অ্যাণ্টনিও রাজী হইল এবং বলিল, "আমি দলিলে সই করিব এবং স্বীকার করিব যে ইহুদীদেরও দয়া-মায়া আছে।"

ব্যাসানিও অ্যাণ্টনিওকে এরূপ বিপজ্জনক সর্ত্তে সই করিতে নিষেধ করিতে লাগিল। অ্যাণ্টনিও কহিল যে তাহার জাহাজ টাকা শোধ দিবার নির্দ্দিষ্ট দিনের বহু পূর্ব্বেই তিনি হাজার ডুকাটের বহু-গুণ বেশী টাকা দামের মালপত্র লইয়া বন্দরে আসিবে।

শাইলক্ এই কথাবার্ত্তা শুনিয়া কহিল, "হায়রে কপাল, খৃষ্টান্‌গুলো কি সন্দিগ্ধ দেখ! আচ্ছা ব্যাসানিও, বল দেখি এক পাউণ্ড মাংস কাটিয়া লইয়া আমার কি লাভ হইবে? আমি বলিতেছি অ্যাণ্টনিওর সহিত বন্ধুত্ব করিবার জন্যই আমি এইরূপ সর্ত্ত করিতেছি। তাহার যদি পছন্দ না হয় ত' কাজ নাই।"

অবশেষে ব্যাসানিওর কথা না শুনিয়া অ্যাণ্টনিও দলিলে সই

করিল, তাহার বরাবরই ধারণা ছিল যে শাইলক্ খেলার ছলে এইরূপ করিতেছে।

ব্যাসানিও যে ধনীর কন্যাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল তিনি ভেনিসের নিকটবর্ত্তী বেল্‌মণ্ট্‌ নামক স্থানে বাস করিতেন। তাঁহার নাম ছিল পোর্সিয়া। বন্ধুর নিকট হইতে টাকা লইয়া ব্যাসানিও গ্র্যাসিয়ানো নামক একজন প্রধান অনুচর এবং বহু চাকর বাকর সঙ্গে লইয়া বেল্‌মণ্ট্‌ অভিমুখে যাত্রা করিল।

পোর্সিয়া ব্যাসানিওকে বিবাহ করিতে রাজী হইলেন। ব্যাসানিও অবশ্য পোর্সিয়ার নিকট স্বীকার করিল যে সে সদ্বংশজাত কিন্তু তাহার ধনদৌলত কিছু নাই।

পোর্সিয়া কহিলেন, "তাহাতে কি? আমার যাহা কিছু আছে সবই ত' তোমার হইবে। ব্যাসানিও, কাল আমি এইসব সম্পত্তি, ধনদৌলত, অট্টালিকা, দাসদাসী সমস্তের মালিক ছিলাম। আজ হইতে এ সমস্ত এমনকি আমি পর্য্যন্ত তোমার হইলাম। এই অঙ্গুরীটার সঙ্গে এই সমস্তই আমি তোমাকে দান করিলাম।" এই বলিয়া পোর্সিয়া ব্যাসানিওকে একটী অঙ্গুরী দিলেন।

কৃতজ্ঞতায় এবং বিস্ময়ে অবাক হইয়া ব্যাসানিও প্রতিজ্ঞা করিল যে সে কখনও ঐ অঙ্গুরী কাছছাড়া করিবে না।

এদিকে ব্যাসানিওর অনুচর গ্রাসিয়ানোও পোর্সিয়ার দাসী নেরিসার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য ব্যাসানিওর অনুমতি চাহিল।

সে সানন্দে অনুমতি দিল। প্রেমিক-প্রেমিকারা আনন্দে

নানা কথাবার্ত্তায় কাল কাটাইতেছেন এমন সময় অ্যাণ্টনিওর নিকট হইতে দূত অতি দুঃসংবাদ বহন করিয়া আনিল। ব্যাসানিও যখন অ্যাণ্টনিওর পত্র পড়িতেছিল তখন তাহার মুখের ভাব দেখিয়া পোর্সিয়ার মনে হইল হয়ত' কোন প্রিয় বন্ধুর মৃত্যু-সংবাদ আসিয়াছে। তখন পোর্সিয়া ব্যাসানিওকে জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিলেন। অ্যাণ্টনিও ব্যাসানিওকে লিখিয়াছে—"বন্ধু ব্যাসানিও, আমার সমস্ত জাহাজই সমুদ্রে পথভ্রান্ত হইয়া হারাইয়া গিয়াছে। ইহুদীর নিকট যে দলিলে সই করিয়াছিলাম তাহার সময় পার হইয়া গিয়াছে। এখন আর টাকা দিলেও আমাকে বাঁচাইতে পারিবে না। মৃত্যুকালে আমি তোমার সহিত দেখা করিতে ইচ্ছা করি।"

পোর্সিয়া কহিলেন, "প্রিয়তম, এখনিই যাত্রা কর। দেখো যেন তোমার জন্য তোমার বন্ধুর কেশাগ্রও ক্ষতিগ্রস্ত না হয়—তুমি ঐ টাকার বিশগুণ সোনা লইয়া যাও।"

তারপর পোর্সিয়া ব্যাসানিওকে কহিলেন যে যাইবার পূর্ব্বে তাঁহাদের পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইতে হইবে, নতুবা তাঁহার সম্পত্তিতে ব্যাসানিওর আইনতঃ কোন অধিকার জন্মিবে না। কাজে কাজেই সেই দিনই পোর্সিয়ার সহিত ব্যাসানিওর এবং নেরিস্সার সহিত গ্র্যাসিয়ানোর বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহ শেষ হওয়া মাত্র ব্যাসানিও ও গ্র্যাসিয়ানো ভেনিস অভিমুখে যাত্রা করিল। তাহারা উপস্থিত হইয়া দেখিল যে অ্যাণ্টনিও কারাগারে।

টাকা শোধ করিবার জন্য যে দিন ধার্য্য ছিল তাহা অতীত হইয়া

গিয়াছিল। নিষ্ঠুর ইহুদীটা ব্যাসিনিওর নিকট হইতে টাকা লইতে চাহিল না—এক পাউণ্ড্‌ মাংস অ্যাণ্টনিওর শরীর হইতে কাটিয়া লইবার জন্য সে জেদ ধরিল। ভেনিসের ডিউকের নিকট এই ভয়ঙ্কর মোকদ্দমার বিচারের দিন ঠিক হইল। ব্যাসানিও দুশ্চিন্তায় অধীর হইয়া বিচারের রায়ের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

ব্যাসানিও চলিয়া যাইবার পর পোর্সিয়া ব্যাপারটা ভাবিতে বসিলেন। যদি কোন ক্রমে অ্যাণ্টনিওকে বাঁচান যায়। স্বামীর বন্ধুর বিপদ্‌সম্ভাবনায় এখন তাঁহার নিজের বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ দেখাইবার সময় উপস্থিত হইল। তিনি অসাধারণ বুদ্ধিমতী ছিলেন। সেইজন্য ভাবিলেন যে তিনি তৎক্ষণাৎ ভেনিসে যাইবেন এবং অ্যাণ্টনিওর হইয়া ওকালতি করিবেন।

বেলারিও নামক পোর্সিয়ার একজন উকিল আত্মীয় ছিলেন। পোর্সিয়া তাঁহাকে সমস্ত কথা খুলিয়া লিখিয়া তাঁহার পরামর্শ চাহিলেন এবং উকিলের উপযোগী পোষাক পাঠাইয়া দিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। দূত বেলারিওর নিকট হইতে পোষাক এবং উপদেশ লইয়া ফিরিয়া আসিলে পোর্সিয়া স্বয়ং পুরুষ উকিলের বেশ পরিধান করিলেন এবং তাঁহার দাসী নেরিসা উকিলের কেরাণী সাজিল। এইরূপে পুরুষের সাজে সজ্জিত হইয়া তাঁহারা বিচারের দিন ভেনিসে উপস্থিত হইলেন।

ভেনিসের আদালতে ডিউক এবং সভ্যদের সম্মুখে বিচারের শুনানি সবে সুরু হইবে সেই সময়ে পোর্সিয়া সেখানে হাজির হইয়া বেলারিওর একখানা পত্র ডিউককে দিলেন। এই পত্রে এইরূপ

লেখা ছিল যে অসুস্থতার জন্য তিনি নিজে অ্যান্টনিওর হইয়া দাঁড়াইতে না পারায় তাঁহার বন্ধু যুবক ব্যাল্থাজারকে পাঠাইয়াছেন। ডিউক, ব্যাল্থাজারবেশী পোর্সিয়াকে অ্যান্টনিওর হইয়া মোকদ্দমা চালাইতে অনুমতি দিলেন। উকিলের পোষাক এবং প্রকাণ্ড পরচুলায় সজ্জিত হইলেও পোর্সিয়ার কমনীয় কচি মুখখানি দেখিয়া ডিউক বড় বিস্মিত হইয়াছিলেন।

যাহা হউক এইবার বিচার সুরু হইল। পোর্সিয়া এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলেন একধারে নিষ্ঠুর ইহুদী শাইলক দাঁড়াইয়া আছে। অন্যধারে ম্রিয়মাণ অ্যান্টনিওর পাশে ততোধিক ম্রিয়মাণ ব্যাসানিও দাঁড়াইয়া আছে। ব্যাসানিও অবশ্য ছদ্মবেশী পোর্সিয়াকে চিনিতে পারে নাই।

পোর্সিয়া প্রথমে শাইলককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে আইনতঃ সে দলিলে লিখিত কথামত এক পাউণ্ড মাংস দাবী করিতে পারে—তাহাতে কোন সন্দেহ নাই কিন্তু তবুও পোর্সিয়া তাহাকে দয়া করিতে বলিলেন এবং তাহার কঠোর মন ভিজাইবার জন্য দয়ার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। কিন্তু শাইলকের মন গলিল না। সে দলিলের কথা বলিয়া তাহার সর্ত্ত অনুযায়ী কাজ করিতে আগ্রহ দেখাইতে লাগিল।

পোর্সিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "অ্যান্টনিও কি টাকা দিতে পারেন না?"

তখন ব্যাসানিও ইহুদীকে তিন হাজার ডুকাট্ এবং ক্ষতিপূরণ স্বরূপ যাহা সে দাবী করিবে তাহাই দিতে রাজী আছে জানাইল।

কিন্তু শাইলক্ কহিল যে তাহার টাকার প্রয়োজন নাই। এক পাউণ্ড মাংস অ্যাণ্টনিওর শরীর হইতে সে কাটিয়া লইবে। দলিলের সর্ত্ত ত' তাহাই।

ব্যাসানিও উকিল-বেশী পোর্সিয়াকে কহিল যে অ্যাণ্টনিওর প্রাণ-রক্ষা করিবার জন্য যেন তিনি একটু উদার হন।

পোর্সিয়া কহিলেন, "কিন্তু আইনের ত' নড়-চড় হইতে পারে না!"

শাইলক্ দেখিল যে অ্যাণ্টনিওর পক্ষের উকিল তাহার দিকে মত দিতেছেন। সে উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল, "ড্যানিয়েল স্বয়ং বিচার করিতে আসিয়াছেন; উকিলবাবু, আপনি বয়সে ছোট হইলেও জ্ঞানে অনেক বড়।"

পোর্সিয়া এইবার শাইলকের নিকট হইতে দলিলটা চাহিয়া লইলেন এবং তাহা পাঠ করিয়া বলিলেন, "দলিলের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং আইনতঃ দলিলের সর্ত্ত অনুযায়ী ইহুদীটা অ্যাণ্টনিওর হৃদয়ের নিকট হইতে এক পাউণ্ড মাংস কাটিয়া লইবার দাবী করিতে পারে।"

তারপর তিনি শাইলককে কহিলেন, "দয়া কর, টাকা লও, আমি দলিল ছিড়িয়া ফেলি।"

কিন্তু ইহুদী শাইলক্ না-ছোড়-বান্দা। তখন পোর্সিয়া অ্যাণ্টনিওকে প্রস্তুত হইবার জন্য আদেশ করিলেন। ইহুদীটা মনের আনন্দে ছোরাতে ধার দিতে লাগিল।

অ্যাণ্টনিও বন্ধুর নিকট বিদায় লইল। ব্যাসানিও বন্ধুকে কহিতে

পোর্শিয়া, কহিলেন, ওহে ইহুদী দাঁড়াও আরো কিছু !

লাগিল, "হায় বন্ধু, যদি আমার সর্ব্বস্ব দিয়াও তোমাকে বাঁচাইতে পারিতাম !"

শাইলকের এই সব পছন্দ হইতেছিল না। সে কহিল, "বড় বাজে সময় নষ্ট হইতেছে। উকিলবাবু, ডিউকমশাইকে মামলার রায় দিতে বলুন।"

পোর্সিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে এক পাউণ্ড মাংস ওজন করিবার জন্য দাঁড়িপাল্লা আনা হইয়াছে কি না। তৎপরে তিনি শাইলককে কহিলেন, "ওহে শাইলক্, একজন ডাক্তার আনাইয়াছ ত'! দেখো, অ্যাণ্টনিও যেন রক্তপাতহেতু মারা না পড়ে!"

শাইলকের গোড়া হইতেই এই উদ্দেশ্য। সে আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "কৈ, দলিলে ত' তাহার উল্লেখ নাই!"

পোর্সিয়া কহিলেন, "না তাহা নাই, কিন্তু তুমি না হয় এইটুকু, উদারতা দেখাইলে, তাহাতে ক্ষতি কি ?"

শাইলক পুনরায় কহিল, "না, কৈ দলিলে ত' উহার উল্লেখ নাই!"

এইবার পোর্সিয়া শান্তভাবে কহিলেন, "তাহা হইলে অ্যাণ্টনিওর দেহের এক পাউণ্ড মাংস তোমার। আইনতঃ ইহা তোমার প্রাপ্য এবং কোর্ট তোমাকে তাহা পাইবার অনুমতি দিতেছে। আর এই মাংস তুমি অ্যাণ্টনিওর বুক হইতে কাটিয়া লইবে। ইহাতেও কোর্ট অনুমতি দিতেছে।"

শাইলক্ উল্লাসে অধীর হইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, "কি জ্ঞানী আর ন্যায়পরায়ণ উকিল! আহা যেন স্বয়ং ড্যানিয়েল্!"

সে তাহার ছুরিতে আরো ধার করিয়া অ্যাণ্টনিওর দিকে ফিরিয়া কহিল, "এসো হে অ্যাণ্টনিও প্রস্তুত হও।"

পোর্সিয়া কহিলেন, "ওহে ইহুদী, আর একটু অপেক্ষা কর। আরো কিছু বাকি আছে। এই দলিলে দেখিতেছি রক্তপাতের কথা কিছু লেখা নাই—শুধু 'এক পাউণ্ড মাংস' এইরূপ লেখা আছে। কিন্তু যদি এই এক পাউণ্ড মাংস কাটিবার সময় এক ফোঁটাও খৃষ্টানের রক্ত বাহির হয় তাহা হইলে তোমার সমস্ত সম্পত্তি ভেনিসের রাজসরকারের হইয়া যাইবে।"

শাইলক্ বড় বিপদে পড়িল। রক্তপাত না করিয়া সে কিরূপে শুধু মাংস কাটিয়া লইবে? দলিলে শুধু মাংসের কথা লেখা আছে রক্তের কথা নাই—পোর্সিয়ার এই আবিষ্কার অ্যাণ্টনিওর প্রাণ রক্ষা করিল। অল্পবয়স্ক উকিলের উপস্থিত-বুদ্ধি দেখিয়া সকলে তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। গ্র্যাসিয়ানো চীৎকার করিয়া উঠিল, "ওরে ইহুদী, ছাখ্, উকিলবাবু কত জ্ঞানী, আহা সত্যসত্যই ড্যানিয়েল্ যেন!"

শাইলক যখন দেখিল যে তাহার শয়তানি চাল আর খাটিল না তখন হতাশ হইয়া কহিল, "আচ্ছা, আমার টাকাটা দাও।"

ব্যাসানিও টাকা বাহির করিয়া কহিল, "নাও।"

পোর্সিয়া বাধা দিয়া কহিলেন, "থাম না বাপু, অত ব্যস্ত হইয়া লাভ কি! ইহুদীটা ত, গোড়াতেই বলিয়াছে যে ও টাকা চায় না দলিলের সর্ত্ত অনুযায়ী কাজ করিতে চায়। তাহা হইলে শাইলক্, মাংস কাটিয়া লও, কিন্তু মনে থাকে যেন একটুও রক্ত যেন বাহির না

হয়—তাহা ছাড়া বেশী বা কম হইলে চলিবে না, ঠিক এক পাউণ্ড মাংস লইবে—যদি একচুলও বেশী বা কম হয় তাহা হইলে ভেনিসের আইনের নির্দ্দেশ মত তোমার মৃত্যু-দণ্ড হইবে এবং তোমার সমস্ত সম্পত্তি ভেনিসের রাজসরকার কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে।"

শাইলক্ কহিল, "টাকাটা দিয়া দাও, আমি চলিয়া যাইতেছি।"

ব্যাসানিও কহিল "এই ত' তোমার টাকা মজুত।"

শাইলক্ টাকা লইবার জন্য হাত বাড়াইতেই পোর্সিয়া কহিল, "থাম হে থাম, তোমার উপর অন্য অভিযোগ আছে। তুমি একজন ভেনিসের নাগরিকের প্রাণ লইবার ষড়যন্ত্র করিয়াছিলে, সেইজন্য ভেনিসের আইনের নির্দ্দেশ মত তোমার সমস্ত সম্পত্তি এবং অর্থ ভেনিসের রাজসরকার কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত হইল এবং তোমার জীবন এখন ডিউক মহাশয়ের দয়ার উপর নির্ভর করিতেছে।"

ডিউক বলিলেন, "খৃষ্টানদের সঙ্গে ইহুদীদের তফাৎটা বুঝাইবার জন্য আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম। তোমার সম্পত্তির অর্দ্ধেক অ্যাণ্টনিওর এবং বাকি অর্দ্ধেক ভেনিসের রাজসরকারের হইল।"

সদাশয় অ্যাণ্টনিও তখন তাহার অংশ শাইলকের কন্যাকে দিয়া দিল। এই কন্যাটী শাইলকের মতের বিরুদ্ধে অ্যাণ্টনিওর বন্ধু লরেঞ্জো নামক এক খৃষ্টান যুবককে বিবাহ করিয়াছিল বলিয়া নিষ্ঠুর শাইলক্ তাহাকে নিজ সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করে।

শাইলক্ কি আর করিবে, ইহাতে রাজী হওয়া ছাড়া তাহার আর পথ কই? প্রতিশোধ লওয়া চুলায় যাক্ তাহার নিজের টাকাকড়ি বিষয়-সম্পত্তি যাহা ছিল সবই গেল। সে কহিল, "আমার

অসুখ করিতেছে, আমি বাড়ী যাই—কাগজপত্র পাঠাইয়া দিবেন, আমি আমার মেয়েকে অর্দ্ধেক সম্পত্তি লিখিয়া দিব।"

ডিউক কহিলেন, "তাহা হইলে বাড়ী যাও, পরে কাগজপত্রে সই করিয়া দিও। আর যদি তুমি কৃত কর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত হইয়া খৃষ্টান হইতে পার তাহা হইলে তোমার বাকী অর্দ্ধেক সম্পত্তি আর বাজেয়াপ্ত হইবে না। রাজসরকার তাহা তোমাকে ফিরাইয়া দিবেন।"

ডিউক এইবার অ্যাণ্টনিওকে মুক্তি দিয়া আদালত বন্ধ করিবার হুকুম দিলেন। তারপর তিনি যুবক উকিলটীর বুদ্ধি ও মৌলিকতার প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে নিজ বাটীতে নিমন্ত্রণ করিলেন।

পোর্সিয়ার ইচ্ছা যে তিনি স্বামীর পূর্ব্বেই বেল্‌মণ্টে ফিরিয়া যাইবেন। কাজেই তিনি দরকারী কাজের ছুতা দেখাইয়া নিমন্ত্রণে যাইতে আপত্তি জানাইলেন। ডিউক তখন অ্যাণ্টনিওকে বলিলেন, "ওহে, ভদ্রলোককে বিশেষরূপে পুরস্কৃত কর—তুমি ইহার নিকট অত্যন্ত ঋণী।"

ডিউক ও সিনেটের সভ্যরা আদালত পরিত্যাগ করিলে ব্যাসানিও পোর্সিয়াকে বলিল, "মহাশয় আপনারই বুদ্ধিবলে আমি এবং আমার বন্ধু আজ বিষম বিপদের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছি। আপনি দয়া করিয়া ইহুদীর প্রাপ্য এই তিন হাজার ডুকাট্ গ্রহণ করুন।"

অ্যাণ্টনিও কহিল, "ইহার পরেও আমরা চিরকাল আপনার নিকট ঋণী থাকিব; টাকা দিয়া আপনার ঋণ পরিশোধ করা যায় না।"

পোর্সিয়া কিছুতেই টাকা লইতে রাজী হইলেন না। কিন্তু ব্যাসানিওর অনেক সাধাসাধির পর তিনি কহিলেন, "আচ্ছা, আপনার দস্তানাটা দিন, উহাই আমি আপনার জন্য পরিধান করিব।"

ব্যাসানিও হাত হইতে দস্তানা খুলিলে পোর্সিয়া তাঁহার হাতে নিজের দেওয়া অঙ্গুরীটী দেখিতে পাইলেন। চতুর পোর্সিয়া এইবার ঐ অঙ্গুরীটী লইতে মনস্থ করিলেন। তিনি ব্যাসানিওকে বলিলেন, "আচ্ছা, আপনার ঐ অঙ্গুরীটী দিন।" এই অঙ্গুরীটী পোর্সিয়া ব্যাসানিওকে সর্ব্বদা কাছে রাখিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কাজেই ব্যাসানিও প্রমাদ গণিল। উকিল মহাশয় যে এমন একটী জিনিষ চাহিবেন যাহা দেওয়া তাহার পক্ষে একদম অসম্ভব তাহা তাহার ধারণাই ছিল না। সে বড় মুস্কিলে পড়িল।

সে কুণ্ঠিতভাবে জানাইল যে অঙ্গুরীটা তাহার স্ত্রীর দেওয়া এবং এইটী সর্ব্বদা কাছে রাখিতে তিনি তাহাকে অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্তু সে ইহার পরিবর্ত্তে ভেনিসের সবচেয়ে দামী অঙ্গুরীটী তাঁহাকে কিনিয়া দিতে প্রস্তুত আছে।

পোর্সিয়া ইহাতে যেন বড় আঘাত পাইয়াছেন এইরূপ ভাব দেখাইয়া কহিলেন, "মহাশয়, আপনারা এইবার আমায় শিখাইয়া দিলেন যে ভিক্ষুকের নিবেদন কিরূপভাবে রক্ষা করা হয়।" এই বলিয়া তিনি কপট ক্রোধ দেখাইয়া আদালত ত্যাগ করিলেন।

অ্যাণ্টনিও ব্যাসানিওকে কহিল, "বন্ধু, তোমার স্ত্রী রাগ করিবেন ত'—তা করুন। তুমি অঙ্গুরীটী উঁহাকে দান কর। আমাদের জন্য

উনি যাহা করিয়াছেন তাহার পরিবর্ত্তে না হয় স্ত্রীর একটু অসন্তোষ সহ্য করিলে!"

ব্যাসানিও দেখিল আর অস্বীকার করা যায় না। কাজেই গ্রাসিয়ানোর হাতে অঙ্গুরীটী পোর্সিয়াকে পাঠাইয়া দিল।

নেরিসাও গ্র্যাসিয়ানোকে একটি অঙ্গুরী দিয়াছিল। পোর্সিয়ার কেরাণীবেশী নেরিসা সেইটী চাহিয়া বসিল। গ্র্যাসিয়ানোও প্রভুর দৃষ্টান্তানুয়ায়ী অঙ্গুরীটী নেরিসাকে দান করিল।

মহিলা দুইজন অঙ্গুরী দুইটী পাইয়া খুব খানিক হাসিয়া লইলেন। বাড়ী যাইয়া তাঁহারা তাঁহাদের স্বামীকে ইহার জন্য ভর্ৎসনা করিবেন এবং দিব্য করিয়া কহিবেন যে তাঁহারা অঙ্গুরী দুইটী নিশ্চয়ই অন্য কোন মহিলাকে দিয়াছেন।

পোর্সিয়া ও নেরিসা বাড়ী ফিরিয়া নিজেদের পোষাক বদলাইয়া স্বামীদের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে ব্যাসানিও গ্র্যাসিয়ানো ও অ্যাণ্টনিও তথায় উপস্থিত হইলেন।

ব্যাসানিও অ্যাণ্টনিওকে নিজ স্ত্রীর সহিত আলাপ করাইয়া দিতেছে এমন সময় দেখা গেল গ্র্যাসিয়ানো ও নেরিসা ঘরের কোণে দাঁড়াইয়া ঝগড়া করিতেছে।

পোর্সিয়া কহিলেন, "য়্যাঁ, বিয়ে হইতে না হইতেই ঝগড়া! আরে ব্যাপার কি?"

গ্র্যাসিয়ানো জানাইল যে সামান্য একটা রোল্ড্‌-গোল্ডের অঙ্গুরীর জন্য তাহার স্ত্রী তাহাকে বকিতেছে। নেরিসা কহিল, "আরে দামের জন্য কি হইতেছে! তুমি আমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছ

অঙ্গুরীটী কাহাকেও দিবে না আর এখন বলিতেছ যে উকিলের কেরাণীকে দান করিয়াছ। আমি বুঝি কিছু জানি না? কোন মহিলাকে নিশ্চয়ই অঙ্গুরীটী দান করিয়াছ।"

গ্র্যাসিয়ানো প্রবল আপত্তি করিয়া জানাইল যে যে উকিলবাবু অ্যান্টনিওর প্রাণ বাঁচাইয়াছেন তাঁহার কেরাণীকে সে অঙ্গুরীটী দিয়াছে!

পোর্সিয়া কহিলেন, "গ্র্যাসিয়ানো, এ বাপু তোমার দোষ। স্ত্রীর প্রথম দানটাই অন্য লোককে দিয়া আসিলে! আমি আমার স্বামীকে একটী অঙ্গুরী দিয়াছি কিন্তু শপথ করিয়া বলিতে পারি তিনি কখনই পৃথিবীর বিনিময়েও তাহা কাছছাড়া করিবেন না।"

গ্র্যাসিয়ানো এইবার জানাইল যে ব্যাসানিও-ও সে অঙ্গুরী উকিলবাবুকে দিয়াছেন।

এই না শুনিয়া পোর্সিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং ব্যাসানিওকে অঙ্গুরী দান করার জন্য ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন যে নেরিসার কথাই ঠিক তিনি নিশ্চয়ই কোন মহিলাকে অঙ্গুরীটী দিয়াছেন।

ব্যাসানিও ক্ষুব্ধ হইয়া কহিল, "না না, সত্য বলিতেছি একজন উকিলকে দিয়াছি। তিনি তিন হাজার ডুকাট্ লইতে অস্বীকার করিয়া এই অঙ্গুরীটী লইতে চাহিলেন। আমি না দিলে রাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। পোর্সিয়া, বল ত' কি করি? লজ্জায় পড়িয়া আমি কৃতজ্ঞতার নিদর্শন-স্বরূপ অঙ্গুরীটী তাঁহাকে পাঠাইয়া দিয়াছি। ক্ষমা কর, আমায় ক্ষমা কর পোর্সিয়া। তুমি যদি সেখানে থাকিতে আমার নিকট হইতে অঙ্গুরীটী চাহিয়া লইয়া তাঁহাকে দিতে।"

অ্যাণ্টনিও কহিল, "হায়, আমার জন্যই যত ঝগড়া-ঝাঁটি!"

পোর্সিয়া অ্যাণ্টনিওকে সেজন্য দুঃখিত হইতে নিষেধ করিলে অ্যাণ্টনিও কহিল, "এক সময় আমি ব্যাসানিওর জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করিয়াছিলাম। ব্যাসানিও যে উকিলবাবুকে অঙ্গুরী দিয়াছেন তিনি না থাকিলে আমি এতক্ষণ শেষ হইয়া যাইতাম। এইবার আমি আবার ব্যাসানিওর জন্য আপনার নিকট জামিন হইলাম সে আর কখনও আপনার বিশ্বাস ভঙ্গ করিবে না।

পোর্সিয়া কহিলেন, "তাহা হইলে আপনি উহার জামিন রহিলেন ত? বেশ উহাকে এই অঙ্গুরীটী দিয়া বলুন এবার যেন আর ইহা হাত ছাড়া না করেন।

অঙ্গুরীটী দেখিয়া ব্যাসানিও একদম অবাক হইয়া গেল। এ ত পোর্সিয়ার দেওয়া সেই অঙ্গুরী!"

এইবার পোর্সিয়া সমস্ত ব্যাপার খুলিয়া প্রকাশ করিলেন। তিনিই সেই অল্প-বয়স্ক উকিল আর তাঁহার কেরাণীই নেরিসা।

ব্যাসানিওর আনন্দ ও বিস্ময় আর ধরে না। তাহার বুদ্ধিমতী স্ত্রী-ই অ্যাণ্টনিওর প্রাণ বাঁচাইয়াছেন।

পোর্সিয়া এইবার অ্যাণ্টনিওকে কতকগুলি চিঠি-পত্র দিয়া বলিলেন যে এইগুলি দৈবাৎ তাঁহার হস্তগত হইয়াছে। এই পত্রে অ্যাণ্টনিওর সেই পথভ্রান্ত জাহাজগুলির সংবাদ ছিল। জাহাজগুলির একটিও নষ্ট হয় নাই সবগুলিই নিরাপদে বন্দরে পৌঁছিয়াছে।

তখন চতুর্দ্দিকে আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল।

ঝড়

(The Tempest)

বিশাল সমুদ্রের বুকে ছোট্ট একটী দ্বীপ। এই দ্বীপের অধিবাসী মাত্র দুইজন—একজন বৃদ্ধ নাম তাঁহার প্রস্পারো আর একজন তাঁহার যুবতী কন্যা সুন্দরী মিরাণ্ডা। মিরাণ্ডা এত অল্প বয়সে এই দ্বীপে আসিয়াছিল যে পিতা ছাড়া আর কোনও মানুষের কথা তাহার মনেই ছিল না।

পাহাড়ের মধ্যকার গুহায় তাঁহাদের বাস। এই গুহা আবার কয়েকটী কামরায় বিভক্ত। তন্মধ্যে একটী কামরা প্রস্পারোর পড়িবার ঘর। সেই ঘরে প্রস্পারোর যাবতীয় পুস্তকাদি থাকিত। সকল পুস্তকই যাদুবিদ্যা সম্বন্ধীয়। কারণ, তখনকার সব পণ্ডিত লোকই এ বিষয়ে আলোচনা করিতেন। এই দ্বীপে আসিয়া প্রস্পারোর যাদুবিদ্যার জ্ঞান খুব কাজে লাগিয়া গেল।

প্রস্পারো ত' হঠাৎ এই দ্বীপে আসিয়া পড়িলেন। তিনি আসিবার পূর্ব্বে দ্বীপটী সাইকোরাক্স্ নামক এক ডাইনীর রাজত্ব ছিল। যে সকল ভাল পরী সাইকোরাক্সের হুকুম না মানিত, সাইকোরাক্স্ তাহাদিগকে বড় বড় গাছের মধ্যে মন্ত্রবলে বন্দী করিয়া রাখিত।

কিন্তু সহসা সাইকোরাক্সের মৃত্যু হওয়ায় পরী বেচারীরা গাছের

মধ্যেই বন্দী হইয়া কষ্ট পাইতেছিল। প্রস্পারো যাতুবিদ্যার প্রভাবে তাহাদের অনেককে মুক্ত করিয়া দিলেন। এই সকল মুক্ত পরীরা সেই হইতে চিরকাল প্রস্পারোর আজ্ঞাবহ হইয়া রহিল। সেই সকল পরীদের মধ্যে এরিয়েল্‌ই ছিল প্রধান।

এরিয়েল্‌ ছিল খুব ছোট্ট কিন্তু ভারি ছট্‌ফটে—তবে তাহার মধ্যে শয়তানি মোটেই ছিল না। দোষের মধ্যে সে সাইকোরাক্সের পুত্র কুৎসিত-চেহারার দানব ক্যালিবান্‌কে জ্বালাতন করিতে বড় ভালবাসিত; এই ক্যালিবান্‌কে প্রস্পারো বনের মধ্যে দেখিতে পান। এ এক কিম্ভূত-কিমাকার জীব—বানরের চেহারার সহিত মানুষের চেহারার যতখানি সাদৃশ্য আছে ক্যালিবানের সহিত মানুষের ততটুকু সাদৃশ্যও দেখা যাইত না। প্রস্পারো তাহাকে নিজের গহ্বরে আনিলেন—তাহাকে মানুষের মত কথা কহিতে শিখাইলেন। প্রস্পারো তাহার উপর ভাল ব্যবহারই করিতেন। কিন্তু সেটা তাহার মায়ের নিকট হইতে এত শয়তানি শিখিয়াছিল যে যাহা কিছু ভাল বা উপকারী তাহার উপরই তাহার বিরাগ। কাজে কাজেই তাহাকে কাষ্ঠ বহন ইত্যাদি পরিশ্রম-সাধ্য কাজগুলিই ক্রীতদাসের মত করিতে হইত আর এরিয়েল্‌ ছিল তাহার রক্ষক।

যখন ক্যালিবান্‌ কুঁড়েমি করিয়া কাজ ফাঁকি দিত তখন এরিয়েল্‌ আস্তে আস্তে আসিয়া তাহাকে চিম্‌টি কাটিত কখনো বা কাদার উপর ঠেলিয়া ফেলিয়া দিত। ক্যালিবান্‌ তাহাকে দেখিতে পাইত না। কারণ, এরিয়েল্‌কে প্রস্পারো ছাড়া আর কেহই দেখিতে পাইত না।

এরিয়েলের মত কতকগুলি শক্তিশালী পরী প্রস্পারোর অধীনে থাকায় তাহাঁদের সাহায্যে তিনি বাতাস এবং সমুদ্রের উপর আধিপত্য করিতে পারিতেন। প্রস্পারোর হুকুমে তাহারা হঠাৎ সমুদ্রে ঝড় তুলিয়া যাত্রীবোঝাই একটী জাহাজকে ভারী কাহিল করিয়া ফেলিল।

মিরাণ্ডাকে সেই দৃশ্য দেখাইতেই তাহার নারীহৃদয় করুণায় আর্দ্র হইয়া উঠিল। সে পিতাকে কহিল, “বাবা, যদি আপনার যাদুবিদ্যা বলে এই ঝড় তুলিয়া থাকেন তবে উহা কমাইয়া দিন। আহা! জাহাজ ডুবিয়া গেলে জাহাজের সকলেই প্রাণে মরিবে!”

প্রস্পারো কন্যাকে বুঝাইলেন, “বাছা, অত কাতর হইতেছ কেন? আমি এরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছি যে কোন লোকের কোন ক্ষতি হইবে না। তোমার মুখ চাহিয়াই আমি এই ঝড় তুলিয়াছি। তুমি ত' আর জান না যে তুমি কে, কোথায় তোমার দেশ! শুধু জানো যে আমি তোমার পিতা। আর জানিবেই বা কি করিয়া? তখন তোমার বয়স মোটে তিন বৎসর। এ গুহায় আসিবার আগেকার কথা—এখন হইতে বারো বৎসর পূর্ব্বে আমি মিলানের ডিউক্ ছিলাম। আর তুমিই ছিলে রাজকুমারীর মত আমার সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী। অ্যাণ্টনিও নামে আমার এক ভাই ছিল। নির্জ্জনে পড়াশুনা করা আমার খুব ভাল লাগিত বলিয়া প্রায়ই রাজ-কার্য্যের ভার তোমার কাকার উপর দিয়া নিশ্চিন্ত মনে পড়াশুনার মধ্যে ডুবিয়া থাকিতাম। আমি যখন এইরূপে শুধু মানসিক উন্নতি লইয়া মাতিয়া আছি সেই সুযোগে আমার বিশ্বাসঘাতক ভাই আমার যাবতীয় ক্ষমতা হাতের

মুঠার মধ্যে পাইয়া নিজেকেই ডিউক ভাবিতে লাগিল এবং আমার শক্তিশালী শত্রু নেপ্‌ল্‌সের রাজার সাহায্যে আমাকে রাজ্য হইতে বঞ্চিত করিবার মতলব করিল।

"তারপর অ্যাণ্টনিও আমাদের একটা জাহাজে চড়াইয়া সমুদ্রে অনেক দূর পর্য্যন্ত লইয়া গিয়া একটা হাল, দাঁড় ও পালহীন ছোট্ট নৌকায় বলপূর্ব্বক নামাইয়া দিয়া পলাইল। ভাবিল সমুদ্রে ডুবিয়া আপনিই আমরা মারা যাইব। কিন্তু গঞ্জালো নামক আমার এক সভাসদ্‌ কৃপাপরবশ হইয়া নৌকার মধ্যে জল, খাদ্য, পোষাক এবং আমার প্রিয় পুস্তকগুলি দিয়া দিল। ওঃ সেই কূলহীন সাগরবক্ষে তুমিই ত' তখন আমার একমাত্র আশা ছিলে। তারপর খাবার ফুরাইবার পূর্ব্বেই আমরা এই দ্বীপে পৌঁছাইলাম। সেইদিন হইতে তোমাকে শিক্ষা দিয়া মানুষ করিয়া তোলাই আমার একমাত্র কাজ হইয়া দাঁড়াইল। আর আমার মনে হয় এতদিনে তুমি তোমার শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়াছ।"

মিরাণ্ডা আশ্চর্য্য হইয়া শুনিতেছিল। আগ্রহভরে সে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা, সমুদ্রে ঝড় তুলিয়াছেন কেন তাহা ত কৈ বলিলেন না!"

প্রস্পারো বলিলেন, "এই যে জাহাজ দেখিলে উহাতে আমার বিশ্বাসঘাতক ভাই অ্যাণ্টনিও ও আমার পরম শত্রু নেপ্‌ল্‌সের রাজা আছে। ঝড়ের দাপটে তাহারা বাধ্য হইয়া এই দ্বীপে আশ্রয় লইবে বলিয়াই এই ঝড়ের আয়োজন।"

সেই সময় প্রস্পারো দেখিলেন তাঁহার আজ্ঞাবহ পরী এরিয়েল্‌

ঝড়ের বিবরণ জানাইবার জন্য তাঁহার নিকট আসিতেছে। যদিও মিরাণ্ডা এরিয়েল্‌কে দেখিতে পাইত না তথাপি পাছে মিরাণ্ডার সম্মুখে এরিয়েলের সহিত প্রস্পারো কথা কহিলে মিরাণ্ডা পিতাকে শূন্যের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে দেখিয়া কিছু মনে করে, সেইজন্য যাদুদণ্ড ছোঁয়াইয়া প্রস্পারো মিরাণ্ডাকে ঘুম পাড়াইয়া দিলেন।

এরিয়েল্ ঝড়ের হুবহু বর্ণনা দিল এবং জাহাজের লোকদের ভয়ের কথা বলিল। সে জানাইল যে রাজপুত্র ফার্ডিনাণ্ড জলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে, ইহাতে তাহার পিতা সন্তানের মৃত্যু হইয়াছে মনে করিয়া বড়ই কাতর হইয়া পড়েন। কিন্তু ফার্ডিনাণ্ডের কোনও ক্ষতি হয় নাই। সে এখন দ্বীপের এক কিনারায় বসিয়া পিতার মৃত্যুতে বিলাপ করিতেছে ; তাহার দৃঢ় বিশ্বাস তাহার পিতা জাহাজের সহিত জলমগ্ন হইয়াছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জাহাজের কাহারও একচুলও ক্ষতি হয় নাই।

প্রস্পারো এরিয়েল্‌কে বলিলেন, "ফার্ডিনাণ্ড্‌কে এদিকে লইয়া এস—আমার কন্যার সহিত তাহার দেখা হওয়া প্রয়োজন। রাজা আর আমার ভাই কোথায় ?"

"তাহারা ফার্ডিনাণ্ডকে খুঁজিতেছে। জাহাজের নাবিকদের কেহই মরে নাই। সকলেই অক্ষতশরীরে দ্বীপে উঠিয়াছে এবং প্রত্যেকেই ভাবিতেছে যে সে একলাই বুঝি বাঁচিয়া আছে। জাহাজটাও তাহাদের অদৃশ্যভাবে বন্দরে রহিয়াছে।"

প্রস্পারো এরিয়েল্‌কে তাহার কাজের জন্য প্রশংসা করিয়া বলিলেন যে তাহার কাজ এখনো বাকী আছে। ইহাতে এরিয়েল্

যেন একটু হতাশ হইয়া কহিল, "প্রভু, বলিয়াছিলেন আমাকে ছাড়িয়া দিবেন। ভাবিয়া দেখুন আপনার কত কাজ করিয়া দিয়াছি! কখনও কোনও ভুল করি নাই, কোনও দ্বিধা করি নাই।"

তখন প্রস্পারো এরিয়েল্‌কে মনে করাইয়া দিলেন যে তিনি তাহাকে ভীষণ অত্যাচারের হাত হইতে বাঁচাইয়াছেন। সাইকোরাক্স্‌ যাদুবিদ্যাবলে এরূপ নৃশংস কাজ সুরু করিয়াছিল যে অবশেষে তাহাকে আল্‌জিয়ার্স হইতে নির্ব্বাসিত করা হয়। কয়েক জন নাবিক তাহাকে এই দ্বীপে ছাড়িয়া দিয়া যায়। তারপর এরিয়েল্‌ তাহার হুকুম না মানায় সে ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে একটা গাছের মধ্যে বন্দী করিয়া রাখে। সে যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিত। তাহা শুনিয়া প্রস্পারো তাহাকে উদ্ধার করিয়াছেন।

এরিয়েল্‌ এই সব কথা শুনিয়া লজ্জিত হইল, কহিল, "প্রভু, আমি আপনার হুকুম তামিল করিতে প্রস্তুত।"

ইহাতে প্রস্পারো ভারি খুশী হইলেন। কি কি করিতে হইবে সব জানিয়া লইয়া এরিয়েল্‌ প্রথমে ফার্ডিনাণ্ডের নিকট গেল।

ফার্ডিনাণ্ড ঘাসের উপর ম্রিয়মাণ হইয়া বসিয়াছিল। এরিয়েল্‌ তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "হুজুর, এইবার এসো দেখি আমার সঙ্গে। সুন্দরী মিরাণ্ডার সহিত তোমার দেখা করানো দরকার।" এই বলিয়া এরিয়েল্‌ গান ধরিল—

"তোমার পিতা শুয়ে আছেন সমুদ্রের তলায়—
পূরো পাঁচ ফ্যাদম্‌ নীচে ;
তাঁর হাড়ে প্রবাল তৈরী হয়েছে,

তাঁর চোখ দুটো হ'য়েছে মুক্তাতে পরিবর্ত্তিত—
তাঁর কিছুই নষ্ট হয়নি ;
কিন্তু সমুদ্র তার রূপান্তর ঘটিয়েছে।
সবই দামী আর অদ্ভুত জিনিষে রূপান্তরিত হয়েছে।
জলপরীরা ঘণ্টায় ঘণ্টায় তাঁর মৃত্যুসূচক ঘণ্টাধ্বনি কর্‌ছে
ঐ ঐ শোন ডিংডং ডিংডং ডিংডং…"

গানের ভাব ও সুর ফার্ডিনাণ্ডের মনের উপর এমন এক প্রভাব বিস্তার করিল যে সে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়াই এরিয়েলের স্বর অনুসরণ করিতে করিতে যেখানে গাছের তলায় প্রস্পারো ও মিরাণ্ডা বসিয়া ছিলেন সেইখানে উপস্থিত হইল।

প্রস্পারো মিরাণ্ডাকে কহিলেন, "মিরাণ্ডা, ঐ দেখ কি!"

মিরাণ্ডা জ্ঞান হওয়া পর্য্যন্ত প্রস্পারো ছাড়া আর কোন মানুষের মুখ দেখে নাই ফার্ডিনাণ্ডকে দেখিয়া সে ত' অবাক। মুগ্ধ স্বরে কহিল, "কি সুন্দর চেহারা, বাবা, উনি কি একজন পরী ?"

প্রস্পারো কন্যাকে জানাইলেন ও পরী নয়, তাঁহার মতই মানুষ —খায়-দায় ঘুরিয়া বেড়ায়। ও ঐ ঝড়ে-খাওয়া জাহাজের একজন যাত্রী।

মিরাণ্ডার ধারণা ছিল মানুষগুলি সবই বুঝি তাহার পিতার ন্যায় গম্ভীর আর পাকা-দাড়ি-ওয়ালা। কিন্তু ফার্ডিনাণ্ডের সুন্দর চেহারা দেখিয়া তাহার সে ধারণা বদ্‌লাইয়া গেল। আর ফার্ডিনাণ্ড্ বেচারা আকাশে অশরীরীর গান আর অদ্ভুত অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া ভাবিল বোধ হয় সে কোন মায়াদ্বীপে আসিয়া পড়িয়াছে, আর মিরাণ্ডাকে

সে ত' দ্বীপের অধিষ্ঠাত্রী দেবীই ভাবিয়া বসিল। দুইজনেই দুইজনের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে দেখিয়া প্রস্পারো মনে মনে খুশী হইলেন।

কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া উভয়ের ভালবাসা পরীক্ষা করিবার জন্য প্রস্পারো কপট ক্রোধ দেখাইয়া ফার্ডিনাণ্ড্‌কে গুপ্তচর ইত্যাদি অপবাদ দিয়া খুব খানিক ধম্‌কাইলেন।

ফার্ডিনাণ্ড্‌ ইহাতে রাগিয়া খাপ হইতে তরবারি বাহির করিয়া প্রস্পারোকে মারিতে উদ্যত হইল। কিন্তু প্রস্পারোর যাদুবলে বেচারা পাথরের মত নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মিরাণ্ডা ফার্ডিনাণ্ডের অবস্থা দেখিয়া কাতর হইয়া পিতার নিকট উহার হইয়া বিস্তর সুপারিশ করিতে লাগিল।

প্রাস্পারো কপট ক্রোধে কন্যাকে ধম্‌কাইলেন—"একটা বদ্‌মায়েস্‌ জুয়াচোরের হইয়া সুপারিশ করিও না—উহাকে তুমি জানিবে কিরূপে? আর ওটা ত' কুৎসিত, কদাকার—যেমন রূপ, তেমনি ব্যবহার!"

মিরাণ্ডা কহিলেন, "বাবা, ওঁকে ছাড়িয়া দিন, উনি সুন্দর হউন আর কুৎসিতই হউন তাহাতে আমার কিছু যায় আসে না।"

প্রস্পারো সে কথায় কান না দিয়া ফার্ডিনাণ্ডকে তাঁহার অনুসরণ করিতে হুকুম করিলেন।

ফার্ডিনাণ্ড মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় প্রস্পারোর পিছন পিছন চলিল। প্রস্পারো ফার্ডিনাণ্ডকে গুহার মধ্যে লইয়া গিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কতকগুলি ভারী কাঠের গুঁড়ি এক জায়গায় স্তূপাকার করিতে হুকুম দিয়া পড়িতে যাইবার ছল করিয়া আড়ালে লুকাইয়া রহিলেন।

রাজপুত্র ফার্ডিনাণ্ড্ জীবনে কখনও এরূপ পরিশ্রম-সাধ্য কাজ করে নাই একটু পরেই বেচারা হাঁপাইয়া উঠিল। মিরাণ্ডার ইহাতে বড় কষ্ট হইতেছিল। সে ফার্ডিনাণ্ডের নিকট গিয়া কহিল, "বাবা ত এখন পড়িবার ঘরে, আপনি একটু বিশ্রাম করিয়া লউন।"

মিরাণ্ডার কথায় ফার্ডিনাণ্ডের মন কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল। সে কহিল, "কাজ সমস্ত শেষ না করিয়া বিশ্রাম করিতে আমার সাহস হইতেছে না।"

এই কথা শুনিয়া মিরাণ্ডা নিজে ফার্ডিনাণ্ডকে সাহায্য করিতে গেল। কিন্তু ফার্ডিনাণ্ড কিছুতে তাহাকে কাজ করিতে দিবে না। অবশেষে উভয়ে বসিয়া খানিক গল্প করিতে লাগিল। এদিকে কাহারও হুঁস নাই যে সব কাজই বাকি পড়িয়া আছে।

প্রস্পারো আড়ালে দাঁড়াইয়া সমস্ত শুনিলেন এবং দেখিলেন। তিনি যে জন্য ফার্ডিনাণ্ডের উপর কঠোর ব্যবহার করিতেছিলেন তাহা সফল হইল। তাঁহার পরীক্ষাও শেষ হইল। তিনি বেশ বুঝিলেন যে উভয়ের প্রতি উভয়েই আকৃষ্ট হইয়াছে। কাজেই ফার্ডিনাণ্ডের সহিত মিরাণ্ডার বিবাহ হইতে পারে। তখন তিনি তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া নিজের রূঢ় ব্যবহারের অর্থ বুঝাইয়া ফার্ডিনাণ্ডের হাতে মিরাণ্ডার হাতখানি তুলিয়া দিলেন।

তাঁরপর তিনি তাহাদিগকে সেই অবস্থায় রাখিয়া নিজের ঘরে চলিয়া আসিলেন। এরিয়েলের ডাক পড়িল। এরিয়েল্ কেমন করিয়া নেপল্‌সের রাজা ও প্রস্পারোর দুষ্ট ভাই অ্যান্টনিওকে নাস্তানাবুদ করিয়াছে তাহা সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া কহিল যে সে

নানা রকম আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখাইয়া তাহাদের তাক লাগাইয়া দিয়াছে। তাহার পর যখন তাহারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া ক্লান্ত ও ক্ষুধায় কাতর হইয়াছে তখন সে তাহাদের সম্মুখে এক বিরাট্ ভোজের বন্দোবস্ত করিয়াছে, তারপর যেই তাহারা খাইতে গিয়াছে অমনি সে এক বিরাট রাক্ষুসে পাখীর আকার ধরিয়া খাদ্যদ্রব্য সমস্ত নিমেষে শেষ করিয়া দিয়াছে। তারপর সে তাহাদের সমস্ত পাপের কথা—প্রস্পারোকে ডিউক পদচ্যুত করা এবং তাঁহাকে ও তাঁহার শিশু-কন্যাকে সমুদ্রে নিশ্চিত মরণের মুখে ছাড়িয়া দিয়া আসার কথা—তাহাদের স্মরণ করাইয়া দিয়াছে সেই পাপেই যে তাহাদের এই শাস্তি তাহা তাহারা বুঝিয়াছে।

এরিয়েল্ আরও বলিল যে নেপ্‌ল্‌সের রাজা ও অ্যাণ্টনিও তাহাদের পাপের জন্য সত্যসত্যই অনুতপ্ত। এই কথা শুনিয়া প্রস্পারো তাহাদিগকে সেখানে হাজির করিবার জন্য এরিয়েল্‌কে হুকুম করিলেন।

এরিয়েল্ শূন্যে অদ্ভুত গানের শব্দে ভুলাইয়া নেপ্‌ল্‌সের রাজা, অ্যাণ্টনিও ও গঞ্জালোকে সেখানে হাজির করিল। এই গঞ্জালোই প্রস্পারোর নৌকায় বই ও খাদ্যপানীয়াদি দিয়া সাহায্য করিয়াছিল।

তাহারা শোকে আর ভয়ে এত আত্মহারা হইয়াছিল যে প্রথমে তাহারা প্রস্পারোকে চিনিতে পারে নাই। প্রস্পারো প্রথমে গঞ্জালোকে নিজের প্রাণদাতা বলিয়া সম্বোধন করিয়া আত্মপরিচয় দিলেন। তারপর সকলে চিনিতে পারিল যে তিনিই মিলানের নির্য্যাতিত ডিউক প্রস্পারো।

অশ্রুপূর্ণ চোখে অ্যান্টনিও দাদার নিকট কৃতকর্ম্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিল ; নেপ্‌লসের রাজাও অ্যান্টনিওকে সাহায্য করিবার জন্য যথেষ্ট অনুশোচনা প্রকাশ করিল। তাহারা প্রস্পারোকে নিজ রাজ্য ফিরাইয়া লইবার জন্য অনুরোধ করিল।

প্রস্পারো নেপ্‌লসের রাজাকে বলিলেন, "ঐ দেখ, তোমার জন্য কি সুন্দর উপহার রাখিয়াছি।" এই বলিয়া একটা দরজা খুলিয়া দিলেন। রাজা দেখিল তাহার পুত্র ফার্ডিনাণ্ড্‌ মিরাণ্ডার সহিত দাবা খেলিতেছে।

পিতা-পুত্রের পুনর্মিলনে উভয়েই আনন্দিত হইল। মিরাণ্ডা এতগুলি মানুষ একসঙ্গে কখনো দেখে নাই। সে ত' একদম আশ্চর্য্য হইয়া গেল !

নেপ্‌লসের রাজা মিরাণ্ডাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এই কুমারীটী কে ? ইনিই কি সেই দেবী যিনি আমাদের বিচ্ছেদের পর মিলন ঘটাইয়াছেন ?"

ফার্ডিনাণ্ড্‌ সলজ্জভাবে জানাইল যে তিনি দেবী নন মানবী এবং ভগবানের দয়ায় এখন ইনি তাহার বধূ। প্রস্প্যারোর অনুরোধে এবং আদেশে সে মিরাণ্ডাকে বধূরূপে গ্রহণ করিয়াছে।

এই কথা শুনিয়া রাজার অত্যন্ত আহ্লাদ হইল। তারপর রাজা মিরাণ্ডার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া কহিল, "মা, তোমার পিতার এবং তোমার উপর যত বড় অপরাধই করিয়া থাকি না কেন এখন বোধ হয় তুমি তোমার ছেলেকে ক্ষমা না করিয়া পারিবে না !"

প্রস্পারো সকলকে অতীত দুঃখের কথা ভুলিয়া যাইতে অনুরোধ

করিলেন। তিনি অ্যাণ্টনিওকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, "ভাই, সকলই ভগবানের ইচ্ছা। তোমার দোষ কি? যদি আমি ডিউক পদচ্যুত না হইতাম তাহা হইলে কি আজ আমার মিরাণ্ডা নেপ্‌ল্‌সের রাণী হইতে পারিত?"

অ্যাণ্টনিওর চোখ দিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল গড়াইতে লাগিল। এই অদ্ভুত মিলনের দৃশ্য দেখিয়া বৃদ্ধ গঞ্জালোর চোখও জলে ভরিয়া উঠিল। সে ভগবানের নিকট নব-দম্পতীর মঙ্গল কামনা করিতে লাগিল।

প্রস্পারো তখন সকলকে জানাইয়া দিলেন যে জাহাজের কোনও নাবিকের কোনও ক্ষতি হয় নাই তাহারা সকলেই জীবিত আছে। জাহাজও বন্দরে অপেক্ষা করিতেছে এবং তিনি ও তাঁহার কন্যা পরদিন সকালে সেই জাহাজে করিয়া সকলের সঙ্গে স্বদেশে প্রত্যা-বর্ত্তন করিবেন ঠিক করিয়াছেন।

তারপর প্রস্পারো ক্যালিবান্‌কে রাত্রের খাবার তৈয়ারী করিতে হুকুম দিলেন। ক্যালিবান্‌কে দেখিয়া সকলে ত' অবাক। সে না-বাঁদর, না-মানুষ—কিম্ভূত-কিমাকার সৃষ্টি!

দ্বীপ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে প্রস্পারো এরিয়েল্‌কে মুক্তি দিলেন। এরিয়েল্ স্বাধীন হইবার কথা শুনিয়া আনন্দে নাচিয়া উঠিল। যেদিন মুক্ত-পাখীর মত আকাশে বাতাসে, সবুজ গাছের ছায়ায়, সুস্বাদু ফল ও সুগন্ধি পুষ্পের মাঝে অনায়াসে নিজের ইচ্ছামত উড়িয়া বেড়াইতে পারিবে সেই দিনের কথা বাতাসের পরী এরিয়েল্ রাতদিন ভাবিত।

মুক্ত এরিয়েল্ মনের আনন্দে গান ধরিল। প্রস্পারো তাঁহার যাদুবিদ্যার পুঁথিপত্তর ও যাদুদণ্ডটী মাটীর তলায় চিরকালের জন্য পুঁতিয়া রাখিলেন। প্রতিজ্ঞা করিলেন আর কখনও সেগুলি কাজে খাটাইবেন না। তিনি শত্রুদের জয় করিয়াছেন—নেপ্‌ল্‌সের রাজা ও নিজের ভ্রাতার সহিত মিলিত হইয়াছেন। এইবার তিনি স্বদেশে ফিরিয়া যাইবেন এবং নেপ্‌ল্‌সে মিরাণ্ডা ও ফার্ডিনাণ্ডের বিবাহ দেখিবেন—তাহা হইলেই তাঁহার আনন্দ সব দিক দিয়া সম্পূর্ণ হইবে।

তাঁহাদের জাহাজ বায়ুভরে স্বদেশের দিকে ভাসিয়া চলিল। প্রভুভক্ত এরিয়েল্ স্বাধীন হইয়া মনের আনন্দে জাহাজটী বন্দর পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া সূক্ষ্ম বাতাসে মিলাইয়া গেল।
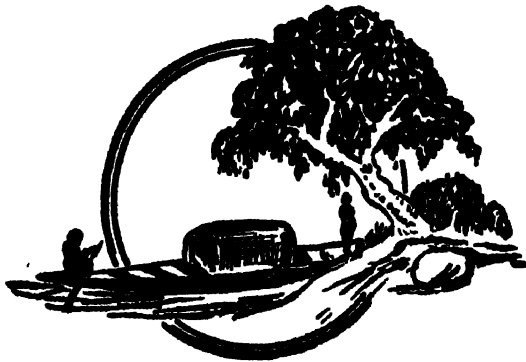
যথা অভিরুচি

(As You Like It)

সে সময়ে ফ্রান্স নানা প্রদেশে বিভক্ত ছিল। এক-একটি প্রদেশ এক-একজন ডিউকের অধীন ছিল। এইরূপ একটী প্রদেশে একজন প্রকৃত ডিউককে ডিউকত্ব হইতে বঞ্চিত করিয়া তাঁহার ভ্রাতা রাজ্য চালাইতেছিলেন।

নিজ রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া ডিউক কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর সঙ্গে লইয়া আর্ডেন নামক বনে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন রাজসভার আড়ম্বরপূর্ণ জীবন অপেক্ষা এই স্থান তাঁহাদের বিশেষ শান্তিময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এই বনে প্রাচীন ইংলণ্ডের দস্যু রবিন্‌হুডের ন্যায় তাঁহারা বাস করিতে লাগিলেন। এই বনে প্রত্যহ রাজধানী হইতে গণ্যমান্য যুবকরা আসিতেন এবং সত্যযুগের ন্যায় সুখে কাল কাটাইয়া চলিয়া যাইতেন। গ্রীষ্মকালে গাছের ছায়ায় শুইয়া বন্য হরিণদের খেলা দেখিতেন, অরণ্যের নানা প্রকার বিচিত্র জীবজন্তুদের তাঁহারা ভালবাসিয়া ফেলিতেন, আর বধ করিতে প্রাণ সরিত না। ডিউক তাঁহার রাজ্যচ্যুতিতে দুঃখ পাইয়াছিলেন কিন্তু ধৈর্য্যের সহিত তিনি সকলই সহিয়া থাকিতেন। তিনি কহিতেন, "মানুষ দুর্ভাগ্যের বিরুদ্ধে যাহাই বলুক না কেন, আমি দেখিতেছি ইহারও উপকারিতা আছে। বিষাক্ত

ভেকের মস্তকের মণিও ঔষধে লাগে।" এইরূপে ধৈর্য্যশীল ডিউক সব জিনিষ হইতেই সদুপদেশ গ্রহণ করিতেন। লোকালয় হইতে দূরে তিনি যে প্রকার জীবন কাটাইতেছিলেন তাহাতে তিনি বৃক্ষ সকলেরও কথা শুনিতে পাইতেন, নদীস্রোতে সদুপদেশপূর্ণ পুস্তক পাঠ করিতেন, পাথরে ধর্ম্ম উপদেশ দেখিতেন এবং বুঝিতেন যে জগতে সব কিছুতেই মঙ্গল রহিয়াছে।

ডিউকের একমাত্র কন্যা রোজালিণ্ড্ নূতন ডিউকের কন্যা সিলিয়ার সহিত নূতন ডিউকের প্রাসাদে থাকিতেন। এই দুই জনের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব হইয়াছিল। উভয়ের পিতার মধ্যে কলহ ছিল কিন্তু কন্যাদের মধ্যে সেজন্য কোন ভাবান্তর দেখা যাইত না। সিলিয়ার পিতা রোজালিণ্ডের পিতাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তাঁহার উপর যে অন্যায় করিয়াছিলেন তাহার ক্ষতিপূরণস্বরূপ সিলিয়া রোজালিণ্ডের উপর খুব সদয় ব্যবহার করিতেন।

মাঝে মাঝে রোজালিণ্ড যখন নিজের অধীনতার কথা ভাবিয়া বিষণ্ণ হইতেন তখন সিলিয়া তাঁহাকে নানা প্রকারে ভুলাইয়া রাখিতেন। একদিন রোজালিণ্ড্ এই প্রকার বিষণ্ণ হইয়া আছেন, সিলিয়া কোন প্রকারেই তাঁহাকে ভুলাইতে পারিতেছেন না, এমন সময় একজন দূত জানাইয়া গেল যে প্রাসাদের সম্মুখে এক মল্লযুদ্ধ হইবে—তাঁহারা যদি দেখিতে ইচ্ছা করেন ত' শীঘ্র যাইতে পারেন। সিলিয়া রোজালিণ্ডকে অন্যমনস্ক করিবার অভিপ্রায়ে সেখানে লইয়া গেলেন।

সেই সময়ে মল্লযুদ্ধ রাজবাটীর অতি প্রিয় খেলা ছিল। সুন্দরী

যুবতীদের সম্মুখে এই খেলা দেখান হইত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে মল্লযুদ্ধের পরিণামের কথা ভাবিয়া তাঁহারা শঙ্কিতা হইলেন। একজন শক্তিশালী লোকের সঙ্গে একজন অল্পবয়স্ক যুবকের যুদ্ধ হইবে। বলবান লোকটী অভ্যস্ত মল্লবীর কিন্তু যুবকটীকে দেখিলে অনভিজ্ঞ বলিয়া বোধ হয়। সকলেই ভাবিতে লাগিল যে যুবকটী নিহত হইবে।

ডিউক, রোজালিণ্ড ও সিলিয়াকে বলিলেন, "মেয়েরা এখানে কেন? এ যুদ্ধের পরিণাম তোমরা সহ্য করিতে পারিবে না—দেখ যদি ভাল কথায় বুঝাইয়া যুবককে নিরস্ত করিতে পার!"

সিলিয়া প্রথমে যুবককে নিরস্ত হইতে অনুরোধ করিলেন। তারপরে রোজালিণ্ড তাঁহাকে এরূপ সদয়ভাবে তাঁহার বিপদ সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দিলেন এবং তাঁহার প্রতি সহানুভূতি দেখাইলেন যে যুবকটী নিরস্ত হওয়া দূরে থাক্, রোজালিণ্ডের সম্মুখে বীরত্ব দেখাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন।

তিনি ভদ্রভাবে জানাইলেন যে এরূপ অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিতেছেন না বলিয়া তিনি সত্যসত্যই দুঃখিত। কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে মহিলাদের চিন্তিত হইবার কারণ নাই—তাঁহার মৃত্যুতে সংসারে কাহারও ক্ষতি হইবে না—সংসারে তাঁহার কেহই নাই।

এই সকল কথা শুনিয়া রোজালিণ্ড্ যুবকটীর প্রতি আরও আকৃষ্টা হইলেন।

এইবার মল্লযুদ্ধ সুরু হইল। সিলিয়া চাহেন যে যুবকটীর যেন আঘাত না লাগে। কিন্তু রোজালিণ্ড্ তাঁহার জন্য বড় বেশী উদ্বিগ্ন

হইয়া পড়িলেন। সত্য কথা বলিতে কি রোজালিণ্ড্ সেই মুহূর্ত্ত হইতে তাঁহাকে ভালবাসিয়া ফেলিলেন।

মহিলাদের উৎসাহে যুবকটীর সাহস খুব বাড়িয়া গিয়াছিল—তিনি প্রাণপণ শক্তিতে যুদ্ধ করিয়া তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করিলেন।

ডিউক অপরিচিত যুবকের ক্রীড়া-নৈপুণ্যে খুব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার নামধাম জিজ্ঞাসা করিলেন। যুবকটী জানাইলেন যে তিনি স্যার রোলাণ্ড্-ডি-বয়েজের কনিষ্ঠ পুত্র। তাঁহার নাম অর্ল্যাণ্ডো। তাঁহার পিতা স্যার রোলাণ্ড্-ডি-বয়েজ্ কিছুকাল পূর্ব্বে মারা গিয়াছেন। তিনি নির্ব্বাসিত ডিউকের বন্ধু ছিলেন।

নূতন ডিউক ফ্রেডারিক এই কথা শুনিয়া যেন অসন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু রোজালিণ্ডের মন ইহাতে অর্ল্যাণ্ডোর প্রতি আরও আকৃষ্ট হইল। তিনি নিজের গলা হইতে একছড়া হার খুলিয়া অর্ল্যাণ্ডোকে তাহা দিয়া কহিলেন, "মহাশয়, আমার এই হার পরিধান করুন। আমার ভাগ্য নেহাৎ মন্দ, তাহা না হইলে ইহাপেক্ষা মূল্যবান্ জিনিষ আপনাকে উপহার দিতাম।"

সিলিয়া এই ব্যাপার হইতে বুঝিতে পারিলেন যে রোজালিণ্ড্ অরল্যাণ্ডোর প্রেমে পড়িয়াছেন।

স্যার্ রোলাণ্ড-ডি-বয়েজের নাম শুনিয়া ফ্রেডারিকের স্মরণ হইল যে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা সকলেই রাজ্যচ্যুত ডিউকের বন্ধু। ইহাতে তাঁহার হিংসার উদ্রেক হইল। রোজালিণ্ড্ অর্ল্যাণ্ডোর প্রতি আসক্ত হইয়াছেন জানিয়া ডিউক ক্রুদ্ধ হইয়া রোজালিণ্ড্কে রাজবাটী ত্যাগ করিয়া পিতার অনুগমন করিতে আদেশ দিলেন।

সিলিয়া কত কান্নাকাটি করিলেন, অনুরোধ-উপরোধ করিলেন, ফ্রেডারিকের মন কিন্তু ফিরিল না।

সিলিয়া যখন দেখিলেন যে রোজালিণ্ড্ আর রাজবাটীতে থাকিতে পারিবেন না তখন তিনিও তাঁহার সহিত গমন করিতে মনস্থ করিলেন। সেই রাত্রেই রোজালিণ্ড্ গ্রাম্য পুরুষের ছদ্মবেশ ধারণ করিলেন এবং সিলিয়া গ্রাম্য স্ত্রীলোক সাজিলেন। উভয়ে যেন ভাই-ভগিনী। রোজালিণ্ড্ গ্যানিমিড আর সিলিয়া এলিয়ানা নাম লইলেন।

তাঁহারা এইরূপ ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া খরচের জন্য কিছু অর্থ ও রত্ন প্রভৃতি লইয়া বহুদূরবর্ত্তী আর্ডেনের বনের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

পথে তাঁহারা পান্থনিবাস পাইয়াছিলেন কিন্তু আর্ডেনের বনের কাছে আসিয়া আর তাঁহারা কোন বিশ্রামাগার পাইলেন না। গ্যানিমিড বেশ খোস্ মেজাজে ছিলেন কিন্তু এখন ক্লান্ত হইয়া এলিয়ানার নিকট স্বীকার করিলেন যে পুরুষের ছদ্মবেশ পরিয়া থাকিলেও এখন তাঁহার স্ত্রীলোকের ন্যায় কাঁদিতে ইচ্ছা করিতেছে।

ক্রমে তাঁহারা আর্ডেনের বনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; কিন্তু ডিউক কোথায় থাকেন কে জানে। তাঁহারা ক্লান্তিতে মৃত-প্রায় হইয়া গাছের তলায় বসিয়া আছেন এমন সময় একজন মেষপালককে দেখিতে পাইয়া গ্যানিমিড বলিলেন, "মেষপালক, যদি এই বনে কোথাও অর্থের পরিবর্ত্তে আহার ও বিশ্রামের স্থান পাওয়া যায় ত' আমাদের সেখানে লইয়া চল। আমার ভগিনী অল্পবয়স্কা কুমারীটী পথশ্রমে ও ক্ষুধায় বড় কাতর হইয়াছে।"

গ্যানিমিড, এলিয়ানা ও মেষপালক —যথা অভিরুচি।

মেষপালকটী জানাইল যে সে যাঁহার ভৃত্য তিনি তাঁহার কুটীর বিক্রয় করিবেন। যদি তাঁহারা তাহার সহিত যান ত' আশ্রয় ও আহার পাইতে পারেন।

মেষপালকটীর সঙ্গে গিয়া গ্যানিমিড ও এলিয়ানা সেই কুটীরটী ক্রয় করিলেন। একপাল মেষও সেই সঙ্গে তাঁহারা ক্রয় করিলেন ও সেই মেষপালকটীকে আপনাদের ভৃত্যরূপে নিযুক্ত করিয়া সেই কুটীরেই বাস করিতে লাগিলেন।

প্রথমে তাঁহারা গ্রাম্য লোকের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে সত্যসত্যই তাঁহাদের মেষপালক ও মেষপালিকার ন্যায় বাস করিতে হইল। তবুও মাঝে মাঝে গ্যানিমিডের মনে হইত যে সে রোজালিণ্ড নাম্নী রমণী এবং স্যার রোলাণ্ডের পুত্র অরল্যাণ্ডোকে সে অত্যন্ত ভালবাসে। কিন্তু উভয়ে কত দূরে বাস করিতেছে। বাস্তবিক পক্ষে অরল্যাণ্ডো কিন্তু আর্ডেনের বনেই ছিলেন।

স্যার রোলাণ্ড্‌ মৃত্যুকালে কনিষ্ঠ পুত্র অল্পবয়স্ক অরল্যাণ্ডোকে জ্যেষ্ঠপুত্র অলিভারের হাতে দিয়া যান এবং তাহাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়া মানুষ করিতে আদেশ করিয়া যান। কিন্তু অলিভার ভাইকে কোনরূপ শিক্ষা দেয় নাই। তথাপি অরল্যাণ্ডো আকৃতি ও আচরণে শিক্ষিত যুবকের ন্যায় হইয়া উঠিলেন। ইহাতে অলিভার হিংসাপরবশ হইয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার মানসে একজন বিখ্যাত মল্লযোদ্ধা নিযুক্ত করিয়া তাহার সহিত অরল্যাণ্ডোকে মল্লক্রীড়ায় নিযুক্ত করিল। কিন্তু সে মল্লক্রীড়ায় অরল্যাণ্ডোর হাতে মল্লবীরটী পরাজিত হইল।

দুরভিসন্ধি চরিতার্থ হইল না দেখিয়া অলিভার শপথ করিল যে অর্ল্যাণ্ডো যে ঘরে ঘুমাইবে সে-ঘরে আগুন লাগাইয়া অরল্যাণ্ডোকে সে পুড়াইয়া মারিবে। অলিভার যখন এইরূপ শপথ করিল তখন স্যার্ রোলাণ্ডের এক বৃদ্ধ বিশ্বস্ত ভৃত্য তাহা শুনিতে পাইল। ঐ ভৃত্য অর্ল্যাণ্ডোকে অত্যন্ত ভালবাসিত। অর্ল্যাণ্ডো যখন ডিউকের প্রাসাদ হইতে ফিরিতেছিলেন তখন সেই ভৃত্য (অ্যাডাম্) অর্ল্যাণ্ডোকে সকল কথা বলিল ও শীঘ্র পলায়ন করিতে অনুরোধ করিল।

অর্ল্যাণ্ডোর যে টাকাকড়ি নাই তাহা অ্যাডাম্ জানিত। সেই জন্য সে চাকুরি করিয়া যে পাঁচশত ক্রাউন জমাইয়াছিল তাহা সঙ্গে আনিয়াছিল। সে সমস্তই অর্ল্যাণ্ডোকে দিয়া বলিল, "এই টাকা গ্রহণ কর। আমার জন্য ভাবনা করিও না। যে ভগবান কাকদেরও আহার যোগান তিনিই আমাকে বৃদ্ধাবস্থায় সান্ত্বনা দিবেন। আমাকে ভৃত্যরূপে সঙ্গে লও—তোমার যাবতীয় আবশ্যকীয় কাজ আমি যুবকোচিত তৎপরতার সহিত সম্পন্ন করিব।"

অর্ল্যাণ্ডো তাহাকে সঙ্গে লইলেন ও বলিলেন যে তাহার টাকা খরচ হইবার আগেই তিনি আবার উভয়ের ভরণপোষণের উপযোগী অর্থ উপার্জ্জন করিয়া লইবেন।

চলিতে চলিতে উভয়ে আর্ডেনের বনে হাজির হইল। ক্ষুধায় ও ক্লান্তিতে তাহারা অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। বৃদ্ধ অ্যাডাম্ প্রভুর নিকট বিদায় লইয়া বলিল, "প্রভু, ক্ষুধায় মরিতেছি—আর পথ চলিতে পারিতেছি না।" অর্ল্যাণ্ডো তাহাকে

কোলে করিয়া উঠাইয়া এক বৃক্ষ-তলে রাখিয়া খাদ্যের সন্ধানে গেলেন।

ডিউক ও তাঁহার বন্ধুগণ মধ্যাহ্ন-ভোজনে বসিয়াছেন এমন সময় অরল্যাণ্ডো সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন ও কহিলেন, "ক্ষান্ত হও, আর আহার করিও না, আমি তোমাদের খাদ্য গ্রহণ করিব।"

ডিউক তাঁহাকে তাঁহাদের সহিত বসিয়া আহার করিতে অনুরোধ করিলেন। অরল্যাণ্ডো ডিউকের ভদ্র ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন যে তিনি তাঁহাদিগকে বন্য অসভ্য মনে করিয়া ঐরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, সে জন্য তিনি ক্ষমা চাহিতেছেন। একজন বৃদ্ধ লোক কেবল ভালবাসার আকর্ষণে তাঁহার সহিত পথ হাঁটিয়া এতদূর আসিয়াছে তাহাকে আহার না দিয়া তিনি আহার করিতে পারেন না।

ডিউকের অনুরোধে অরল্যাণ্ডো অ্যাডাম্‌কে কোলে লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন।

আহারাদির পর ডিউক অরল্যাণ্ডোর পরিচয় গ্রহণ করিয়া জানিলেন যে তিনি তাঁহার প্রাচীন বন্ধু স্যার রোল্যাণ্ড্‌-ডি-বয়েজের পুত্র। তার পর অরল্যাণ্ডো ও অ্যাডাম্‌ ডিউকের সহিত বাস করিতে লাগিল।

গ্যানিমিড ও এলিয়ানা দেখিলেন যে বনের গাছে গাছে রোজালিণ্ডের নাম খোদাই করা ও রোজালিণ্ডের উদ্দেশে প্রণয়গীতি লেখা—ইহাতে তাঁহারা আশ্চর্য্য হইলেন। কিন্তু কয়েকদিন পরেই অরল্যাণ্ডোর সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। অরল্যাণ্ডোর গলার

সেই হার দেখিয়া রোজালিণ্ড ও সিলিয়া (এক্ষণে ছদ্মবেশী গ্যানিমিড ও এলিয়ানা) তাঁহাকে চিনিলেন।

অর্ল্যাণ্ডো মেষপালক গ্যানিমিডকে চিনিতে পারিলেন না। তবে স্বীয় প্রণয়িণী রোজালিণ্ডের সহিত তাঁহার সাদৃশ্য দেখিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন। রোজালিণ্ড ঠাট্টা করিয়া অর্ল্যাণ্ডোকে কহিলেন যে এক হতাশ প্রেমিক রোজালিণ্ড নাম্নী প্রেমিকার নাম খোদাই করিয়া করিয়া বনের চারাগাছগুলি নষ্ট করিতেছে। যদি সেই লোকটীকে তিনি দেখিতে পান ত' এমন সদুপদেশ দিবেন যে তাঁহার প্রণয় রোগ একদম আরাম হইয়া যাইবে।

সেই কথা শুনিয়া অর্ল্যাণ্ডো কহিলেন যে তিনিই সেই হতাশ প্রেমিক এবং তিনি সৎপরামর্শ চাহেন। তখন গ্যানিমিড অর্ল্যাণ্ডোকে কহিলেন যে তিনি প্রত্যহ তাঁহার কুটীরে আসিবেন এবং গ্যানিমিড রোজালিণ্ড সাজিয়া তাঁহার উপর খামখেয়ালী স্ত্রীলোকদের ন্যায় ব্যবহার করিবেন ও অর্ল্যাণ্ডো প্রেম নিবেদন করিবেন যেন তিনি-ই রোজালিণ্ড। এইরূপ করিতে করিতে কালক্রমে অর্ল্যাণ্ডো নিজের ভালবাসার জন্য লজ্জিত হইবেন।

অর্ল্যাণ্ডো গ্যানিমিডের কথামত চলিতে রাজী হইলেন। অর্ল্যাণ্ডো প্রত্যহ আসিয়া গ্যানিমিডের নিকট প্রেম নিবেদন করিতে লাগিলেন এবং গ্যানিমিডও রোজালিণ্ডের ভূমিকা লইয়া তাঁহার সহিত প্রেমালাপ করিতে লাগিলেন। ইহাতে অর্ল্যাণ্ডোর রোগ সারা ত' দূরের কথা অর্ল্যাণ্ডো ও গ্যানিমিড (অর্থাৎ রোজালিণ্ড) উভয়ের ভালবাসাই ক্রমশঃ গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে লাগিল।

অর্‌ল্যাণ্ডোর নিকট হইতে গ্যানিমিড ডিউকের বাসস্থানের সন্ধান পাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ডিউক পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে গ্যানিমিড বলিয়াছিলেন যে তিনি তাঁহার ন্যায়ই সদ্‌বংশ-সম্ভূত। কিন্তু ডিউক তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। কাজেই গ্যানিমিডের প্রকৃত পরিচয় গোপন রহিয়া গেল।

একদিন অর্‌ল্যাণ্ডো গ্যানিমিডের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছেন পথে দেখিলেন যে এক ঘুমন্ত ব্যক্তির গলায় একটী সাপ জড়াইয়া আছে। অর্‌ল্যাণ্ডোকে দেখিয়া সাপটী পলাইয়া গেল। আরো নিকটে গিয়া তিনি দেখিলেন একটী সিংহী লোকটীকে আক্রমণ করিবার জন্য ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে। তখন অর্‌ল্যাণ্ডো দেখিলেন যে নিদ্রিত ব্যক্তি তাহার ভ্রাতা অলিভার। অর্‌ল্যাণ্ডো একবার ভাবিলেন যে সিংহীর মুখে তাহাকে ফেলিয়া রাখিয়া সরিয়া পড়েন কিন্তু পরক্ষণেই তাহার ভ্রাতৃস্নেহ ফিরিয়া আসিল। তিনি তরবারি লইয়া সিংহীকে আক্রমণ করিয়া তাহাকে বধ করিলেন। কিন্তু সিংহীর নখের আঘাতে তাঁহার একটি হাত ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেল।

অলিভার জাগ্রত হইয়া অর্‌ল্যাণ্ডোর ব্যবহারে অত্যন্ত লজ্জিত হইল। অনুতাপে তাহার অন্তর পুড়িতে লাগিল। তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া মিলিত হইলেন।

এদিকে ক্ষতস্থান হইতে রক্ত পড়িয়া অর্‌ল্যাণ্ডো বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি আর গ্যানিমিডের সহিত দেখা করিতে যাইতে পারিলেন না। অলিভারকে দিয়া বিপদের কথা তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন। অর্‌ল্যাণ্ডো কিরূপে নিজের জীবন বিপন্ন

করিয়া অলিভারের জীবন বাঁচাইয়াছে তাহা যখন অলিভার গ্যানিমিড ও এলিয়ানার নিকট সবিস্তারে কহিয়া তাঁহাদের দুই ভাইয়ের শত্রুতা এবং পুনর্মিলনের কথা বলিল তখন এলিয়ানা অলিভারের প্রতি আকৃষ্ট হইলেন এবং তাহাকে ভালবাসিয়া ফেলিলেন। এদিকে অর্‌ল্যাণ্ডোর বিপদের কথা শুনিয়া ত গ্যানিমিড মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মূর্চ্ছা ভঙ্গের পর গ্যানিমিড অলিভারকে বুঝাইলেন যে তিনি মূর্চ্ছার ভাণ করিয়াছিলেন মাত্র। কিন্তু অলিভার বুঝিলেন যে ইহা প্রকৃত মূর্চ্ছা।

অর্‌ল্যাণ্ডোর নিকট ফিরিয়া আসিয়া অলিভার গ্যানিমিডের মূর্চ্ছার কথা ও সুন্দরী মেষপালিকা এলিয়ানার সহিত তাঁহার প্রণয়ের কথা কহিল। পরে অলিভার বলিল যে সে সুন্দরী মেষপালিকাকে বিবাহ করিয়া মেষপালক হইয়া বনে বাস করিবে এবং তাহার সম্পত্তি অর্‌ল্যাণ্ডোকে দান করিবে ঠিক করিয়াছে।

এদিকে গ্যানিমিড আহত বন্ধুকে দেখিবার জন্য আসিয়া হাজির হইলেন। অর্‌ল্যাণ্ডো গ্যানিমিডকে বলিলেন যে এলিয়ানার সহিত অলিভার প্রণয়-পাশে আবদ্ধ হইবে। কল্য উহাদের বিবাহের দিনস্থির হইয়াছে। তিনিও ঐ দিন রোজালিণ্ডকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক। গ্যানিমিড প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, তিনি যে উপায়ে পারেন পরদিন রোজালিণ্ডকে উপস্থিত করিয়া উভয়ের বিবাহ ঘটাইবেন। গ্যানি-মিডের কথায় অর্‌ল্যাণ্ডো আশ্চর্য্য হইলে গ্যানিমিড তাহাকে কহিলেন যে তিনি যাদু-বিদ্যার প্রভাবে ঐরূপ করিবেন।

কিন্তু অর্‌ল্যাণ্ডোর সন্দেহ ঘুচিল না। তখন গ্যানিমিড

অর্‌ল্যাণ্ডোকে কহিলেন যে যদি তিনি সত্যসত্যই বিবাহ করিতে চান ত সত্বর ডিউক ও তাঁহার বন্ধুদের যেন নিমন্ত্রণ করেন।

পরদিন অলিভার এলিয়ানাকে লইয়া ডিউকের নিকট উপস্থিত হইল। অর্‌ল্যাণ্ডোও আসিলেন। দুইটি বিবাহ কিন্তু একটি মাত্র পাত্রী দেখিয়া সকলে অবাক হইয়া গেলেন। সেই সময়ে গ্যানিমিড উপস্থিত হইয়া ডিউককে জিজ্ঞাসা করিলেন যে যদি রোজালিণ্ড এখানে উপস্থিত হয় তাহা হইলে তিনি তাঁহার সহিত অর্‌ল্যাণ্ডোর বিবাহ দিতে ইচ্ছুক কি না। ডিউক জানাইলেন যে তিনি রাজী আছেন।

তখন গ্যানিমিড এলিয়ানার হাত ধরিয়া বাহিরে গেলেন এবং দুইজনে ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া সিলিয়াও রোজালিণ্ড রূপে আসিয়া দাঁড়াইলেন। রোজালিণ্ড জানু পাতিয়া পিতার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিলেন এবং সকল কথা পিতার নিকট ব্যক্ত করিলেন।

বিবাহ হইয়া গেল। কিন্তু বন-মধ্যে সেরূপ জাঁকজমক কিছু হইল না। তবু ইহা অপেক্ষা সুখের বিবাহ খুব কমই হইয়া থাকে। বিবাহের পর যখন গাছের ছায়ায় বসিয়া সকলে হরিণের মাংস আহার করিতেছেন তখন একজন দূত আসিয়া ডিউককে জানাইল যে ফ্রেডারিক তাঁহাকে তাঁহার রাজ্য প্রত্যর্পণ করিয়াছেন।

ফ্রেডারিক নিজ কন্যা সিলিয়ার পলায়নে বড় ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। রাজ্যের সমস্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই প্রকৃত ডিউকের সহিত মিলিত হইবার জন্য আর্ডেনের বনে যাত্রা করিতেছেন দেখিয়া তাঁহার হিংসার সীমা পরিসীমা রহিল না। তিনি প্রকৃত ডিউককে নিহত করিবার

উদ্দেশ্যে একদল সৈন্য লইয়া বনের দিকে যাইতেছিলেন পথে এক সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় তাঁহার মন হইতে সমস্ত অসদভিপ্রায় দূরীভূত হইল। তিনি প্রকৃত ডিউককে রাজ্য ফিরাইয়া দিয়া মঠে আশ্রয় লইতে মনস্থ করিলেন।

সকলেরই আনন্দ হইতে লাগিল। ডিউক এইবার বিশ্বস্ত অনুচরগণকে পুরস্কৃত করিবার সুযোগ পাইলেন। আবার সকলে রাজ্যে ফিরিয়া আসিয়া সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন।

একটি নিদাঘ-নিশীথের স্বপ্ন

(A Midsummer Night's Dream)

এথেন্স্ নগরে এইরূপ একটি আইন প্রচলিত ছিল যে কন্যা যদি তাহার পিতা-কর্ত্তৃক মনোনীত পাত্রকে বিবাহ করিতে অস্বীকার করিত ত' পিতা সেই আইনের প্রভাবে কন্যাকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করাইতে পারিতেন। কিন্তু এই আইন বড় একটা কাজে লাগানো হইত না।

কিন্তু ইজিয়াস্ নামক একজন বৃদ্ধ লোক সত্যসত্যই তখনকার শাসনকর্ত্তা থিসিউসের নিকট এই অভিযোগ করিলেন যে তাঁহার কন্যা হার্ম্মিয়া তাঁহার নির্ব্বাচিত এথেন্সের এক সম্ভ্রান্তবংশীয় যুবক ডেমেট্রিয়াস্‌কে বিবাহ করিতে অস্বীকার করিতেছে এবং লিসেণ্ডার নামক অপর এক যুবকের প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী হইয়াছে। অতএব তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া হউক।

নিজের হইয়া হার্ম্মিয়া শুধু এইটুকু বলিলেন যে ডেমেট্রিয়াস্ ইতি-পূর্ব্বেই তাঁহার প্রিয়সখি হেলেনার প্রতি প্রণয়াসক্ত হইয়াছে এবং হেলেনাও ডেমেট্রিয়াসের প্রেমে পাগলিনী। কিন্তু ইহাতে ইজিয়াস্ সন্তুষ্ট হইলেন না।

থিসিউস্ খুব দয়ালু রাজা ছিলেন কিন্তু তিনি ত' দেশের আইন লঙ্ঘন করিতে পারেন না! কাজেই তিনি হার্ম্মিয়াকে এ বিষয়ে

ভাবিয়া দেখিবার জন্য চার দিনের সময় দিলেন। যদি তারপরেও সে ডেমেট্রিয়াস্‌কে বিবাহ করিতে রাজী না হয় ত' তাহার প্রাণদণ্ড হইবে।

ডিউকের নিকট বিদায় লইয়া হার্মিয়া নিজ প্রণয়পাত্র লিসেণ্ডারের নিকট যাইয়া সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। ইহাতে লিসেণ্ডার বলিলেন যে এথেন্স্‌ নগরের কিছু দূরে তাঁহার এক খুড়ী থাকেন। হার্মিয়া যদি রাতারাতি তাঁহার সহিত সেখানে পলায়ন করেন ত' এথেন্সের নিয়ম সেখানে খাটিবে না। তাঁহারা সেখানে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইতে পারিবেন। এই পরামর্শ করিয়া লিসেণ্ডার এথেন্সের নিকটবর্ত্তী এক মনোরম বনে হার্মিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

হার্মিয়া প্রিয়সখি হেলেনার নিকট এই পলায়নের কথা বলিলেন। হেলেনা আবার ডেমেট্রিয়াস্‌কে ঐ কথা বলিলেন। তিনি জানিতেন যে ডেমেট্রিয়াস্‌ হার্মিয়ার পিছনে পিছনে ঐ বনে যাইবেন এবং তিনিও বিশ্বাসঘাতক প্রণয়ীর কাণ্ডকারখানা দেখিতে পাইবেন।

লিসেণ্ডার ও হার্মিয়া যে বনে দেখা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন সেই বন পরী নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবের বেড়াইবার অতি প্রিয় জায়গা ছিল।

পরীদের রাজা ওবেরণ ও রাণী টাইটানিয়া তাঁহাদের অনুচরবর্গ-সহ এই বনে মধ্যরাত্রে আমোদ-প্রমোদ করিতেন ও ভোজ খাইতেন।

কিন্তু এই সময়ে পরীদের রাজা ও রাণীর মধ্যে মোটেই মিল ছিল না। জ্যোৎস্নায় ছায়াময় অরণ্য-পথে তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইলেই তাঁহারা কলহে প্রবৃত্ত হইতেন। সে সময় পরীরা ভয়ে ওক্-ফলের বাটীর মধ্যে লুকাইয়া বাঁচিত।

এই কলহের কারণ একটী অপহৃত বালক। টাইটানিয়ার বন্ধুর মৃত্যুর পর টাইটানিয়া তাহার এই পুত্রটীকে ধাত্রীর নিকট হইতে চুরি করিয়া আনিয়া প্রতিপালন করেন।

যে রাত্রে হার্মিয়া ও লিসেণ্ডারের বনমধ্যে সাক্ষাৎ করিবার কথা সেই রাত্রে আবার পরীদের রাজা ও রাণীর দেখা হইল এবং কলহ বাধিল।

ওবেরণ কহিলেন, "ওগো গর্ব্বিতা টাইটানিয়া, সেই অপহৃত বালকটীকে আমায় দান কর—আমি তাহাকে আমার চাকর করিব।"

রাণী টাইটানিয়া কহিলেন, "থাক্ না, সমস্ত পরীরাজ্য দিলেও বালকটীকে দিব না।"

ওবেরণ রাণীকে শাসাইলেন যে ভোরের আগে পর্য্যন্ত এই অবাধ্যতার জন্য তিনি তাঁহাকে শাস্তি দিবেন। এই উদ্দেশ্যে ওবেরণ তাঁহার প্রিয়পাত্র বিশ্বস্ত মন্ত্রী "পাক্"কে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

পাক্ ছিল ভারি চালাক আর দুষ্ট। লোকে তাহার নাম রাখিয়াছিল "রবিন্-গুড্‌ফেলো।" শয়তানি ফন্দিতে তাহার জুড়ি ছিল না। আশপাশের গাঁয়ে সে শয়তানি করিয়া বেড়াইত। কখনো গয়লানীদের মাখন তৈয়ারী করার পাত্রে পড়িয়া তাহার মধ্যে এমন নাচ সুরু করিত যে গয়লানীরা হাজার চেষ্টায়ও মাখন তৈয়ারী

করিতে পারিত না—কখনো বা চাষাদের মদ তৈয়ারীর তামার পাত্রের মধ্যে পড়িয়া এমন খেলা দেখাইত যে মদটাই নষ্ট হইয়া যাইত—কয়েকজন লোক হয়ত মদ খাইবার জন্য একত্র বসিয়াছে পাক্ সেখানে ভাজা কাঁকড়ার রূপ ধরিয়া মদের পাত্রের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং যেই কোন গিন্নী-বান্নী গোছের স্ত্রীলোক মদ খাইতে গেল, পাক্ কাঁকড়ার বেশে তাঁহার ঠোঁট্ কামড়াইয়া ঝুলিয়া পড়িল ও তাহার চিবুক মদে ভাসাইয়া দিল। খানিক বাদে আবার যখন ঐ বৃদ্ধা গল্প বলিবার জন্য টুলে বসিতে যাইবে অমনি পাক্ পিছন হইতে টুলটি সরাইয়া লইল এবং বৃদ্ধা মাটীতে পড়িয়া গেল। পাক্ ছিল এমন আমুদে।

ওবেরণ পাক্‌কে লাভ্-ইন্-অইড্‌ল্‌নেস্ নামক এক প্রকার ফুল আনিতে হুকুম করিলেন। এই ফুলের রস ঘুমন্ত লোকের চোখে দিলে জাগিয়া সে যাহাকে প্রথমে দেখে তাহাকেই ভালবাসে। ওবেরণ পাক্‌কে কহিলেন যে তিনি ঐ ফুলের রস ঘুমন্ত টাইটানিয়ার চোখে লাগাইবেন। ঘুম হইতে জাগিয়া সে প্রথমে যাহাকেই দেখিবে সে সিংহই হউক, বানরই হউক, আর ভালুকই হউক তাহাকে ভালবাসিবে। তিনি আর একটী যাদু জানেন তাহা দ্বারা এই মোহ দূর করিতে পারিবেন। কিন্তু এই অপহৃত বালকটীকে না লইয়া সে যাদু খাটাইবেন না—বালকটীকে তিনি নিজের চাকর করিবেনই করিবেন।

দুষ্টামি করিবার সুযোগ পাইলে পাক্ আর কিছুই চাহিত না। সে নাচিতে নাচিতে ফুলের সন্ধানে ছুটিল।

ওবেরণ পাকের প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন এমন সময় ডেমেট্রিয়াস্ ও হেলেনা ঐ বনে প্রবেশ করিলেন। ওবেরণ তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিলেন। হেলেনা ডেমেট্রিয়াস্‌কে অনুসরণ করিয়াছেন বলিয়া ডেমেট্রিয়াস্ হেলেনাকে বিস্তর তিরস্কার করিলেন। হেলেনা ডেমেট্রিয়াসের পূর্ব্ব ভালবাসার কথা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন কিন্তু ডেমেট্রিয়াস্ তাহাতে ভুলিলেন না। তিনি হেলেনাকে বন্য পশুর মুখে রাখিয়া দ্রুতগতিতে পলাইলেন। হেলেনাও তাঁহাকে অনুসরণ করিলেন।

ওবেরণ প্রকৃত প্রণয়ীদের বন্ধু ছিলেন। হেলেনার প্রতি তাঁহার দয়া হইল। পাক্ বেগুনী রংয়ের ফুলটী লইয়া ফিরিয়া আসিলে ওবেরণ তাহাকে ঐ ফুলের কিয়দংশ লইয়া তৎক্ষণাৎ ডেমেট্রিয়াসের খোঁজে যাইতে হুকুম করিলেন। তিনি বলিয়া দিলেন যে ডেমেট্রিয়াসের পরণে এথেন্স-দেশবাসীর পোষাক। তিনি নিদ্রিত অবস্থায় চোখে ফুলের রস এমন ভাবে দিতে হুকুম করিলেন যে জাগিয়া যেন প্রথমে তিনি (ডেমেট্রিয়াস্) হেলনাকে দেখিতে পান। পাক্ ওবেরণের হুকুম তামিল করিতে ছুটিল। ওবেরণ এদিকে সেই ফুল লইয়া অতি সন্তর্পণে টাইটানিয়ার সন্ধানে পরীদের কুঞ্জে গেলেন। টাইটানিয়া ঘুমাইবার পূর্ব্বে পরীদের নানা রকম কাজ করিবার আদেশ করিয়া একটা চক্‌চকে সাপের খোলসের কিয়দংশ গায়ে দিয়া শুইয়া পড়িলেন। পরীরা গান গাহিয়া তাঁহাকে ঘুম পাড়াইল।

রাণী ঘুমাইলে পরীরা যে যাহার কাজে গেল। সেই অবসরে

ওবেরণ তাঁহার চোখের পাতায় ফুলের রস ঢালিয়া দিয়া কহিলেন, "জাগিয়া যাহাকে প্রথমে দেখিবে তাহারই প্রেমে পড়িও।"

হার্মিয়া রাত্রে বাটী হইতে পলায়ন করিয়া বনে আসিয়া দেখিলেন যে লিসেণ্ডার তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। খুড়ীর বাড়ী যাইবার পথে লিসেণ্ডার ও হার্মিয়া ক্লান্ত হইয়া বনমধ্যে বৃক্ষতলে শুইয়া নিদ্রাভিভূত হইলেন।

পাক্ ডেমেট্রিয়াসের সন্ধানে ঘুরিতে ঘুরিতে হার্মিয়া ও লিসেণ্ডারকে ঘুমাইতে দেখিয়া ভাবিল ইহারাই সেই প্রণয়ী ও প্রণয়িনী। লিসেণ্ডারের পরণে এথেন্স্ দেশবাসীর পোষাক দেখিয়া সে তাহাকে ডেমেট্রিয়াস্ ভাবিয়া তাহার চোখে বেগুনী ফুলের রস ঢালিয়া দিল।

এদিকে হেলেনা ডেমেট্রিয়াসের খোঁজে তথায় হাজির হইলে লিসেণ্ডার নিদ্রা হইতে উঠিয়া প্রথমে তাঁহাকে দেখিয়া ফুলের প্রভাবে তাঁহার প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িলেন।

তারপর হেলেনাকে অনেক প্রেমের কথা শুনাইতে লাগিলেন। আর হার্মিয়া বৃক্ষতলে নিদ্রিতা পড়িয়া রহিলেন। হেলেনা জানিতেন যে লিসেণ্ডার হার্মিয়ার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী, কাজেই তাঁহার কথায় তিনি অপমান বোধ করিলেন—ভাবিলেন লিসেণ্ডার তাঁহার সহিত উপহাস করিতেছেন। তিনি লিসেণ্ডারকে এই নির্লজ্জ ব্যাপারের জন্য তিরস্কার করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন কিন্তু লিসেণ্ডারও তাঁহার পিছু পিছু ছুটিলেন।

হার্মিয়া জাগিয়া দেখিলেন যে লিসেণ্ডার নাই—তিনি বনমধ্যে

একাকী রহিয়াছেন। তাঁহার বড় ভয় হইল। তিনি পথ খুঁজিয়া না পাইয়া বনমধ্যে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন।

ওদিকে ডেমেট্রিয়াস্ হেলেনার নিকট হইতে পলাইয়া হার্মিয়া ও লিসেণ্ডারের খোঁজে ঘুরিতে ঘুরিতে ক্লান্ত হইয়া বৃক্ষতলে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। এই অবস্থায় ওবেরণ তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে পাকের কথা হইতে বুঝিয়াছিলেন যে পাক্ ভুলক্রমে অন্য লোকের চোখে বেগুনী ফুলের রস দিয়াছে। এক্ষণে ডেমেট্রিয়াস্‌কে দেখিয়া তিনি তাঁহার চোখে ফুলের রস দিলেন। ডেমেট্রিয়াস্ যখন জাগিলেন তখন তাঁহার সম্মুখে হেলেনাকে দেখিয়া তাঁহার প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহাকে প্রেম-সম্বোধন করিতে লাগিলেন।

হার্মিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে লিসেণ্ডার ও ডেমেট্রিয়াস্ উভয়েই হেলেনার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিতেছেন। তিনি প্রথকে ভাবিলেন হয়ত তাঁহারা হেলেনাকে ঠাট্টা করিতেছেন।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরে উভয়ে বুঝিতে পারিলেন যে ব্যাপারটা তামাসা নহে। তখন দুই সখীতে কলহ বাধিয়া গেল।

লিসেণ্ডার ও ডেমেট্রিয়াস্ হেলেনার প্রেমের জন্য যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত বনমধ্যে চলিয়া গেলেন।

ওবেরণ পাক্‌কে ডাকিয়া তাহার ভুলের জন্য তাহাকে ধম্‌কাইলেন এবং বলিলেন, "লিসেণ্ডার ও ডেমেট্রিয়াস্ যুদ্ধ করিবার জন্য বনমধ্যে উপযুক্ত স্থান খুঁজিতেছেন। তুমি গাঢ় কুয়াসায় বনভূমি

টাইটানিয়া সেই গাধার-মাথা-ওয়ালা কৃষকটীকে দেখিয়া কহিলেন, ,

আগেকার ভালবাসার জন্য তাঁহার লজ্জা হইল—আর সেই অদ্ভুত না-মানুষ না-গাধা জন্তুটীকে তিনি ঘৃণা করিতে লাগিলেন।

ওবেরণ তখন তাহার মস্তক হইতে গাধার মুণ্ড খুলিয়া তাহার নিজের মুণ্ড লাগাইয়া দিয়া সরিয়া পড়িলেন। লোকটী কিছুই জানিল না অচেতন হইয়া ঘুমাইতে লাগিল।

আবার ওবেরণ ও টাইটানিয়ার সদ্ভাব হইল। ওবেরণ টাইটানিয়াকে প্রণয়ীগণের কথা বলিলেন এবং তাঁহাদের দেখিতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

ওবেরণ ও টাইটানিয়া দেখিলেন যে প্রণয়ী ও প্রণয়িনীরা সকলে একটা মাঠের উপর নিদ্রা যাইতেছে। পাক্ নিজের ভুল শুধরাইবার জন্য অনেক কষ্টে তাহাদের সকলকে এক জায়গায় আনিয়া ঘুম পাড়াইল ও লিসেণ্ডারের চোখে অপর ফুলের রস দিয়া তাহার মোহ দূর করিল।

প্রথমে হার্ম্মিয়ার ঘুম ভাঙিল। তিনি লিসেণ্ডারের কাছে গিয়া তাঁহার ভালবাসার অদ্ভুত পরিবর্ত্তনের কথা ভাবিতে লাগিলেন। সেই সময় লিসেণ্ডার চোখ চাহিলেন। তাঁহার আর পূর্ব্বের মনোভাব ছিল না। তিনি হার্ম্মিয়াকে আবার ভালবাসিয়া পূর্ব্বরাত্রের অদ্ভুত কথা বলিতে লাগিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন যে ব্যাপারটা স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়।

ওদিকে হেলেনা ও ডেমেট্রিয়াস্ জাগিয়া উঠিলেন। হেলেনা এবার ডেমেট্রিয়াসের প্রণয়-সম্ভাষণ শুনিতে শুনিতে তাহা অকপট বলিয়া বিশ্বাস করিলেন।

হার্ম্মিয়া ও হেলেনার মধ্যে আবার বন্ধুত্ব হইল।

এদিকে ইজিয়াস্ পলাতকা কন্যার সন্ধানে সেই বনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ডেমেট্রিয়াস্ হেলেনার পরিবর্ত্তে হার্ম্মিয়াকে বিবাহ করিবেন না শুনিয়া তিনি হার্ম্মিয়াকে লিসেণ্ডারের সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইতে অনুমতি দিলেন।

এইরূপ মিলন দেখিয়া পরীদের রাজা ও রাণী আনন্দিত হইয়া স্থির করিলেন যে যে দিন উহাদের বিবাহ হইবে সেদিন পরীরাজ্যেও আমোদ-প্রমোদ ও উৎসব হইবে।

যদি গল্পটা শুনিয়া তোমরা এটাকে অবিশ্বাস্য আজগুবি মনে করিয়া অসন্তুষ্ট হও ত' ভাবিও যে তোমরা স্বপ্ন দেখিয়াছ। কিন্তু আমি আশা করি কেহই এমন একটা সুন্দর ও নির্দ্দোষ নিশীথ-স্বপ্ন পাঠ করিয়া অসন্তুষ্ট হইবে না।

ভ্রান্তি-বিলাস

(The Comedy of Errors)

সাইরেকিউজ্ ও ইফেসাস্ রাজ্যের মধ্যে রেষারেষি থাকায় ইফেসাসে এইরূপ একটী নিষ্ঠুর আইন করা হইল যে যদি সাইরে-কিউজের কোন বণিক্‌কে ইফেসাস্ নগরাতে দেখা যায় তাহা হইলে হয় সে নিজের মুক্তির জন্য এক হাজার মার্ক মূল্য দিবে, না হয় তাহার প্রাণদণ্ড হইবে।

ইফেসাসের রাজপথে ঈজিয়ান্ নামক এক বৃদ্ধ সাইরেকিউজ্-দেশীয় বণিক্ ধরা পড়িল। এক হাজার মার্ক মুক্তি-মূল্য দিবার জন্য অন্যথায় প্রাণদণ্ডের জন্য তাহাকে ডিউকের নিকট আনা হইল।

জরিমানা দিবার টাকা ঈজিয়ানের ছিল না। প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দিবার পূর্ব্বে ডিউক তাঁহাকে তাহার জীবন কথা শুনাইতে আদেশ করিলেন। কেন সে ইফেসাসে প্রবেশ করিতে সাহস করিয়াছে, যেখানে সাইরেকিউজের বণিকের পক্ষে প্রবেশ করা মানেই মৃত্যু ?

ঈজিয়ান্ বলিল যে তাহার মৃত্যুভয় নাই, কারণ দুঃখকষ্ট পাইয়া সে জীবনে বীতরাগ হইয়া পড়িয়াছে। তাহার পক্ষে নিজ হতভাগ্য জীবনের কথা বলার চেয়ে কষ্টকর কাজ আর কিছুই হইতে পারে না। সে তাহার গল্প সুরু করিল—

"সাইরেকিউজে আমার জন্ম। আমি ছেলেবেলা হইতেই বণিকবৃত্তি শিক্ষা করি। আমার সহিত যে মহিলার বিবাহ হয় তাঁহার সহিত আমার দিন বেশ সুখেই কাটিতেছিল কিন্তু আমি হঠাৎ এপিড্যাম্নিয়ামে যাইতে বাধ্য হই এবং সেখানে ছয় মাস কার্য্য ব্যপদেশে আটক পড়ি। তারপর যখন দেখিলাম যে সেখানে আরো কিছুকাল থাকিতে হইবে, তখন আমি আমার স্ত্রীকে আনিতে পাঠাইলাম। তিনি সেখানে উপস্থিত হইয়াই যমজ সন্তান প্রসব করিলেন। এই সন্তান দুটী দেখিতে হুবহু এক প্রকারের থাকায় তাহাদের মধ্যে তফাৎ করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। যে সরাইখানায় আমরা থাকিতাম সেই সরাইখানায় ঠিক সেই সময়ে একজন দরিদ্র স্ত্রীলোকও ঠিক আমার পুত্রদ্বয়ের ন্যায় যমজ সন্তান প্রসব করিল। ইহারাও দেখিতে হুবহু এক প্রকার ছিল।

"এই সন্তান দুইটীর বাপ-মা অতিশয় দরিদ্র ছিল। সেইজন্য আমি তাহাদের দুইজনকে আমার পুত্র দুইজনের অনুচর করিবার জন্য ক্রয় করিয়া লইলাম।

"আমার স্ত্রী প্রত্যহ দেশে ফিরিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমি অনিচ্ছাসত্বেও রাজী হইলাম। কিন্তু কুক্ষণে আমরা জাহাজে উঠিয়াছিলাম। কয়েক ফার্লং যাইতে না যাইতেই ভীষণ ঝড় উঠিল এবং জাহাজ রক্ষার আর কোন উপায় নাই দেখিয়া নাবিকগণ নিজেদের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য নৌকায় ভীড় করিয়া উঠিল। তাহারা আমাদের জাহাজ ভীষণ ঝড়ের মুখে ফেলিয়া রাখিয়া পলাইয়া গেল।

"আমার স্ত্রী অবিশ্রান্ত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। শিশুগুলি নিজেদের বিপদের কথা না বুঝিয়া কেবল মাতার দেখাদেখি ক্রন্দন করিতে লাগিল। আমার নিজের কোন ভয় হয় নাই কিন্তু তাহাদের কথা ভাবিয়া আমার ভয় হইল। তাহাদের রক্ষার জন্য আমি প্রাণ-পণে উপায় চিন্তা করিতে লাগিলাম। একটী ছোট মাস্তুলের এক-ধারে আমি আমার কনিষ্ঠ পুত্রকে বাঁধিলাম এবং অন্য ধারে ক্রীত-দাসদের কনিষ্ঠটীকে বাঁধিলাম ও আমার স্ত্রীকে অন্য একটা মাস্তুলে অপর দুইজন শিশুকে বাঁধিতে বলিলাম। এইরূপে আমার স্ত্রীর তত্ত্বাবধানে জ্যেষ্ঠ শিশু দুইজন রহিল আর আমার তত্ত্বাবধানে কনিষ্ঠ দুইজন রহিল। এইবার আমি নিজেকে কনিষ্ঠ শিশুদের মাস্তুলটীতে বাঁধিলাম এবং আমার স্ত্রী নিজেকে জ্যেষ্ঠ শিশু দুইজনের মাস্তুলে বাঁধিলেন। এইরূপ না করিলে কিছুতেই আমাদের জীবন রক্ষা পাইত না। কারণ জাহাজটী একটী ডুবো পাহাড়ে ধাক্কা খাইয়া ফাটিয়া চৌচির হইয়া গেল। আমরা এই মাস্তুল অবলম্বন করিয়া ভাসিতে ভাসিতে পরস্পর পরস্পর হইতে তফাৎ হইয়া পড়িলাম।

"তাহারা একেবারে দৃষ্টির বহির্ভূত হইবার পূর্ব্বেই করিন্থের জেলেরা তাহাদের উঠাইয়া লইল। কিছুকাল পরে আমরাও একটী জাহাজে আশ্রয় পাইলাম। নাবিকদের সহিত আমার জানাশোনা থাকায় তাহারা আমাদিগকে নিরাপদে সাইরেকিউজে নামাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। সেই হইতে আমার স্ত্রী ও অন্য দুইটী শিশুর যে কি হইল তাহা জানিতে পারি নাই।

"আমার কনিষ্ঠ পুত্রের বয়স যখন আঠার বৎসর তখন সে তাহার

মা ও ভাই সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে থাকে এবং তাহাদের সন্ধানে নিজের ক্রীতদাসটীকে সঙ্গে লইয়া যাইতে অনুমতি চাহে। অবশেষে আমি অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনুমতি দিই। সাত বৎসর হইল আমার কনিষ্ঠ পুত্র ও তাহার ক্রীতদাস মাতা ও ভ্রাতার সন্ধানে গিয়াছে। তাহার সন্ধানে আমি নানা দেশ পর্য্যটন করিয়া এইবার ইফেসাসে উপস্থিত হইয়াছি। আজ আমার জীবনের শেষ—তাহাতে দুঃখ নাই যদি জানিতে পারিতাম যে আমার স্ত্রী ও সন্তানরা বাঁচিয়া আছে!"

অসহায় ঈজিয়ান তাহার গল্প শেষ করিল। ডিউক কহিলেন যে আইন অমান্য করিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই, নহিলে তিনি তাহাকে ছাড়িয়া দিতেন। তবে তাহাকে তৎক্ষণাৎ প্রাণদণ্ড না দিয়া তিনি তাহাকে সেই দিনটুকু সময় দিলেন। ইতিমধ্যে সে যদি ভিক্ষা করিয়া বা ধার করিয়া মুক্তিমূল্য দিতে পারে ত' তাহার প্রাণ বাঁচিবে।

ঈজিয়ানের নিকট কিন্তু ইহা বিশেষ সুবিধার বলিয়া বোধ হইল না। ইফেসাসে তাহার কাহারও সহিত আলাপ নাই—কে তাহার মুক্তিমূল্য দিয়া তাহাকে বাঁচাইবে? মুক্তির আশা অল্প দেখিয়া সে ডিউকের নিকট হইতে বিদায় লইয়া কয়েদখানার রক্ষীর তত্ত্বাবধানে রহিল।

ঈজিয়ানের ধারণা ছিল যে ইফেসাসে তাহার আলাপী লোক কেহ ছিল না। কিন্তু ঠিক সেই সময়ে তাহার পুত্রদ্বয় ইফেসাসে ছিল।

ঈজিয়ানের পুত্রদ্বয়কে শুধুই যে দেখিতে এক প্রকার ছিল তাহা

নহে তাহাদের নামও এক প্রকার ছিল—দুই জনেরই নাম য়্যান্টিফোলিস্‌ এবং যমজ ক্রীতদাস দুইটীর নাম ছিল ড্রোমিও। ঈজিয়ানের কনিষ্ঠ পুত্র ও তাহার ক্রীতদাস একই দিনে ইফেসাসে হাজির হয়। সেও সাইরেকিউজের বণিক্‌—কাজেই তাহার অবস্থাও ঈজিয়ানের মত হইত কিন্তু তাহার এক বন্ধু তাহাকে সেই সংবাদ দিয়া বলিল যে সাইরেকিউজের এক বণিকের আজ প্রাণদণ্ড হইবে—তুমি নিজেকে এপিড্যাম্‌নিয়ামের বণিক্‌ বলিয়া পরিচয় দাও। য়্যান্টিফোলিস্‌ তাহাই করিতে স্বীকৃত হইল।

ঈজিয়ানের বড় ছেলে বিশ বৎসর ইফেসাসে বাস করিতেছিল। তাহার যথেষ্ট টাকাকড়ি ছিল। সে ইচ্ছা করিলে পিতার মুক্তি-মূল্য দিতে পারিত। কিন্তু শৈশবে পিতার নিকট হইতে দৈব-দুর্ঘটনায় বিচ্ছিন্ন হওয়ায় সে তাহার পিতার বা মাতার কথা কিছুই জানিত না। বিক্রয় করিবার মানসে জেলেরা তাহাদিগকে তাহার মাতার নিকট হইতে সরাইয়া লইয়াছিল।

ইফেসাসের ডিউকের খুড়া একজন প্রসিদ্ধ যোদ্ধা ছিলেন। তাঁহার নাম ছিল মেনাফোন। এই মেনাফোন বড় য়্যান্টিফোলিস্‌ ও বড় ড্রোমিওকে ক্রয় করিয়াছিলেন। তিনি যখন ইফেসাসে তাঁহার খুড়ার সহিত দেখা করিতে আসিলেন তখন বড় য়্যান্টিফোলিস্‌ ও বড় ড্রোমিওকে সঙ্গে করিয়া আনিলেন

ইফেসাসের ডিউকের বড় য়্যান্টিফোলিসের উপর মায়া হওয়ায় তিনি তাহাকে সেনা বিভাগে কাজ দিলেন। যুদ্ধে বীরত্ব দেখাইয়া বড় য়্যান্টিফোলিস্‌ ডিউকের প্রাণরক্ষা করায় তিনি তাহাকে

য়্যাড্রিয়ান নাম্নী এক ধনী-কন্যার সহিত বিবাহ দিলেন। বড় য়্যান্টিফোলিস্ য়্যাড্রিয়ানের সহিত ইফেসাসে বাস করিতে লাগিল।

ছোট য়্যান্টিফোলিস্ বন্ধুর কথায় সতর্ক হইয়া নিজেকে এপিড্যাম্-নিয়ামের বণিক বলিয়া পরিচয় দিল এবং নিজ ক্রীতদাস ছোট ড্রোমিওকে কিছু টাকা দিয়া সরাইখানায় যাইতে বলিল। একটু পরে সেখানে গিয়া সে কিছু আহার করিবে। ইতিমধ্যে সে বেড়াইয়া সহরটা দেখিবার জন্য চলিল।

ছোট ড্রোমিও খুব আমুদে ছিল। যখন ছোট য়্যান্টিফোলিস্ বিষণ্ণ হইয়া পড়িত তখন সে তাহার সহিত নানাবিধ ঠাট্টা-তামাসা করিয়া তাহাকে সকল বিপদ ভুলাইয়া দিত। ক্রীতদাস ও প্রভু সম্বন্ধ তাহাদের মধ্যে ছিল না।

ছোট য়্যান্টিফোলিস্ যখন ছোট ড্রোমিওকে পাঠাইয়া দিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া নিজের অদৃষ্টের কথা ভাবিতেছিল তখন হঠাৎ দেখিল যে ড্রোমিও ফিরিয়া আসিতেছে। এ কিন্তু বড় ড্রোমিও—ছোট ড্রোমিও ও বড় ড্রোমিও হুবহু এক প্রকার দেখিতে হওয়ায় ছোট য়্যান্টিফোলিস্ তফাৎ ধরিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আরে এত শীঘ্র কোথা হইতে আসিলে?"

বড় ড্রোমিও ছোট য়্যান্টিফোলিস্‌কে নিজ প্রভু বড় য়্যান্টিফোলিস্ মনে করিয়া কহিল "গিন্নিমা আপনাকে আহার করিবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইলেন।" ছোট য়্যান্টিফোলিস্ আশ্চর্য্য হইয়া কহিল "কোন্ গিন্নীমা?"

"কেন, আপনার স্ত্রী।"

এইবার ছোট য়্যান্টিফোলিস্ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। তাহার বিবাহ হয় নাই আর ক্রীতদাসটা দিন দিন আস্কারা পাইয়া তাহার সহিত যা' তা' ঠাট্টা করিতেছে। সে কহিল, "আমরা বিদেশী, তুমি কোন্ সাহসে অন্য লোকের হাতে টাকা ছাড়িয়া দিয়া আসিলে ?"

বড় ড্রোমিও ভাবিল বোধ হয় তাহার প্রভু তাহার সহিত রসিকতা করিতেছে। তাই সে বলিল, "বাবু, আপাততঃ খাইতে চলুন—পরে টেবিলে বসিয়া রসিকতা করিবেন।"

ইহাতে ভীষণ রাগিয়া ছোট য়্যান্টিফোলিস্ বড় ড্রোমিওকে খুব ঘা-কতক প্রহার দিল। প্রহার খাইয়া বড় ড্রোমিও বাড়ী পলাইয়া তাহার গিন্নীমাকে কহিল যে প্রভু আজ আর খাইতে আসিবেন না। তিনি বলিলেন যে তাঁহার স্ত্রী নাই।

স্বামী এই কথা বলিয়াছেন শুনিয়া য়্যাড্রিয়ান্ চটিয়া গেলেন। তিনি মনে মনে সন্দেহ করিতেন যে তাঁহার স্বামী অন্য স্ত্রীলোককে ভালবাসেন। এইবার সে ধারণা তাঁহার মনে বদ্ধমূল হইল। তিনি স্বামীর উদ্দেশ্যে নানা প্রকার কটু কথা কহিতে লাগিলেন। তাঁহার ভগিনী লুসিয়ানা তাঁহাকে বুঝাইতে লাগিলেন যে ও-সকল অমূলক সন্দেহ মাত্র।

ছোট য়্যান্টিফোলিস্ সরাইখানায় গিয়া দেখিল যে ছোট ড্রোমিও টাকা লইয়া সেখানে বসিয়া আছে। বাজে ঠাট্টা করার জন্য সে তাহাকে তিরস্কার করিতে যাইবে এমন সময় য়্যাড্রিয়ান সেখানে উপস্থিত হইয়া নানারূপ অভিযোগ করিতে লাগিলেন, "আমার দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া আছেন! বাঃ বেশ! বিবাহের পূর্ব্বে কত ভাল-

বাসিতেন এখন বুঝি অন্য স্ত্রীলোকের প্রতি মন আকৃষ্ট হইয়াছে! বলুন স্বামিন,' কোন্ অপরাধে আমাকে পরিত্যাগ করিলেন?"

ছোট য়্যান্টিফোলিস্ ত' অবাক। সে ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া কহিল, "আমাকে বলিতেছেন?" সে বৃথাই কহিতে লাগিল যে সে তাঁহার স্বামী নয়। কিন্তু য়্যাড্রিয়ান্ শান্ত হইলেন না—তাঁহাকে বাড়ী ফিরিয়া আহারে বসিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ছোট য়্যান্টিফোলিস্ অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া য়্যাড্রিয়ানের সহিত আহারে বসিয়া ভাবিতে লাগিল হয়ত বা তাহাদের স্বপ্নে বিবাহ হইয়াছে কিম্বা সে স্বপ্নই দেখিতেছে। আর ছোট ড্রোমিও বেচারাকে তাহার দাদার স্ত্রী স্বামী বলিয়া পুনঃ পুনঃ সম্বোধন করায় সে-ও অবাক হইয়া গেল।

এদিকে যখন খাওয়া-দাওয়া চলিতেছে তখন বড় য়্যান্টিফোলিস্ ড্রোমিওর সহিত বাড়ী ফিরিল। কিন্তু চাকররা দরজা খুলিল না। তাহারা জানাইয়া দিল যে কর্ত্তাবাবু ও গিন্নিমা খাইতে বসিয়াছেন এখন দরজা খোলা হইবে না। বড় য়্যান্টিফোলিস্ সজোরে দরজায় ধাক্কা দিয়া জানাইল যে সে য়্যান্টিফোলিস্ এবং সঙ্গে তাহার ক্রীতদাস ড্রোমিও। কিন্তু চাকররা হাসিয়া উঠিল। তাহারা কহিল য়্যান্টিফোলিস্ আহারে বসিয়াছেন আর ড্রোমিও রান্নাঘরে। অবশেষে হতাশ হইয়া বড় য়্যান্টিফোলিস্ ও বড় ড্রোমিও সেখান হইতে চলিয়া গেল।

ছোট য়্যান্টিফোলিস্ য়্যাড্রিয়ানের পুনঃ পুনঃ স্বামী-সম্বোধনে হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল। ছোট ড্রোমিওর অবস্থাও তদ্রূপ। পাচিকা

তাহাকে স্বামী বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিল। ছোট য়্যান্টি-ফোলিস্ য়্যাড্রিয়ানের ভগিনী লুসিয়ানাকে পছন্দ. করিয়াছিল কিন্তু য়্যাড্রিয়ানের ভয়ে সে একটা ছুতা করিয়া ড্রোমিওকে সঙ্গে লইয়া আহার শেষ করিয়া সেখান হইতে পলাইল।

পথে ছোট য়্যান্টিফোলিসের সহিত একজন স্বর্ণকারের দেখা হইল। সে তাহাকে একছড়া সোনার হার দিল। য়্যান্টিফোলিস্ কহিল যে ঐ হার তাহার নয়। ইহাতে স্বর্ণকার কহিল যে সে উহা তাহাকে গড়াইতে আদেশ করিয়াছিল। এই অদ্ভুত দেশে আর অধিকক্ষণ থাকা বাঞ্ছনীয় নয় মনে করিয়া ছোট য়্যান্টিফোলিস তাহার দ্রব্যাদি জাহাজে লইয়া তুলিবার জন্য ছোট ড্রোমিওকে আদেশ করিল।

একটু পরে সেই স্বর্ণকার কিছু টাকা দেনার দায়ে রাজ-পুরুষ দ্বারা ধৃত হইল। যে হার সে ছোট য়্যান্টিফোলিসকে দিয়াছিল ঐ হারের মূল্য পাইলেই সে দেনা শোধ করিতে পারিত। ঠিক সেই সময়ে বড় য়্যান্টিফোলিস সেই পথে উপস্থিত হইলে স্বর্ণকার হারের দাম চাহিল। বড় য়্যান্টিফোলিস্ কহিল যে সে হার পায় নাই। স্বর্ণকার কহিল যে কয়েক মিনিট পূর্ব্বে সে তাহা তাহার হাতে দিয়াছে। দুইজনে বাদানুবাদ চলিতে লাগিল। অবশেষে স্বর্ণকার ঋণের টাকার জন্য এবং বড় য়্যান্টিফোলিস্ হারের মূল্যের জন্য ধৃত হইল। তাহারা উভয়েই কারাগারে নীত হইল।

পথে বড় য়্যান্টিফোলিস্ ছোট ড্রোমিওকে দেখিয়া নিজের ভৃত্য মনে করিয়া তাহাদের বাড়ী গিয়া তাহার স্ত্রীর নিকট হইতে হারের

দাম চাহিয়া আনিতে বলিল। ছোট ড্রোমিও একটু আশ্চর্য্য হইল। কিছুক্ষণ পূর্ব্বে যে বাড়ী হইতে তাহারা পলাইয়া আসিয়াছে আবার সেখানে যাইবার কথা শুনিয়া সে অসন্তুষ্ট হইল কিন্তু কি করিবে, প্রভুর আদেশ—কাজেই সেইখানে ছুটিল।

য়্যাড্রিয়ানের নিকট হইতে টাকা লইয়া ফিরিবার পথে ছোট য়্যান্টিফোলিসের সহিত ছোট ড্রোমিওর দেখা হইল। তিনি কিরূপে রাজপুরুষের হাত হইতে রক্ষা পাইলেন তাহা ড্রোমিও তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় এবং য়্যাড্রিয়ান্‌প্রদত্ত টাকা তাঁহাকে দেওয়ায় তিনি যেন আরও হতভম্ব হইয়া পড়িলেন। ইতিপূর্ব্বে পথে যাহার সহিতই তাঁহার সাক্ষাৎ হয় সেই তাঁহাকে পরিচিতবৎ সম্বোধন করে —কেহ প্রাপ্য টাকা দিতে চায়—কেহ বা জামা করিবার কথা বলিয়া গায়ের মাপ লইতে আসে।

তাঁহার নিশ্চিত ধারণা জন্মিল যে ছোট ড্রোমিও পাগল হইয়াছে এবং তাঁহারা কোন মায়ারাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন।

এইবার একজন অপরিচিত স্ত্রীলোক ছোট য়্যান্টিফোলিস্‌কে কহিল যে তিনি তাঁহার সহিত সেইদিন আহার করিয়াছেন এবং তাঁহাকে একটী স্বর্ণহার দিবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। সেই হার তিনি চাহিলেন। ছোট য়্যান্টিফোলিস্ যতই অস্বীকার করেন স্ত্রীলোকটি ততই জেদ করিয়া ধরেন। ভীষণ বাদানুবাদ চলিতে লাগিল।

বড় য়্যান্টিফোলিস্ যখন আহার করিতে যাইয়া বাটীর দরজা খোলা না পাইয়া ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন তখন তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন। তিনি ঐ মহিলার

গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিলেন এবং নিজ স্ত্রীর জন্য যে হার গড়াইতে দিয়াছিলেন তাহা ঐ মহিলাকে উপহার দিবেন বলিলেন। এক্ষণে ছোট য়্যান্টিফোলিস্‌ সকল কথা অস্বীকার করিতেছে (কারণ তিনি ত' ইহার কিছুই জানেন না) দেখিয়া ঐ মহিলা ঠিক করিলেন যে নিশ্চয়ই য়্যান্টিফোলিসের মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে। তিনি সত্বর য়্যাড্রিয়ানের নিকট গিয়া সব কথা বলিলেন।

ঠিক সেই সময়ে কারাধ্যক্ষ হারের টাকা সংগ্রহের জন্য বড় য়্যান্টিফোলিস্‌কে স্বীয় গৃহে আনিলেন। য়্যাড্রিয়ান টাকার থলি পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু তাহা ছোট ড্রোমিও ছোট য়্যান্টিফোলিস্‌কে দিয়াছিল। এইবার বড় য়্যান্টিফোলিস্‌ তাঁহাকে গৃহে প্রবেশ করিতে না দেওয়ার জন্য য়্যাড্রিয়ানের নিকট অভিযোগ করিলেন।

য়্যাড্রিয়ান স্বয়ং য়্যান্টিফোলিসের সহিত আহার করিয়াছেন। তিনি যে ছোট য়্যান্টিফোলিস্‌ তাহা ত' আর তিনি জানেন না। কাজেই তাঁহার ধারণা হইল যে সেই মহিলার কথাই ঠিক—স্বামীর মাথা খারাপ হইয়াছে। তিনি কারাধ্যক্ষকে টাকা দিয়া স্বামীকে বন্ধন-মুক্ত করিলেন এবং ভৃত্যদের আদেশ করিলেন যেন তাহারা তাঁহাকে বাঁধিয়া এক অন্ধকার কক্ষে রাখিয়া দেয়। একজনকে তিনি ডাক্তারের বাড়ী পাঠাইলেন। বড় ড্রোমিওর কথা-বার্ত্তার মধ্যেও কোন সামঞ্জস্য না পাইয়া তাঁহাকেও বাঁধিয়া রাখা হইল।

বড় য়্যান্টিফোলিস্‌ ও বড় ড্রোমিও কারাকক্ষে আবদ্ধ আছেন এমন সময়ে অন্য কক্ষে য়্যাড্রিয়ানের নিকট এক ভৃত্য সংবাদ আনিল

যে পথে য়্যান্টিফোলিস্ এবং ড্রোমিওকে সে দেখিয়া আসিল। এ কিন্তু ছোট দুইজন।

পলাতক স্বামীকে ধরিবার জন্য য়্যাড্রিয়ান কতকগুলি লোক পাঠাইল।

এদিকে ছোট য়্যান্টিফোলিসের গলায় স্বর্ণকার-প্রদত্ত সেই হার ছড়া ছিল। স্বর্ণকার এক্ষণে তাহার মূল্য দিতে অস্বীকার করার জন্য ছোট য়্যান্টিফোলিস্কে তিরস্কার করিতেছিল। কিন্তু ছোট য়্যান্টিফোলিস্ বলিতে লাগিলেন যে স্বর্ণকার তাঁহাকে ঐ হার স্বেচ্ছায় দিয়াছে ও স্বর্ণকার তাঁহার নিকট দাম চাহে নাই; তারপর স্বর্ণকারের সহিত তাঁহার আর দেখা হয় নাই।

য়্যাড্রিয়ান পাগল ভাবিয়া ছোট য়্যান্টিফোলিস্ ও ছোট ড্রোমিওকে ধরিতে উদ্যত হইলে তাহারা নিকটবর্ত্তী মঠের মধ্যে দৌড়িয়া আশ্রয় লইল।

মঠের কর্ত্রী-ঠাকরুণ সব দেখিয়া শুনিয়া হতভম্ব হইয়া গেলেন। তিনি য়্যাড্রিয়ানের নিকট হইতে সকল কথা শুনিয়া লইয়া বলিলেন যে তাহার দোষেই তাহার স্বামীর মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে। সে যদি তাহার স্বামীকে সন্দেহ না করিত তাহা হইলে তাহার মানসিক শান্তি নষ্ট হইত না।

য়্যাড্রিয়ান নিজ ব্যবহারের জন্য লজ্জিত হইল এবং স্বামীকে ফিরাইয়া দিতে অনুরোধ করিল। কিন্তু মঠের কর্ত্রী-ঠাকরুণ কোমল উপায়ে তাহাকে নিজেই আরোগ্য করিবেন মনস্থ করিলেন।

যেদিন দুইজোড়া যমজ ভাই লইয়া ইফেসাসে দারুণ ভ্রম

ঘটিতেছিল সেইদিন সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঈজিয়ানের প্রাণদণ্ড স্থগিত ছিল।

বধ্যভূমি মঠের নিকটে ছিল। ঈজিয়ান যখন বধ্যভূমিতে উপস্থিত হইলেন তখন মঠের কর্ত্রী-ঠাকরুণ মঠের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। স্বয়ং ডিউক ঈজিয়ানের মুক্তি-মূল্য পাইলে তাহাকে ক্ষমা করিবেন—এই অভিপ্রায়ে সেখানে উপস্থিত হইলেন।

তাহার পাগল স্বামীকে আটকাইয়া রাখার জন্য য়্যাড্রিয়ান মঠের কর্ত্রীর বিরুদ্ধে ডিউকের নিকট অভিযোগ করিল। ঠিক এই সময়ে য়্যাড্রিয়ানের প্রকৃত স্বামী বড় য়্যান্টিফোলিস্ ও তাহার চাকর বড় ড্রোমিও তাহাদিগকে পাগলামির মিথ্যা অছিলায় বন্দী করার জন্য য়্যাড্রিয়ানের বিরুদ্ধে ডিউকের নিকট নালিশ করিল। স্বামী মঠের মধ্যে আছে য়্যাড্রিয়ানের এইরূপ ধারণা ছিল কিন্তু এক্ষণে স্বামীকে সম্মুখে দেখিয়া সে ত' অবাক।

ঈজিয়ান বড় য়্যান্টিফোলিস্‌কে নিজপুত্র ছোট য়্যান্টিফোলিস্ মনে করিয়া নিজের মুক্তির জন্য তাহাকে বলিল। কিন্তু বড় য়্যান্টিফোলিস্ যখন বলিলেন যে তিনি তাঁহাকে চেনেন না তখন সে বড় আশ্চর্য্য হইল। বড় য়্যান্টিফোলিস্ শৈশবে পিতা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন —তাঁহার পক্ষে ঈজিয়ানকে চেনা এক প্রকার অসম্ভব। ঈজিয়ান ভাবিল তাহার পুত্র বোধহয় তাহাকে এই দুর্দ্দশায় দেখিয়া পিতা বলিয়া স্বীকার করিতে লজ্জিত হইতেছে।

ঠিক সেই সময় মঠের কর্ত্রী-ঠাকরুণ, ছোট য়্যান্টিফোলিস ও ছোট ড্রোমিওকে সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন।

য়্যাড্রিয়ান্ এক সঙ্গে দুইজন স্বামী ও দুইজন ড্রোমিওকে দেখিয়া বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেল। তাহাদের দেখিতে হুবহু এক প্রকার ছিল।

কেন যে এত ভুল-ভ্রান্তি হইতেছিল তাহা এইবার স্পষ্ট বুঝা গেল। তখন ডিউক বলিলেন যে এই পুত্র দুইজন নিশ্চয়ই ঈজিয়ানের যমজ পুত্র এবং দাস দুইজন তাহাদের যমজ ক্রীতদাস।

মঠের কর্ত্রী-ঠাকরুণ এবার নিজের পরিচয় দিলেন। তিনিই ঈজিয়ানের হারানো স্ত্রী।

দীর্ঘকাল বিচ্ছেদের পর মাতা, পিতা ও পুত্রগণের আবার মিলন হইল। বড় য়্যান্টিফোলিস্ পিতার মুক্তি-মূল্য দিতে চাহিল কিন্তু ডিউক অর্থদণ্ড গ্রহণ না করিয়াই তাহাকে মুক্তি দিলেন।

ছোট য়্যান্টিফোলিস্ য়্যাড্রিয়ানের ভগিনী লুসিয়ানাকে বিবাহ করিল। বৃদ্ধ ঈজিয়ান স্ত্রী, পুত্র ও পুত্রবধূদের লইয়া অনেক কাল ইফেসাসে বাস করেন। এই ব্যাপারের পরও মাঝে মাঝে যমজ ভাই দুইজন ও যমজ চাকর দুইজনকে লইয়া নানাপ্রকার গোলমাল হইত এবং বেশ মজার ব্যাপার ঘটিত।

শীতকালের গল্প

(The Winter's Tale)

সিসিলির রাজা লিওণ্টেস্ ও তাঁহার সুন্দরী সাধ্বী স্ত্রী হার্মিয়ন পরম সুখে কালাতিপাত করিতেছিলেন। হার্মিয়নের প্রেমে লিওণ্টেসের কোন সাধই অপূর্ণ ছিল না। মধ্যে মধ্যে কেবল তাঁহার বাল্যবন্ধু ও সমপাঠী বোহেমিয়ার রাজা পলিক্সেনেসের সহিত দেখা করিবার ইচ্ছা হইত। বাল্যকাল হইতে তাঁহারা দুইজন এক সঙ্গে লালিত পালিত হইয়াছিলেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁহাদের পিতার মৃত্যু হওয়ায় তাঁহারা নিজ নিজ রাজ্য শাসন করিবার জন্য স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন। সেই হইতে তাঁহাদের আর সাক্ষাৎ হয় নাই। কিন্তু মধ্যে মধ্যে উভয়েই উভয়কে পত্রাদি ও উপঢৌকনাদি পাঠাইতেন।

অবশেষে পুনঃ পুনঃ নিমন্ত্রণের পর পলিক্সেনেস বোহেমিয়া হইতে সিসিলির রাজপ্রসাদে আগমন করিলেন।

এই সাক্ষাতে উভয়েরই খুব আনন্দ হইল। লিওণ্টেস্, স্ত্রী হার্মিয়নের সহিত পলিক্সেনেসের পরিচয় করাইয়া দিলেন। বাল্য-কালের নানাবিধ গল্প-গুজবে তাঁহারা কিছুকাল কাটাইয়া দিলেন।

অবশেষে পলিক্সেনেসের স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় আসিল। লিওণ্টেস্ পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করা সত্ত্বেও পলিক্সেনেস আর থাকিতে

রাজী হইলেন না। তখন লিওন্টেস্ হার্মিয়নকে অনুরোধ করিতে বলিলেন। হার্মিয়নের শান্ত মধুর কথা পলিক্সেনেস ঠেলিতে পারিলেন না। আরো কিছু কাল সিসিলিতে রহিয়া গেলেন।

এই ব্যাপারে লিওন্টেসের মনে সন্দেহের উদয় হইল। তিনি পলিক্সেনেসের চরিত্র জানিতেন। তিনি যে সাধু ও সচ্চরিত্র তাহা তাঁহার জানা ছিল। নিজের স্ত্রীর সচ্চরিত্রতার কথাও তিনি জানিতেন কিন্তু সহসা তাঁহার মনের পরিবর্ত্তন হইল। অকস্মাৎ তিনি নিষ্ঠুরপ্রকৃতির লোক হইয়া উঠিলেন। তিনি ক্যামিলো নামক একজন সভাসদ্‌কে নিজ সন্দেহের কথা জানাইয়া বিষপ্রয়োগে পলিক্সেনেসকে হত্যা করিবার জন্য আদেশ দিলেন।

ক্যামিলো কিন্তু পলিক্সেনেসকে বধ না করিয়া তাঁহাকে রাজার অভিসন্ধির কথা জানাইলেন এবং উভয়ে গোপনে বোহেমিয়ায় পলায়ন করিয়া পরম বন্ধুভাবে বাস করিতে লাগিলেন।

পলিক্সেনেসের পলায়নে লিওন্টেসের সন্দেহ আরো বদ্ধমূল হইল। তিনি রাণীর কক্ষে গমন করিয়া দেখিলেন যে রাণী তাঁহার অল্পবয়স্ক পুত্র ম্যামিলাসের সহিত গল্প করিতেছেন। রাজা শিশু-পুত্রকে স্থানান্তরে প্রেরণ করিয়া রাণীকে কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিলেন।

ম্যামিলাস্ মাতাকে বড় ভালবাসিত। সে মাতাকে অপমানিতা ও কারাগারে নিক্ষিপ্তা দেখিয়া মনে বড় কষ্ট পাইল এবং দিন দিন শীর্ণ হইয়া মৃত্যুপথের পথিক হইয়া দাঁড়াইল।

রাণীকে কারাগারে নিক্ষেপ করিবার পর লিওন্টেস্ ক্লিওমিনিস্

ও ডিওন নামক সিসিলির দুইজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে ডেল্‌ফস্‌ নামক স্থানে গিয়া তথাকার অ্যাপোলো দেবের মন্দির হইতে দৈববাণী শুনিয়া আসিতে বলিলেন যে রাণী দোষী না নির্দ্দোষ।

কারাগারে হার্ম্মিয়ন এক কন্যা প্রসব করিলেন। এন্টিগোনাস্‌ নামক সিসিলির এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির স্ত্রী পলিনার সহিত হার্ম্মিয়নের বন্ধুত্ব ছিল। রাণী প্রসব হইয়াছেন শুনিয়া পলিনা হার্ম্মিয়নের সেবিকা এমিলিয়ার নিকট বলিয়া পাঠাইলেন যে তিনি ঐ শিশু-কন্যাটীর ভার লইতে ইচ্ছুক। হার্ম্মিয়ন সানন্দে পালিনার হস্তে শিশু-কন্যাটীকে অর্পণ করিলেন।

পলিনা রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া হার্ম্মিয়নের নির্দ্দোষিতা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়া রাজাকে তিরস্কার করিলেন এবং শিশু-কন্যাটীকে রাজার পদপ্রান্তে স্থাপন করিয়া ঐ কন্যা ও তাহার মাতার উপর সদয় হইবার জন্য রাজাকে অনুরোধ করিলেন। লিওন্টেস্‌ ইহাতে আরো ক্রুদ্ধ হইয়া পলিনাকে রাজসভা হইতে স্থানান্তরিত করিবার জন্য তাঁহার স্বামী এন্টিগোনাসকে আদেশ করিলেন। পলিনা চলিয়া গেলেন কিন্তু শিশু-কন্যাটিকে রাজার নিকট রাখিয়া গেলেন যদি তাহাকে দেখিয়া রাজার মনে করুণা হয়।

কিন্তু রাজা লিওন্টেস্‌ এন্টিগোনাসকে আদেশ করিলেন, "ইহাকে সমুদ্রপথে লইয়া গিয়া নির্জ্জন উপকূলে নামাইয়া দিয়া এস, তাহা হইলে সেখানেই ইহার মৃত্যু হইবে।"

এদিকে রাজা হার্ম্মিয়নের সূতিকাকাল অতিবাহিত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহাকে রাজসভায় আনাইয়া সাধারণভাবে তাঁহার বিচার

করাইতে উদ্যত হইলেন। ঠিক সেই সময়ে ক্লিওমিনিস ও ডিওন অ্যাপোলো-দেবের মন্দির হইতে শীলমোহরে বন্ধ করা দৈববাণীর উত্তর আনিয়া হাজির হইলেন।

লিওন্টেসের আদেশে তাঁহারা দৈববাণী পাঠ করিলেন—"হার্মিয়ন নির্দ্দোষ; পলিক্সেনেস্ নিষ্কলঙ্ক, ক্যামিলো রাজভক্ত প্রজা আর লিওন্টেস্ সন্দিগ্ধ প্রকৃতির লোক ও অত্যাচারী—যাহা হারাইয়াছে তাহা না পাওয়া গেলে রাজার কোনও উত্তরাধিকারী থাকিবে না।"

রাজা দৈববাণীতে বিশ্বাস করিলেন না। তিনি বিচারপতিকে রাণীর বিচার আরম্ভ করিতে আদেশ দিলেন। সেই সময় একজন লোক আসিয়া জানাইল যে রাজপুত্র ম্যামিলাস্ মাতার প্রাণদণ্ডের জন্য বিচার হইতেছে শুনিয়া দুঃখে ও লজ্জায় মারা গিয়াছেন।

হার্মিয়ন এই কথা শুনিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। রাজাও এই সংবাদে মর্ম্মাহত হইয়া রাণীর উপর করুণাপরবশ হইয়া তাঁহাকে সেস্থান হইতে লইয়া যাইতে আদেশ দিলেন। পলিনা রাণীকে সেস্থান হইতে লইয়া গেলেন কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিয়া জানাইলেন যে রাণীর মৃত্যু হইয়াছে।

এইবার লিওন্টেসের মনে অনুতাপের উদয় হইল। তিনি এক্ষণে বিশ্বাস করিলেন হার্মিয়ন নির্দ্দোষ। দৈববাণীর কথা তাঁহার তখন বিশ্বাস হইল। "যাহা হারাইয়াছে তাহা যদি না পাওয়া যায়" দৈববাণীর এই অংশটুকু যে তাঁহার শিশু-কন্যার প্রতি প্রযোজ্য তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়া কন্যাকে পুনরায় ফিরিয়া পাওয়ার বিনিময়ে নিজ রাজ্য পর্য্যন্ত দান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

সেই দিন হইতে অনুতাপে ও দুঃখে লিওণ্টেসের কাল কাটিতে লাগিল।

এদিকে যে জাহাজে করিয়া এণ্টিগোনাস শিশু রাজকুমারীকে লইয়া গিয়াছিলেন তাহা ঝড়ের মুখে পড়িয়া বোহেমিয়ার কূলে আসিয়া লাগিল। এণ্টিগোনাস্ শিশুটিকে সেখানে পরিত্যাগ করিয়া ফিরিবার পথে ভালুকের হাতে প্রাণ হারাইলেন।

শিশু-কন্যার দেহে মূল্যবান পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার ছিল। এণ্টিগোনাস্ শিশুটীর পরিচ্ছদের উপর একটুক্‌রা কাগজ আঁটিয়া তাহাতে পার্ডিটা এই নাম এবং বালিকার বংশপরিচয় লিখিয়া দিয়াছিলেন।

একজন মেষপালক শিশুটিকে ঘরে লইয়া গিয়া কন্যার ন্যায় লালন-পালন করিতে লাগিল এবং তাহার অলঙ্কারের কিছু বিক্রয় করিয়া একপাল মেষ কিনিয়া বেশ ধনীর ন্যায় কাল কাটাইতে লাগিল।

কালক্রমে পার্ডিটা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন। অধিক শিক্ষা না পাইলেও পার্ডিটা মাতার সদ্‌গুণগুলি পাইয়াছিলেন। তাঁহার চালচলনও উচ্চ ঘরের মেয়ের ন্যায় হইল।

বোহেমিয়ার রাজা পলিক্সেনেসের একমাত্র পুত্র ফ্লোরিজেল্ শিকার করিবার সময় পার্ডিটাকে দেখিয়া তাঁহার অনুপম সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া তাঁহার প্রেমে পড়িলেন এবং ডোরিক্লিস নামে পরিচয় দিয়া মেষপালকের গৃহে যাতায়াত সুরু করিলেন।

পলিক্সেনেস রাজপুত্রের গতিবিধি গোপনে লক্ষ্য করাইয়া

জানিতে পারিলেন যে তিনি মেষপালকের সুন্দরী কন্যার প্রেমে পড়িয়াছেন। তখন পলিক্সেনেস্ তাঁহার বিশ্বস্ত বন্ধু ও জীবনদাতা ক্যামিলোকে ডাকাইয়া উভয়ে পার্ডিটার পিতার গৃহে ছদ্মবেশে যাইতে মনস্থ করিলেন।

সেদিন ছিল মেষ-লোম-কর্ত্তনের উৎসব। মেষপালকগণ এই উৎসবের দিনে সকল অতিথিকেই সাদরে অভ্যর্থনা করিত। রাজা ও ক্যামিলো সেই জন্য সহজেই ছদ্মবেশে সেখানে প্রবেশ করিলেন।

চারিদিকেই আনন্দ ও হাস্যপরিহাস। টেবিলে সাজানো ভোজের সামগ্রী, মাঠে ছেলেমেয়েরা নৃত্য করিতেছে, যুবকরা ফেরিওয়ালার নিকট হইতে জিনিষপত্র ক্রয় করিতেছে। সকলে যখন নানা কাজে ব্যস্ত ফ্লোরিজেল্ ও পার্ডিটা তখন নির্জ্জনে বসিয়া প্রেমালাপ করিতেছেন।

ছদ্মবেশী রাজা, পার্ডিটার সৌন্দর্য্য দেখিয়া অবাক হইলেন। তিনি মেষপালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে যুবকটী তোমার কন্যার সহিত কথা কহিতেছে উনি কে?"

মেষপালক জানাইল যে উনি ডোরিক্লিস নামে পরিচিত এবং তাহার কন্যার পাণিপ্রার্থী।

পলিক্সেনেস্ নিজ পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ওহে যুবক, কৈ তুমি ত' তোমার প্রেয়সীর জন্য কিছু কিনিলে না? আমি যখন যুবক ছিলাম আমার প্রণয়িনীকে প্রচুর উপহার দিতাম।"

ফ্লোরিজেল্ স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে তাঁহার পিতা তাঁহাকে ঐরূপ কথা বলিতেছেন। সেই জন্য তিনি উত্তর দিলেন, "মহাশয়, আমার

প্রেয়সী পার্ডিটা ঐরূপ তুচ্ছ উপহার ভালবাসেন না। তাঁহার জন্য যে উপহার তাহা আমার হৃদয়ে সঞ্চিত আছে।”

ফ্লোরিজেল্‌ ছদ্মবেশী পলিক্সেনেসের নিকট পার্ডিটাকে বিবাহ করিবার অঙ্গীকার করিতে উদ্যত হইলে পলিক্সেনেস্‌ আত্মপ্রকাশ করিয়া বাধা দান করিলেন। নীচবংশীয়া স্ত্রীলোককে বিবাহের প্রস্তাব করার জন্য তিনি পুত্রকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন এবং পার্ডিটাকে ভয় দেখাইলেন যে যদি সে ফ্লোরিজেল্‌কে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেয় ত' তিনি তাহার পিতা মেষপালকে হত্যা করিবেন।

এই বলিয়া রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া সেস্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

সদয়-হৃদয় ক্যামিলো ফ্লোরিজেল্‌ ও পার্ডিটার গভীর প্রণয়ের কথা জানিয়া উহাদিগকে সাহায্য করিবার একটি পথ বাহির করিলেন। ইহাতে তিনি নিজের কিছু উদ্দেশ্য সাধিত করিবারও সঙ্কল্প করিলেন।

জন্মভূমিকে পুনরায় দেখিবার ইচ্ছা তাঁহার প্রবল হইয়াছিল। লিওণ্টেস্‌ তাঁহার কৃতকর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত হইয়াছেন সে খবর ক্যামিলো পাইয়াছিলেন। তিনি ফ্লোরিজেল্‌ ও পার্ডিটাকে সিসিলির রাজগৃহে আশ্রয় লইতে পরামর্শ দিলেন। কারণ, তাহা হইলে পরে লিওণ্টেসের মধ্যস্থতায় তাঁহারা পলিক্সেনেসের ক্ষমা পাইলেও পাইতে পরিবেন এইরূপ তাঁহার বিশ্বাস ছিল।

প্রণয়ী ও প্রণয়িনী উভয়েই এ প্রস্তাবে রাজী হইলেন। ক্যামিলো বৃদ্ধ মেষপালককে সঙ্গে লইলেন।

লিওণ্টেস্ ক্যামিলোকে আদর করিয়া ডাকিয়া লইলেন এবং ফ্লোরিজেল্‌কে অভ্যর্থনা করিলেন। পার্ডিটাকে দেখিয়া তাহার আকৃতির সহিত হার্ম্মিয়নের আকৃতির সাদৃশ্যের কথা ভাবিয়া লিওণ্টেসের মন তাঁহার উপর আকৃষ্ট হইল। তিনি বলিতে লাগিলেন যে নিষ্ঠুরভাবে পরিত্যক্ত না হইলে তাঁহারও এতদিনে এতবড় একটি কন্যা থাকিবার কথা।

রাজার মুখে নিজ কন্যা হারানোর কথা শুনিয়া বৃদ্ধ মেষপালক পার্ডিটাকে বনমধ্যে কুড়াইয়া পাওয়ার গল্প সকলের নিকট বলিল এবং সেই পরিচ্ছদ, অলঙ্কার ও লিখনখানা দেখাইল। তখন আর কোন সন্দেহই রহিল না যে পার্ডিটাই লিওণ্টেসের সেই হারানো কন্যা।

কন্যাকে ফিরিয়া পাইয়া লিওণ্টেস্ হার্ম্মিয়নের জন্য বড় কাতর হইয়া শোক করিতে লাগিলেন।

তখন পলিনা কহিলেন যে তিনি ইটালির ভাস্কর জুলিও রোমানোর দ্বারা হার্ম্মিয়নের একটী প্রতিমূর্ত্তি তৈয়ারী করাইয়াছেন। উহা এত সজীব বোধ হয় যে যে-ই দেখে সেই সত্যকার হার্ম্মিয়ন বলিয়া ভুল করে।

সকলে প্রতিমূর্ত্তিটী দেখিতে পলিনার গৃহে হাজির হইলেন। পর্দ্দা টানিয়া পলিনা হার্ম্মিয়নের মূর্ত্তি দেখাইলেন। অপূর্ব্ব সাদৃশ্য দেখিয়া রাজা স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তৎপরে বলিলেন যে হার্ম্মিয়ন ত' এরূপ বয়স্ক ছিলেন না। ইহা অপেক্ষা অল্প বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

তখন পলিনা কহিলেন যে শিল্পীর ঐখানেই বাহাদুরী। যদি জীবিতা থাকিতেন তাহা হইলে এতদিনে তিনি যেরূপ হইতেন শিল্পী সেইরূপ অবস্থায় উঁহাকে গড়িয়াছেন।

"অধিকক্ষণ দেখিলে মনে হইবে যে প্রতিমূর্ত্তিটী নড়িতেছে" এই বলিয়া পলিনা প্রতিমূর্ত্তিটী ঢাকিয়া দিতে উদ্যতা হইলেন। কিন্তু লিওণ্টেস্‌ ও পার্ডিটার পুনঃ পুনঃ অনুরোধে তাহা করিলেন না।

তখন পলিনার হুকুমে ধীরে ধীরে গম্ভীর নাদে সঙ্গীত হইতে লাগিল এবং ঐ প্রতিমূর্ত্তি আস্তে আস্তে নামিয়া আসিয়া রাজার গলদেশ বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল এবং স্বামী ও পার্ডিটার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল।

সকলেই বিস্ময়ে অবাক হইয়াছিলেন। প্রতিমূর্ত্তি কিন্তু আসলে স্বয়ং লিওণ্টেসের রাণী হার্ম্মিয়ন।

পলিনা রাজার নিকট হার্ম্মিয়ন মরিয়াছে বলিয়া মিথ্যা সংবাদ দিয়া হার্ম্মিয়নকে রাজার কোপ হইতে বাঁচাইয়াছিলেন। সেই হইতে তিনি গোপনে পলিনার গৃহে বাস করিতেছিলেন। তিনি যে বাঁচিয়া আছেন সে খবর রাজাকে জানাইবার ইচ্ছা আদপেই তাঁহার ছিল না। কিন্তু যখন তিনি শুনিলেন যে পার্ডিটা জীবিতা আছে তখন তাঁহার ঐরূপ ইচ্ছা হইল।

চতুর্দ্দিকে আনন্দের সাড়া পড়িয়া গেল। রাজা ও রাণী ফ্লোরিজেল্‌কে ধন্যবাদ দিলেন এবং মেষপালককে কন্যার প্রাণরক্ষার জন্য আশীর্ব্বাদ করিলেন।

এদিকে পলিক্সেনেস্‌ যখন দেখিলেন যে ক্যামিলোও ফ্লোরিজেলের

হার্মিয়নের সহিত প্রস্তরমূর্ত্তির অপূর্ব্ব সাদৃশ্য দেখিয়া লিওন্টেস্
স্তম্ভিত হইয়া গেলেন

-শীতকালের গল্প।

সহিত পলাতক তখন তাঁহার মনে হইল যে নিশ্চয়ই তাঁহারা সিসিলিতে গিয়াছেন। কারণ, ক্যামিলো যে অনেক দিন হইতে সিসিলি ফিরিবার মতলব করিতেছিলেন তাহা তিনি জানিতেন। তিনি সত্বর তাঁহাদের সন্ধানে সিসিলিতে আসিলেন।

লিওণ্টেস্ পলিক্সেনেস্‌কে মিথ্যা সন্দেহ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার ক্ষমা ভিক্ষা চাহিলেন এবং আবার পূর্ব্বেকার ন্যায় বন্ধুত্বপাশে আবদ্ধ হইলেন। সিসিলি রাজ্যের উত্তরাধিকারিণী পার্ডিটার সহিত নিজ পুত্রের বিবাহ দিতে আর পলিক্সেনেসের আপত্তি রহিল না।

দীর্ঘকাল দুঃখভোগের পর ধৈর্য্যশীলা হার্ম্মিয়নের সুদিন আসিল। তিনি কন্যা ও স্বামীর সহিত সুখে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন।

সিম্বেলিন

রোমে যখন আগষ্টাস্ সীজার রাজত্ব করিতেছিলেন সেই সময়ে ব্রিটেনে সিম্বেলিন নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন।

সিম্বেলিনের দুইটী পুত্র ও একটী কন্যার বয়স যখন অত্যন্ত অল্প তখন তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু হয়। সর্ব্বজ্যেষ্ঠটী কন্যা, তাহার নাম আইমোজেন। সে পিত্রালয়ে মানুষ হয়। কিন্তু তাহার ছোট ভাই দুইটী তাহার মাতার মৃত্যুর পর ধাত্রীর গৃহ হইতে অপহৃত হয়। জ্যেষ্ঠ পুত্রের বয়স তখন তিন বৎসর ও কনিষ্ঠটী অতি শিশু ছিল। কে বা কাহারা তাহাদের চুরি করিল, কোথায় তাহাদের রাখিয়া আসিল, কোন সংবাদই সিম্বেলিন পাইলেন না।

সিম্বেলিন দ্বিতীয় বার বিবাহ করিলেন। তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী দুষ্ট-প্রকৃতির স্ত্রীলোক ছিল। সে আইমোজেনের উপর নিষ্ঠুর ব্যবহার করিত। এই দ্বিতীয় পক্ষের রাণীর সহিত সিম্বেলিনের বিবাহ হইবার পূর্ব্বে আর একবার বিবাহ হইয়াছিল। তাহার প্রথম পক্ষের স্বামীর পুত্র ক্লটেনের সহিত সে আইমোজেনের বিবাহ দিয়া ব্রিটেনের রাজমুকুট নিজের পুত্রের মাথায় বসাইবার ফন্দি করিয়াছিল।

আইমোজেন কিন্তু পিতা বা বিমাতা কাহারও মত না লইয়াই তখনকার সবচেয়ে বিদ্বান ও গুণবান্ ভদ্রলোক পস্‌থিউমাস্‌কে বিবাহ করিয়াছিলেন।

এই পস্থিউমাসের পিতা সিম্বেলিনের পক্ষ হইয়া যুদ্ধে যান এবং প্রাণত্যাগ করেন। স্বামীর শোকে তাহার মাতাও প্রাণত্যাগ করেন। সেই হইতে মাতাপিতৃহীন পসথিউমাস্‌কে রাজসভায় রাখিয়া সিম্বেলিন তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। আইমোজেন ও পস্থিউমাস্ একই শিক্ষকগণ দ্বারা শিক্ষিত হইয়া, একই সাথে খেলা করিয়া বড় হইয়াছিলেন। ইহাতে উভয়ের প্রতি উভয়ের প্রণয়ের সঞ্চার হয় এবং যৌবনে তাঁহারা গোপনে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হন।

এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া রাণী সকল কথা সিম্বেলিনকে জানাইলেন।

কন্যা বংশমর্য্যাদা ভুলিয়া একজন সামান্য প্রজাকে বিবাহ করিয়াছে শুনিয়া সিম্বেলিনের রাগের পরিসীমা রহিল না। তিনি পস্থিউমাসকে চিরকালের জন্য ব্রিটেন ত্যাগ করিবার আদেশ দিলেন।

রাণী স্বামীহারা আইমোজেনের প্রতি দয়ার ভাণ করিয়া পস্থিউমাসের রোমযাত্রার পূর্ব্বে তাহার সহিত আইমোজেনের সাক্ষাৎ ঘটাইবার প্রস্তাব করিলেন। রাণীর এই ভাল কাজের মধ্যে মন্দ উদ্দেশ্য নিহিত ছিল। তিনি এইরূপে আইমোজেনকে হাত করিয়া স্বামী চলিয়া গেলে ঐ বিবাহবিধি সঙ্গত হয় নাই বলিয়া পুনরায় তাহার সহিত ক্লটেনের বিবাহ দিবার পথ খুঁজিতেছিলেন।

বিদায়কালে আইমোজেন তাঁহার মৃতা মাতার দেওয়া একটী অঙ্গুরী স্বামীকে দিয়া তাহা সব সময়ে কাছে রাখিবার অঙ্গীকার

করাইয়া রহিলেন। পস্থিউমাস্ও নিজ স্ত্রীর হাতে একটী বালা পরাইয়া দিয়া তাহা তাঁহার ভালবাসার চিহ্নস্বরূপ সব সময়ে অঙ্গে ধারণ করিবার অঙ্গীকার করাইয়া লইলেন। তারপর তাঁহারা পরস্পরের নিকট হইতে বিদায় লইলেন।

আইমোজেন একাকিনী বিষণ্ণবদনে পিত্রালয়ে রহিলেন আর পস্থিউমাস্ রোমে নির্ব্বাসিত হইলেন।

রোমে গিয়া পস্থিউমাসের কয়েকজন ইয়ারবন্ধু জুটিল। তাহাদের নিকট তিনি নিজের দেশের স্ত্রীলোকদের প্রশংসা করিতেন। পস্থিউমাসের মুখে তাঁহার স্ত্রীর প্রশংসা শুনিয়া ইয়াকিমো নামক একজন ভদ্রলোক পস্থিউমাসের স্ত্রীর স্বামী-অনুরাগ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিলেন।

তখন উভয়ে বহু বাদানুবাদের পর ঠিক হইল যে ইয়াকিমো যদি ব্রিটেনে গিয়া বিবাহিতা আইমোজেনের ভালবাসা লাভ করিয়া তাহার নিকট হইতে পসথিউমাসের দেওয়া বালাটী আনিতে পারে তাহা হইলে পসথিউমাস তাহাকে তাঁহার স্ত্রীর দেওয়া অঙ্গুরীটী দিবেন এবং বাজী হারিবেন। তবে যদি ইয়াকিমো সফল না হন ত তিনি প্রচুর অর্থ বাজী হারিবেন। পস্থিউমাস্ স্বীয় স্ত্রীকে এরূপ বিশ্বাস করিতেন যে ইয়াকিমো যে বিফল হইবে ইহাতে তাঁহার সন্দেহমাত্র ছিল না।

ইয়াকিমো ব্রিটেনে উপস্থিত হইয়া আইমোজেনের নিকট নিজেকে তাঁহার স্বামীর বন্ধু বলিয়া পরিচয় দেওয়ায় আইমোজেন তাঁহাকে ভদ্রতার সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। কিন্তু যেই ইয়াকিমো

আইমোজেনের নিকট প্রণয়ের কথা তুলিলেন অমনি আইমোজেন তাঁহাকে ঘৃণার সহিত বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিলেন। বাজী জিতিবার আর কোন আশা নাই দেখিয়া তিনি এক কৌশল অবলম্বন করিয়া বাজী জিতিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি আইমোজেনের ভৃত্যদের ঘুষ দিয়া তাহাদের সাহায্যে একটা বড় খালি সিন্দুকের মধ্যে লুকাইয়া আইমোজেনের শয়ন-কক্ষে আনীত হইলেন। আইমোজেন শয়ন করিয়া নিদ্রাভিভূত হইলে তিনি সিন্দুক হইতে বাহির হইয়া মনোযোগ সহকারে শয়ন-কক্ষের কোথায় কি আছে দেখিয়া লইলেন। তারপর অতি সতর্কতার সহিত নিদ্রিতা আইমোজেনের হাত হইতে পস্‌থিউমাসের দেওয়া বালাটী খুলিয়া লইয়া আবার সিন্দুকের মধ্যে ঢুকিলেন।

পরদিন তিনি রোম অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং সেখানে পৌছিয়া পস্‌থিউমাস্‌কে বালাটী দেখাইয়া মিথ্যা করিয়া কহিলেন যে তিনি আইমোজেনের শয়ন-কক্ষে রাত্রি কাটাইয়াছেন। তারপর তিনি ঘরের কোথায় কি আছে সব বর্ণনা করায় অবশেষে পস্‌থিউমাসের বিশ্বাস হইল যে আইমোজেন অবিশ্বাসিনী, অসতী। তিনি পত্নীর উদ্দেশ্যে নানা রূঢ় বাক্য বলিতে লাগিলেন এবং বাজী হারিয়াছেন দেখিয়া নিজ হাত হইতে আইমোজেনের দেওয়া অঙ্গুরী ইয়াকিমোকে দিয়া দিলেন।

স্ত্রীর প্রতি পস্‌থিউমাসের দারুণ ক্রোধ হইল। তিনি তাঁহার বিশ্বস্ত বন্ধু পিসানিওকে পত্র লিখিয়া পত্নীর অসতীত্বের কথা তাহাকে জানাইলেন এবং আইমোজেনকে মিল্‌ফোর্ড হ্যাভেন্‌ নামক স্থানে

আইমোজেন নিদ্রাভিভূতা হইলে সিন্দুকের মধ্য হইতে
ইয়াকিমো বাহির হইলেন —সিম্বেলিন।

লইয়া গিয়া হত্যা করিতে লিখিলেন। সেই সময়ে যাহাতে আইমোজেন বিনা দ্বিধায় পিসানিওর সহিত যায় সেই জন্য আইমোজেনকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বড়ই ব্যাকুল হইয়াছেন, ব্রিটেনে গেলে তাঁহার প্রাণদণ্ড হইবে। সুতরাং তিনি যেন মিল্‌ফোর্ড হ্যাভেনে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন।

আইমোজেন স্বামীর কথায় সরল মনে বিশ্বাস করিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুলা হইয়া সত্বর পিসানিওর সহিত মিল্‌ফোর্ড হ্যাভেন অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পিসানিও মিলফোর্ড হ্যাভেনের নিকটবর্ত্তী হইয়া আইমোজেনের নিকট তাঁহার স্বামীর নিষ্ঠুর আদেশের কথা জানাইল।

আইমোজেন ইহাতে যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলেন। কিন্তু অবশেষে পিসানিওর কথায়, যতদিন পর্য্যন্ত না পস্‌থিউমাস্ নিজের ভুল বুঝিতে পারেন ততদিন পর্য্যন্ত ধীরভাবে অপেক্ষা করিতে রাজী হইলেন। তারপর পিসানিওর কথায় আইমোজেন পুরুষের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া রোমে গিয়া স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার মতলব করিলেন।

পিসানিও আইমোজেনকে নূতন পরিচ্ছদ দিয়া রাজসভায় চলিয়া গেল। যাইবার পূর্ব্বে পিসানিও আইমোজেনকে একশিশি ঔষধ দিয়া বলিল যে ইহা সেবন করিলে সব রকমের অসুখ সারিয়া যায়। এই ঔষধ রাণী তাহাকে দিয়াছিলেন। পিসানিও আই-মোজেনের বন্ধু জানিয়া তাহাকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে রাণী একজন

ডাক্তারের নিকট হইতে বিষ চাহে। ঐ ডাক্তার রাণীকে ভাল-ভাবে চিনিতেন বলিয়া বিষ না দিয়া এমন এক ঔষধ দিলেন যে তাহা সেবন করিলে কয়েকঘণ্টা কোন জ্ঞান থাকে না, ঠিক মৃতবৎ অসাড় হইয়া থাকিতে হয়। পিসানিও জানিত ঔষধটা ভাল সেইজন্য সে উহা আইমোজেনকে দিয়াছিল, নতুবা কখনই দিত না।

আইমোজেনের যে দুই ভাই অতি শৈশবে অপহৃত হইয়াছিল তাহারা এক্ষণে যেখানে ছিল ভগবানের আশ্চর্য্য বিধান অনুসারে আইমোজেন সেইদিকেই চলিতে লাগিলেন।

বেলারিয়াস্ নামক একজন লর্ডকে রাজদ্রোহের মিথ্যা অভি-যোগে অভিযুক্ত করিয়া সিম্বেলিন রাজসভা হইতে নির্ব্বাসিত করেন। সেই আক্রোশে বেলারিয়াস্ সিম্বেলিনের শিশু-পুত্র দুইটিকে অপহরণ করিয়া আনে। কিন্তু পরে তাহাদের উপর তাহার ভীষণ মায়া পড়িয়া যাওয়ায় সে তাহাদিগকে বনমধ্যে আনিয়া এক গুহায় বাস করিতে থাকে এবং নিজ সন্তানের ন্যায় লেখাপড়া শিখাইয়া তাহাদিগকে মানুষ করিয়া তোলে। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তাহারা মৃগয়া দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে থাকে।

মিল্‌ফোর্ড হ্যাভেন্ যাইবার পথে বনমধ্যে আইমোজেন পথভ্রান্ত হইয়া সেই গুহায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পথশ্রমে ও ক্ষুধায় অতিশয় কাতর হইয়া তিনি গুহার মধ্যে খাদ্যের অনুসন্ধান করিতে করিতে খানিকটা ঠাণ্ডা মাংস দেখিতে পাইলেন। তিনি তাহাই খাইতে লাগিলেন।

এদিকে আইমোজেনের সেই হারানো ভাই দুইটী তাহাদের

পালক পিতা বেলারিয়াসের সহিত মৃগয়া হইতে ফিরিয়া আসিল। বেলারিয়াস্ সর্ব্বাগ্রে গুহায় প্রবেশ করিয়াছিল। সে দেখিল এক-ব্যক্তি তাহাদের গুহায় প্রবেশ করিয়া তাহাদের রক্ষিত মাংস খাইতেছে। আইমোজেনের পরিধানে পুরুষের পোষাক থাকায় সে তাহাকে পুরুষ মনে করিল। আইমোজেনের অনুপম সৌন্দর্য্য দেখিয়া বেলারিয়াসের ধারণা হইল যে সে নিশ্চয়ই কোন দেবদূত।

আইমোজেনের হারানো ভাই দুইটীর নাম ছিল গুইডেরিয়াস্ ও আর্ভিরেগাস্ কিন্তু বেলারিয়াস্ তাহাদিগকে যথাক্রমে পলিডোর ও ক্যাড্‌ওয়াল্ বলিয়া ডাকিত।

তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া আইমোজেন বাহিরে আসিয়া কহিলেন, "মহাশয়গণ, আমার কোন অনিষ্ট করিবেন না। আমি খাদ্যের মূল্য দিতে প্রস্তুত ছিলাম এবং আহার শেষ করিয়া তাহার মূল্য টেবিলের উপর রাখিয়া যাইতাম।"

তাঁহারা খাদ্যের মূল্য লইতে অস্বীকার করায় আইমোজেন ভাবিলেন বোধ হয় তাঁহারা রাগ করিয়াছেন। তাই তিনি বলিলেন, "মহাশয়গণ, আমার এই অপরাধের জন্য যদি আমায় বধ করেন তবে জানিবেন যে আহার না করিলেও আমি মৃত্যুমুখে পতিত হইতাম।"

বেলারিয়াস্ তাঁহাকে তাঁহার নাম এবং তিনি কোথায় যাইতেছেন তাহা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি মিথ্যা করিয়া কহিলেন যে তাঁহার নাম ফিডেল্ এবং তাঁহার আত্মীয় মিলফোর্ড হ্যাভেন্ হইতে ইটালীর জাহাজে উঠিবেন, তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য তিনি মিল্‌ফোর্ড

হ্যাভেনে যাইবার পথে পথ হারাইয়াছেন ও ক্ষুধায় কাতর হইয়া তাঁহাদের গুহায় প্রবেশ করিয়া এই অপরাধ করিয়াছেন।

এই সকল কথা শুনিয়া তাহারা তাঁহাকে আদর করিয়া খাওয়াই-বার জন্য যে হরিণ-মাংস শিকার করিয়া আনিয়াছিল তাহা রান্নার আয়োজন করিতে লাগিল। আইমোজেন সুন্দর গিন্নীপনার পরিচয় দিয়া সব রন্ধন করিয়া সকলকে খাওয়াইলেন ও নিজে খাইলেন। আইমোজেনের সুন্দর আকৃতি, মধুর কথাবার্ত্তা ও বিনয়পূর্ণ ব্যবহারের জন্য শীঘ্র তিনি তাঁহার ভ্রাতাদের অতিশয় প্রিয় হইয়া উঠিলেন। তাঁহার ভ্রাতাদের প্রতিও তাঁহার স্নেহ পড়িয়া গেল। যদিও তখনও তিনি জানিতেন না যে তাহারা তাঁহার ভাই।

বেলারিয়াস্ তাহার পালিত পুত্র দুইজনকে লইয়া শিকারে বাহির হইল। আইমোজেন অতিশয় ক্লান্ত ও অসুস্থ বোধ করায় গুহামধ্যে রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে পিসানিও-প্রদত্ত ঔষধের কথা তাঁহার মনে হওয়ায় তিনি তাহা সেবন করিয়া গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া মৃতবৎ পড়িয়া রহিলেন।

শিকার করিয়া ফিরিয়া আইমোজেনকে সেই অবস্থায় দেখিয়া তাহারা মনে করিল যে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। সকলেই তাঁহার জন্য শোক করিতে লাগিল।

তারপর তাহারা সকলে মিলিয়া তাঁহাকে বনমধ্যে লইয়া গিয়া গাছের পাতা ও ফুলে তাহার মৃতদেহ ঢাকা দিয়া তাঁহাকে কবর দিয়া শোকাকুল চিত্তে গুহায় ফিরিল।

ঔষধের প্রভাব কিছুকাল পরে দূরীভূত হইলে আইমোজেনের

নিদ্রাভঙ্গ হইল। সামান্য পাতা ও ফুলের আবরণ সরাইয়া তিনি বাহির হইলেন। গুহায় ফিরিবার পথ খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর মনে করিয়া তিনি মিল্‌ফোর্ড হ্যাভেনে যাইবার উদ্দেশ্যে বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে রোমের সম্রাট্ আগষ্টাস্ সীজার ব্রিটেন আক্রমণ করিবার জন্য একদল রোমান্ সৈন্য ব্রিটেনে পাঠাইয়া দেন। এই সেনাদলে পস্‌থিউমাস্ ছিলেন। স্বদেশবাসীর বিরুদ্ধে যোগ দিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল না। হয় সিম্বেলিনের পক্ষে যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিবেন নচেৎ ব্রিটেনে প্রত্যাবর্ত্তন করার জন্য দণ্ড নিবেন এই উদ্দেশ্যেই তিনি ব্রিটেনে আসিয়াছিলেন। প্রিয়তমা আইমোজেন তাঁহার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা হইলেও পিসানিওর হস্তে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে ভাবিয়া তিনি জীবনে বীতরাগ হইয়া পড়িয়াছিলেন।

রোমান্ সেনাদল বনের মধ্য দিয়া যাইবার সময় পুরুষবেশী আইমোজেনকে দেখিতে পাইল। রোমান্ সেনাদলের সেনাপতি লুসিয়াস্ তাঁহাকে স্বীয় ভৃত্যরূপে নিযুক্ত করিলেন।

সিম্বেলিনের সেনাদলে পলিডোর ও ক্যাড্‌ওয়াল্ যোগ দিল। বৃদ্ধ বেলারিয়াস্‌ও রাজার পক্ষে যুদ্ধে যোগ দিল। রোমান্ ও ব্রিটেনদের মধ্যে যে ভীষণ যুদ্ধ হইল তাহাতে ব্রিটেনদের পক্ষে পস্‌থিউমাস্, বেলারিয়াস্, পলিডোর ও ক্যাড্‌ওয়াল্ বিশেষ সাহসিকতার পরিচয় দিলেন। তাহারা না থাকিলে রাজা সিম্বেলিন নিশ্চয়ই নিহত হইতেন।

যুদ্ধ শেষ হইলে পস্‌থিউমাস্‌ একজন কর্ম্মচারীর নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। নির্ব্বাসন হইতে প্রত্যাগমন করার জন্য তাঁহার প্রাণদণ্ড হইলেই তাহার দুঃখময় জীবনের পরিসমাপ্তি হইবে এই ভাবিয়া তিনি আত্মসমর্পণ করেন।

সিম্বেলিনের সমক্ষে আইমোজেন, তাঁহার প্রভু লুসিয়াস্‌ এবং ইয়াকিমো বন্দীরূপে নীত হইলেন। পস্‌থিউমাস্‌ স্বীয় প্রাণদণ্ডের আদেশ শুনিবার জন্য আসিলেন। বেলারিয়াস পলিডোর ও ক্যাড্‌ওয়ালের সহিত সাহসিকতার পুরস্কার লাভের জন্য রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। পিসানিও রাজার অনুচর-স্বরূপ সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

পসথিউমাসকে আইমোজেন চিনিলেন। আইমোজেনকে চিনিয়া বেলারিয়াস, পলিডোর ও ক্যাড্‌ওয়াল আশ্চর্য্য হইল। পিসানিও স্বহস্তে আইমোজেনকে পুরুষের বেশে সাজাইয়াছিলেন, তিনিও তাঁহাকে চিনিলেন।

রোমান্‌ সেনাপতি লুসিয়াস সিম্বেলিনকে কহিলেন, "মহাশয়, শুনিয়াছি আপনি মূল্য লইয়া বন্দীদের মুক্তি দেন না, আমি অবশ্য মুক্তি চাই না কিন্তু অর্থ গ্রহণ করিয়া আপনি আমার ভৃত্য এই যুবকটিকে মুক্তি দিন। এ একজন ব্রিটেনবাসী এবং ব্রিটেনবাসীর কোন অপকার এ করে নাই।"

আইমোজেনকে দেখিয়া রাজা দয়ার্দ্র হইলেন। তাঁহার মনে হইল যেন তিনি ইহাকে কোথায় দেখিয়াছেন। কিন্তু পুরুষের বেশ ধারণ করিয়া থাকায় সে যে তাঁহার কন্যা আইমোজেন তাহা তিনি

বুঝিতে পারিলেন না। তিনি তাহাকে মুক্তি দিলেন এবং বলিলেন, "বালক, তুমি যাহার জীবন ভিক্ষা চাহিবে আমি তাহাকেও মুক্তি দিব।"

এইবার আইমোজেন ইয়াকিমোর দিকে আঙুল দেখাইয়া রাজাকে কহিলেন, "মহারাজ, ঐ ব্যক্তি উহার হস্তস্থিত অঙ্গুরী কোথা হইতে পাইয়াছে তাহা বলিতে উহাকে বাধ্য করা হউক।"

ইয়াকিমো তখন নিজ দুষ্কার্য্যের কথা স্বীকার করিল। পস্‌থিউমাস্‌ সমস্ত শুনিয়া দারুণ অনুশোচনায় কষ্ট পাইতে লাগিলেন। তিনি রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তিনি যে আইমোজেনকে হত্যা করিবার জন্য পিসানিওকে আদেশ দিয়াছিলেন তাহা বলিয়া, "আইমোজেন—আইমোজেন" বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন।

এইবার আইমোজেন আত্মপরিচয় না দিয়া পারিলেন না। তখন রাজা, পস্‌থিউমাসকে ক্ষমা করিলেন এবং তাহাকে নিজ জামাতা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন।

বেলারিয়াস এই আনন্দের সময়ে আরো আনন্দের সংবাদ দিল। সে নিজের সমস্ত অপরাধ স্বীকার করিয়া রাজার দুই পুত্র পলিডোর ও ক্যাড্‌ওয়াল্‌ এই ছদ্মনামধারী গুইডেরিয়াস ও আর্ভিরেগাস্‌কে রাজার হস্তে ফিরাইয়া দিল।

আইমোজেনের অনুরোধে রাজা রোমান সেনাপতি লুসিয়াসকে ক্ষমা করিয়া মুক্তি দিলেন এবং লুসিয়াসের মধ্যস্থতায় শীঘ্র রোমান ও ব্রিটনদের মধ্যে একটা স্থায়ী সন্ধি স্থাপিত হইল।

সিম্বেলিনের দুষ্টপ্রকৃতি রাণী নিজ সঙ্কল্প বিফল হইল দেখিয়া মনোকষ্টে কাতর হইয়া পীড়িত হইলেন এবং মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তাঁহার পুত্র ক্লটেন এক কলহে নিহত হইল। যাহারা ভাল তাহারা পরিণামে সুখী হইল—যাহারা দুষ্ট তাহারা কেহবা মৃত্যুমুখে পতিত হইল, কেহবা সমুচিত শাস্তি পাইল।

শেষ

HEROINES OF INDIA—By Chittaranjan Banerjee, M.A., Published by B. Sarkar & Co., 15, College Square, Calcutta, pages 111, price Re. 1/-

This little book presents short sketches dealing with the lives and deeds of nine important heroines selected from Indian history. *Written in simple English the book is decidedly suited to the needs of children.* There have been included in it three more characters, viz. Jaymati, Meenavati and Devi Choudhurani, whose accounts 'owe more to legends than to history.' *The publication may be used as a text book and also as a book of general reading for children who have already acquired reading knowledeg of English.*

Amrita Bazar Patrika

5. 1. 1941